সেবা
তিন গোয়েন্দা
কিশোর থ্রিলার
রাত্রি ভয়ঙ্কর
রকিব হাসান

রাত্রি ভয়ঙ্কর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

চাঁদের আলোয় ধূসর দেখাচ্ছে বিশাল কবরখলকটা। ধারগুলো ক্ষয়া, কোণা ভাঙা। সমান্য একটু বাদে ছত্রাকে ছেয়ে আছে প্রায় পুরো পাথরটাই। একটা লাইন কেবল কোনমতে পড়া যায়–

মৃত্যু: অক্টোবর ৪, ১৮৯৮

তাড়াতাড়ি ওটার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল মুসা। হাত টেনে ধরল কিশোর, 'দেখো, একশো বছর আগে ঠিক আজকের দিনে মারা গিয়েছিল লোকটা।'

ফলকের আরও কাছে সরে এল কিশোর। ভালমত দেখার জন্যে এক গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসল কাছে। টর্চের গোল ছায়া ছায়া হলুদ আলোয় আরও রহস্যময় লাগল ওটাকে।

নেকড়ের প্রলম্বিত ডাকের মত তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে বাতাস বইছে। মুসার মনে হলো যেন প্রেতের দীর্ঘশ্বাস। শীত শীত লাগল। জ্যাকেটের চেন তুলে দিল আরও। কাছেই কোথাও খসখস করল কিসে যেন। তারপর পাথর নড়ানোর শব্দ। কফিনের ঢাকনা সরিয়ে বেরিয়ে আসছে নাকি···বাপরে! ভাবতে চাইল না আর।

ব্ল্যাকফরেস্টের এই গোরস্থান কয়েকশো বছরের পুরানো। দিনের বেলায়ও ঢুকতে চায় না কেউ। আর রাত দুপুরে সেখানে ঢুকে কবর নিয়ে রীতিমত গবেষণা করছে–ব্যাপারটা ভাবতেও কেমন লাগছে মুসার। বিশ্বাস হতে চাইছে না।

কিশোরের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিল মুসা। 'কি ভাবছ? ওঠো না!'

ফিরে তাকাল কিশোর। সরল না আগের জায়গা থেকে। ওর কালো চোখ চাঁদের আলোয় চকচক করছে। ধসে পড়া পাথরগুলোর দিকে টর্চের আলো নাচিয়ে বলল, 'ভাবছি, কারা শুয়ে আছে ওসব কবরের তলায়!'

'যারা এই এলাকায় প্রথম বসতি করতে এসেছিল, তারা,' মুসা বলল। 'বহু বছর হলো, কাউকে কবর দেয়া হয় না আর এখানে।'

এসব তথ্য কিশোরেরও জানা। তাই এ নিয়ে আর বিশেষ মন্তব্য করল না। 'গা ছমছম করে বটে, তবে জায়গাটা বেশ সুন্দরও লাগছে চাঁদের আলোয়। এই পরিবেশে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ভয়ঙ্কর সেই গল্পগুলোর উৎপত্তি বুঝি এখান থেকেই হয়েছিল–ওই যে, কবর থেকে বেরিয়ে আসা জীবন্মৃত ভূত, জিন্দালাশের গল্প।'

'খাইছে! কিশোর, দোহাই তোমার, জলদি চলো এখান থেকে! আমার

হাত-পা জমে গেল…'

ঝাপটা দিয়ে গেল ঝোড়ো বাতাস। কেঁপে উঠল কিশোর। উঠে যাওয়া কোটের কোণা টেনে নামিয়ে দিল। আবার হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

সারি সারি কবরফলকের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সরু রাস্তাগুলো বড় বড় ঘাসে ঢেকে গেছে এখন। পা ফেললেই রাস্তার খোলা ইঁট অদ্ভুত শব্দ করে, যেন মটমট মটমট করে শুকনো, ক্ষয়ে যাওয়া হাড় ভাঙতে থাকে। বাতাসের ঝাপটায় মড়মড় করে ভেঙে গেল গোড়াপচা একটা ডাল। এ থেকেই বোঝা যায় কি প্রবল বেগে বইছে বাতাস।

আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ভাবল, রোমাঞ্চকর এসব শব্দ কি ঠিকমত শুনতে পাচ্ছে কিশোর? শোনার কথা নয়। এক কানে ফোঁড়া হয়ে ফেটে গিয়েছিল, কয়েক দিন বেশ ভুগিয়েছে তাকে। একটাতে কোন গণ্ডগোল হলে আরেকটাও নাকি কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, কিছুদিন কানে কম শুনবে কিশোর। যেই অসুবিধের কথাটা শুনল, ভড়কে যাওয়া দূরে থাক, নতুন এক বুদ্ধি ঢুকল মাথায়–লিপ রীডিং শিখবে। তার কথা, 'কপালগুণে কানে কম শোনার বাধ্যতামূলক রোগটা' যখন হয়েই গেল, সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত। যারা কানে খাটো, তাদের কি কি সুবিধে-অসুবিধে, সেটাও এই সুযোগে জেনে নেয়া যাবে। ডাক্তারের ক্লিনিক থেকে ফিরেই চান্স পেয়ে মুসা আর রবিনের ওপর ভারী একখানা দার্শনিক উক্তিও ঝেড়ে দিল–সব মন্দের মাঝেই লুকিয়ে থাকে ভালর সম্ভাবনা…

'আরে, ওদিকে যাচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

রাস্তা দিয়ে এগোলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, তাই শর্টকাট ধরেছে কিশোর। মুসার তাতে ঘোর আপত্তি থাকলেও কিছু করতে পারল না। কিশোরের বক্তব্য, কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়া আর ভেতর যাওয়ার মধ্যে কোন তফাত নেই। যেভাবে গেলে তাড়াতাড়ি হয় সেটাই করা উচিত।

গোরস্থানের দেয়ালের বাইরে বনের প্রান্তে দেখা যাচ্ছে বিশাল পুরানো বাড়িটা। গ্রেড ম্যানশন। দুই পাশে লম্বা লম্বা গাছ। দূর থেকে দেখে মনে হয় বাতাসে ডাল নড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাও বুঝি কাঁপছে। এটা অবশ্য এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম, জানা আছে ওদের। তারপরেও নিজের অজান্তেই চলার গতি বেড়ে গেল মুসার।

'এহ্‌হে! এই, দাঁড়াও একটু…'

'কি হলো?' চমকে গেল মুসা।

'মুখোশটা কোথায় যেন পড়ে গেছে।'

'পকেটেই তো রাখলে দেখলাম…'

'হ্যাঁ, তাই তো রেখেছিলাম। পড়ল কোথায়?'

'ওই ফলকটার কাছে নয় তো? বসলে যখন…'

'ঠিক বলেছ। দাঁড়াও, দেখে আসি।'

টর্চের আলো ফেলে দেখতে দেখতে পেছনে ফিরে চলল কিশোর।

'আস্তে যাও। অত তাড়াহুড়া করলে…' বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা।

অহেতুক। শুনতে পাবে না কিশোর। শোনাতে হলে চিৎকার করতে হবে। এই কবরস্থানের মধ্যে চিৎকার করার সাহস হলো না ওর। যেন বহুশত বছর আগে মরে যাওয়া লাশগুলোর ঘুম ভেঙে যাবে তাতে।

ফলকটার কাছে গিয়ে নিচু হলো কিশোর। শরীরের বেশির ভাগটাই অদৃশ্য হয়ে গেল ফলকের আড়ালে। চিৎকার করে জানাল, 'পেয়েছি।'

ওর কাছে যেতে অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। এই কবরস্থানে কোন কিছুরই কোন বিশ্বাস নেই। বেশিক্ষণ ওই ফলকের আড়ালে থাকলে কিশোরও যে ভূত হয়ে যাবে না, কে নিশ্চয়তা দেবে! অতএব ঝুঁকি নেয়া যায় না। সাবধান থাকা দরকার। ফলকটার দিকে চোখ রেখে এগোতে গিয়ে শ্যাওলায় ঢাকা আরেকটা পিচ্ছিল ফলকে পা দিয়ে ফেলল। গেল পিছলে। সোজা হতে না হতেই তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে প্রায় মূর্ছা যাবার জোগাড় হলো ওর।

'কিশোর!' বলে দিল এক চিৎকার। কোনদিকে না তাকিয়ে দৌড়। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল ফলকের অন্যপাশে।

কালো সিল্কের মুখোশ থেকে তখন বালি আর কুটো ঝাড়ছে কিশোর। মুসার অবস্থা দেখে অবাক। 'কি হয়েছে?'

'একটা চিৎকার শুনলাম···' বলেই থেমে গেল মুসা। আবার শোনা গেল চিৎকারটা। 'ও-ও-ওই তো! শুনলে!'

'কি শুনলে?'

'আরে এই ধ্যান্দাকে নিয়ে হয়েছে আরেক জ্বালা! কানেও শোনে না···' কি শুনেছে কিশোরকে বোঝানোর জন্যে চিৎকার করতেই হলো মুসাকে। কোন লাশের ঘুম ভাঙল কিনা তাতে, বুঝতে পারল না।

'কোন্ দিকে?' জানতে চাইল কিশোর।

হাত তুলে গেটের দিকটা দেখাল মুসা।

'চলো, দেখে আসি।'

'ওরিব্বাপরে! আমি পারব না!'

'এসো তো!' মুসার হাত ধরে টান দিল কিশোর।

টর্চ হাতে সাবধানে গেটের দিকে এগোল সে। পেছন পেছন চলল মুসা।

গেটের কাছাকাছি আসতেই ছায়া থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কালো পোশাক পড়া লম্বা এক ছায়ামূর্তি। রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল।

অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে। লাফ দিয়ে তার পাশে চলে এল মুসা।

সামনে মূর্তিমান এক বিভীষিকা। কালো পোশাকটা শতচ্ছিন্ন। পচে, গলে খসে খসে পড়ছে মুখের মাংস আর চামড়া। হাতের মাংস খসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

বাস্তবে এই ঘটনা ঘটছে, নাকি দুঃস্বপ্ন! কাঁপতে আরম্ভ করেছে মুসা। আর কোন উপায় না দেখে বাড়ি মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরল টর্চটা। যদিও বুঝতে পারছে, সাধারণ টর্চের বাড়িতে কিছুই হবে না কবর থেকে উঠে আসা ওই দানবের।

কিন্তু হয় কিনা প্রমাণ করার আগেই হাত তুলল দানবটা। একটানে খুলে ফেলল মুখোশ। বেরিয়ে পড়ল জিম গিলবার্টের হাসিমুখ।

'কি বুঝলে?' হাসতে হাসতে বলল সে। 'দেখো তো হাত দিয়ে, প্যান্টটা শুকনো আছে নাকি?'

'ইকটুও ভয় পাইনি,' স্বাভাবিক হওয়ার ভঙ্গি করলেও গলার কাঁপুনি থামাতে পারছে না মুসা। 'দেখেই বুঝেছিলাম তুমি ছাড়া আর কেউ না।'

হা-হা করে হাসল জিম। রবারের কনুই ঢাকা দস্তানাটাও খুলে নিল। বেরিয়ে পড়ল স্বাভাবিক হাত। 'সে তো বটেই, সে তো বটেই,' দস্তানা নাড়তে নাড়তে বলল সে, 'ইকটুও ভয় পাওনি, আহারে! মুখোশ খুলতে আর কয়েকটা সেকেন্ড দেরি করলেই তোমাদের হার্টফেল করানোর অপরাধে ফাঁসি হয়ে যেত আমার...'

পেছন থেকে তাগাদা দিল কিশোর, 'কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছ। চলো, পার্টির দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দুই

এই ঘটনার পনেরো দিন আগে।

স্কুলে জিনিসপত্র রাখার লকারটা খোলার জন্যে নবে জোরে জোরে মোচড় দিতে লাগল মুসা। বেকায়দাভাবে আটকে গেছে। অবাক লাগল। সকালেও তো ঠিক ছিল। কেউ খুলল নাকি? লাগাতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে?

লকারটা ছোট। কিন্তু ভেতরে জিনিস অনেক। গাদাগাদি করে রেখেছে মুসা। জ্যাকেট, বাস্কেটবল খেলার জার্সি, গোটা ছয়েক বই, আরও নানা টুকিটাকি জিনিসের মাঝে হাত ঢুকিয়ে ঠেলে একপাশে সরিয়ে খুঁজতে শুরু করল সে। আনমনে বিড়বিড় করছে, 'কোথায় রাখলাম! এখানেই তো ছিল...'

'কি ছিল এখানে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা, 'লাঞ্চ প্যাকেট।'

হাসল রবিন, 'দেখো, ইঁদুরে নিয়ে গেল নাকি।'

'লকারে ইঁদুর ঢুকবে কি করে?' হাতটা আরেকটু ভেতরে ঢোকাল মুসা, 'এই তো, পেয়েছি। এত ভেতরে গেল কি করে? বাইরেই তো রেখেছিলাম...শিওর, লকারে হাত দিয়েছে কেউ,' টান দিয়ে প্যাকেট বের করতে গিয়ে অনেক জিনিস বেরিয়ে চলে আসছিল। চেপেচুপে সেগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে কিছুটা রাগের সঙ্গেই ধাক্কা মেরে লাগিয়ে দিল লকারের দরজা। লেগে যাওয়ার আগেই ভেতর থেকে পড়ল একটা খাম। পাল্লায় আলতো করে টেপ দিয়ে সাঁটা ছিল বোধহয়। খাবার খোঁজায় ব্যস্ত থাকায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। 'বললাম না, কেউ হাত দিয়েছে...'

'কি ওটা?' ঝুঁকে দাঁড়াল রবিন।

'কি জানি!' কালো রঙের খামটা তুলে নিল মুসা। মাঝখানে সাদার ওপরে জ্বলজ্বলে রক্তলাল রঙে লেখা রয়েছে ওর নামটা—মুসা আমান। 'দেখি, ধরো তো,' প্যাকেটটা রবিনের হাতে তুলে দিল খাম খোলার জন্যে। ভেতর থেকে বেরোল একটা হলদে রঙের কার্ড। এককোণে আঁকা একটা কালো কফিনের ছবি। নিচে লেখা: তোমার জন্যে সংরক্ষিত।

'খাইছে! কফিন!' ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা। 'কি রে বাবা! কবরে যাওয়ার দাওয়াত নাকি?'

'উল্টেই দেখো, কি লিখেছে।'

রবিনের কথামত উল্টে দেখল মুসা। অন্যপাশেও লেখা।

'ইভা গ্রেভের বাড়িতে হ্যালোউইন পার্টির দাওয়াত দিয়েছে নিশ্চয়,' রবিন বলল।

'তুমি জানলে কি করে?'

'আমাকেও দিয়েছে। স্কুলের অনেক ছেলেমেয়েই বোধহয় পেয়েছে। সত্যি অদ্ভুত।'

'অল নাইট হ্যালোউইন কস্টিউম পার্টি,' কার্ডটা পড়ল মুসা। 'সারা রাত চলবে।...হ্যালোউইন পার্টি তো সারারাতই হয়। অদ্ভুতটা কোথায় দেখলে?'

'পড়ো না আরও, বুঝতে পারবে।'

'বিশেষ ব্যবস্থা—নাচ, খেলা...এর মধ্যে অদ্ভুতটা দেখলে কোনখানে?'

'ঠিকানাটা দেখেছ?'

আবার কার্ডের দিকে তাকাল মুসা, 'ঠিকানা: ১৩, গোস্ট লেন, ব্ল্যাকফরেস্ট। সময়: রাত্রি ১২টা, আগামী অমাবস্যা। অক্টোবর...নাহ্, কিছু বুঝলাম না।'

'বাড়িটা কোথায়, দেখো?'

'গ্রেভ ম্যানশন।'

'তাহলেই বোঝো। নামটাই কেমন ভূতুড়ে। গ্রেভ, মানে কবর। কোনখানে ওটা, জানো? ব্ল্যাকফরেস্টের পুরানো কবর-স্থানের পেছনে...'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল মুসা। 'ওই বাড়ি! ওখানে পার্টি! বহু বছর ধরে তো ওটা খালিই পড়ে আছে জানতাম। পোড়োবাড়ি।'

'যাক, মাথায় তাহলে ঢুকল এতক্ষণে। কেন অদ্ভুত বললাম বুঝলে তো?...এখন আর খালি নয় ওটা। ইভা তার আঙ্কেলের সঙ্গে থাকে ওই বাড়িতে। মেরামত করে নিয়েছেন ওর আঙ্কেল।'

'ওখানে তো জানতাম ভূতের উপদ্রব ছিল।'

হাসল রবিন। 'এ আর নতুন কি। ব্ল্যাকফরেস্টের সবখানেই তো ভূতের উপদ্রব।...এই নাও, তোমার লাঞ্চ। খাবে কি করে? চাপ লেগে ভর্তা হয়ে গেছে।'

'ইভারই কাজ,' মুখ বাঁকাল মুসা। 'নিশ্চয় খামটা রাখার জন্যে সুবিধেমত জায়গা খুঁজছিল...'

'ইচ্ছে করেও ভেতরে ঠেলে দিতে পারে, দুষ্টুমি করে। তোমাকে

ভোগানোর জন্যে।'

'হ্যাঁ, তা-ও করতে পারে। দাও,' হাত বাড়াল মুসা।

রবিনের সঙ্গে লাঞ্চরুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ব্ল্যাকফরেস্টের কথা ভাবল সে। পুরানো বাড়িঘর আছে অনেক। কিছু বাড়িতে মানুষ থাকে, বাকিগুলো সব পোড়ো। লোকে বলে ওগুলোতে নানা রকম ভূতের আড্ডা। আগে নাকি ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটত ব্ল্যাকফরেস্টের গোস্ট লেনে, এখনও ঘটে–খুন, রহস্যময় সব ভূতুড়ে ঘটনা, যেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন। ওখানকার গ্রেড ম্যানশন হ্যালোউইন পার্টির জন্যে উপযুক্ত জায়গাই বটে!

'আমাদেরকে পার্টিতে কেন দাওয়াত করেছে ইভা, বুঝতে পারছ কিছু?' ক্যাফেটারিয়ার দরজায় এসে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন, 'ভালমত পরিচয়ও নেই ওর সঙ্গে।'

স্কুলের কারও সঙ্গেই ভাল পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ। তবে চেনে ওকে সবাই। এত সুন্দরী মেয়ে চোখে না পড়ে যায় না। লম্বা, ছিপছিপে শরীর, ঝলমলে সোনালি চুল, পান্না-সবুজ চোখ। আগে অন্য কোথাও পড়ত, নতুন এসে ভর্তি হয়েছে। কোন্‌খান থেকে এসেছে অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারেনি স্কুলের কেউ। তিন গোয়েন্দার চেয়ে বয়েসে কয়েক বছরের বড় হবে। দেরিতে লেখাপড়া শুরু করেছে বোধহয়।

আরেকটা কথা রবিনকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মুসা, এই সময় চোখ পড়ল কিশোরের ওপর। দরজার কাছে টেবিলে বসে আছে। এগিয়ে গেল সেদিকে।

'কি খবর?' ভুরু নাচাল কিশোর, 'খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?'

জবাবে খামটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা।

এক পলক দেখল কিশোর। ধরল না। 'আমিও পেয়েছি।'

'সারা স্কুলের সবাই পেল নাকি?'

'মনে হয় না। বিড পায়নি। মরফি পায়নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'আমাদের দিল কেন বুঝতে পারছি না,' পাশে এসে দাঁড়ানো রবিনের দিকে একবার তাকিয়ে আবার কিশোরের দিকে চোখ ফেরাল মুসা। 'ইভার সঙ্গে পরিচয় নেই আমার। তোমার আছে? তোমার জন্যেই আমাদের দুজনকে দেয়নি তো?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমিও বুঝতে পারছি না। দু'একবার "হালো, কেমন আছ? ভাল" ওইটুকুই পরিচয়।'

'আমার সঙ্গে তা-ও নেই। জিমনেশিয়াম ক্লাসে দেখা হয়। কোন কথা বলে না।' খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল মুসা।

রবিন বসল আরেকটা চেয়ারে।

প্যাকেট খুলেই নাকমুখ কুঁচকে ফেলল মুসা। টমেটোর রস কাগজ ফেটে বেরিয়ে পাঁউরুটির টুকরো আর মাংসের বড়া সব একাকার করে দিয়েছে। স্বাদটাদ কিছু পাওয়া যাবে না। এ জিনিস মুখে দিতেও খারাপ লাগছে।

'নাও,' নিজের বাক্সটা ঠেলে দিল কিশোর, 'আমার এখান থেকে খাও।'

আগ্রহ বোধ করল না মুসা। পীনাট বাটার, ব্যানানা স্যান্ডউইচ, শব্জি সেদ্ধ আর কাঁচা গাজর কাটা। ডায়েট কন্ট্রোল শুরু করেছে আবার কিশোর। ছোটবেলায় খুব মোটা ছিল। অনেক চেষ্টা করে ওজন কমিয়েছে। মোটা হওয়াকে তার ভীষণ ভয়। ওজন সামান্য বাড়তে দেখলেই খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিয়ে ফেলে।

'নাহ্, লাগবে না, ধন্যবাদ,' মাথাটা পিছিয়ে নিল মুসা। 'এ জিনিস খাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে। তারচেয়ে হট ডগ কিনে আনছি।'

'ওসব বিষ যে কি করে খাও! আর কিছু নাহোক, এক টুকরো গাজর অন্তত নাও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটুকরো গাজর নিয়ে চিবাতে শুরু করল মুসা।

'কি করবে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কি করব মানে?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'যাবে নাকি দাওয়াতে? কস্টিউম পার্টি। তোমার তো ভীষণ অপছন্দ...'

'এক্কেবারে পোলাপানের খেলা,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'যেমন খুশি তেমন সাজো। ভাবলেও হাসি পায়। অথচ বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো দিব্যি এসব করে আনন্দ পাচ্ছে।...না যাওয়াই ভাল। রাত দুপুরে কে যায় পাগলামি করতে। তা ছাড়া ইভার সঙ্গে খাতিরও নেই আমাদের...'

'তাতে কি?' রবিন আর মুসাকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল কিশোর। 'কস্টিউম পার্টি পছন্দ হোক বা না হোক, দাওয়াত যখন দিয়েছে যেতে অসুবিধে কি? পরিচয় নেই তো কি হয়েছে? গেলেই হয়ে যাবে। রাত দুপুরে ব্ল্যাকফরেস্টের পোড়োবাড়িতে পার্টি করার কথা ভাবতে আমার তো ভালই লাগছে।'

'যাওয়ার আগ্রহ আমারও হচ্ছে,' রবিন বলল, 'তবে স্রেফ কৌতূহল। কি কারণে আমাদের দাওয়াত করল ইভা, জানতে ইচ্ছে করছে।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার করছে না?'

সামান্য দ্বিধা করে জবাব দিল মুসা, 'করছে...তবে পাশের পুরানা গোরস্থানটা...'

'গোরস্থান তোমাকে কি ধাওয়া করবে? ওটার জায়গায় ওটা আছে।' হাত নেড়ে ওর কথা উড়িয়ে দিল কিশোর। 'ইচ্ছে যখন করছে, যাওয়াই উচিত। তাহলে এটাই ঠিক হলো–আমরা যাচ্ছি।...জিমনেশিয়ামে দেখে ইভাকে কি রকম মনে হলো?'

'এই স্কুলে মেয়েদের মধ্যে সেরা অ্যাথলেট, অনেক ছেলেকেও ছাড়িয়ে যায়। শরীরটা একেবারে নিখুঁত রেখেছে। কি করে রাখল জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন। প্রথমে কথা বলতে চাইল না। শেষে দায়সারা জবাব দিল, ওয়েইট লিফটিং করে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে গিয়েও কাটল না কিশোর। 'হুঁ, একারণেই ও...' কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

'ও কি?'

'না, বলছি, খুব শক্তি আছে গায়ে। গাড়ির চাকা কাদায় পড়েছিল। ঠেলে তুলে ফেলল।'

'অ. সেদিন যে তুলল। ও এমন কিছু না। আমিও পারি।'

'তুমি পারো। কিন্তু রবিন বা আমি পারি না। অত জোর নেই আমাদের গায়ে।'

★

বাকি দিনটা স্কুলের সবার মুখেই কেবল ইভা আর তার পার্টি ছাড়া অন্য আলোচনা নেই, যদিও দাওয়াত খুব কমজনেই পেয়েছে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা।

শেষ পিরিয়ড শুরুর কয়েক মিনিট আগে হলরুমে মুসাকে পাকড়াও করল এনিড ওয়াকার। স্কুল ম্যাগাজিনের সহকারী সম্পাদক এনিড। স্কুলের সমস্ত খবর তার কানে চলে আসে। খবর জানার জন্যে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতেও দ্বিধা করে না। ওর মতে, রিপোর্টারের জন্যে সব জায়েয। নাক না গলালে, আড়ি না পাতলে খবর জানবে কি করে?

'শুনলাম ইভার পার্টিতে দাওয়াত পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল এনিড।

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তোমাকে দেয়নি?'

'নাহ্। সেজন্যেই অবাক লাগছে। আমি না গেলে ওর পার্টির খবর ছাপা হবে কি করে?'

'খবর ছাপা হোক এটা হয়তো চায় না সে। কেন এই পার্টির আয়োজন, জানো নাকি কিছু?'

'জানা তো দূরের কথা, আন্দাজও করতে পারছি না। একটা কারণ হতে পারে, বেশি মানুষকে দাওয়াত দিতে সঙ্কোচ বোধ করছে সে।'

খোঁড়া যুক্তি মনে হলো মুসার। তবু জানতে চাইল, 'সঙ্কোচ বোধ করবে কেন?'

'পোড়োবাড়িতে বাস করে বলে। জানো না? গ্রেভ ম্যানশনের শেষ মালিকরা বেশ কয়েক বছর আগে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই নাকি ওবাড়িতে ওদের প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়। সেজন্যে কেউ আর কেনেওনি বাড়িটা, থাকতেও যায় না।'

'ভূতের কথা বলে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ নাকি?' বাঁকা চোখে তাকাল মুসা। 'তাহলে ইভারা থাকতে গেল কেন?'

ঠোঁট ওল্টাল এনিড। 'সেইটাই তো হলো কথা। আমার এক খালার কাছে শুনলাম, গ্রেভ ম্যানশনের আসল মালিকদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয় নাকি ইভারা। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে বাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে এখন সেখানে বসবাস শুরু করেছেন ইভার আঙ্কেল।'

'শুনেছি। তা এই আঙ্কেলটি কোন্ ধরনের আঙ্কেল-মামা, চাচা, খালু, জ্যাঠা-কোনটি?'

'তা বলতে পারব না। ওই ভদ্রলোক ইভার বর্তমান গার্জেন। মনে হয় ইভার বাবা-মা'র ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মারাও গিয়ে থাকতে পারে, কে

জানে। শুনলাম, এখানে আসার আগে ইয়োরোপে ছিল ইভা আর তার আঙ্কেল। বহু দেশ ঘুরেছে।'

এত সব তথ্য দিলেও আসল জবাবটা দিতে পারল না এনিড-তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করল কেন ইভা? প্রশ্নটা নিয়ে বায়োলজি ক্লাসে বসেও মাথা ঘামাচ্ছে মুসা, এই সময় এসে ওর পাশে বসে পড়ল ডারবি গ্রেগ। হাসিখুশি ছেলে। সব সময় নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় মেতে থাকে। কোন কিছুতেই সফল হতে পারেনি আজতক। ও নিজেকে খুব চালাক ভাবলেও সবাই বলে বোকা। তবে আসলেই বোকা কিনা সেটাও প্রমাণিত হয়নি।

ডারবির এলোমেলো কালো চুলে চিরুনি লাগাতে ইচ্ছে করে না। গায়ে ঢলঢলে টি-শার্ট। বুকের কাছে কমলার রস লেগে আছে। বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা: ডোন্ট টাচ মি, আয়াম আ ভেজিটেরিয়ান। বাক্যটা ওর খুব পছন্দ, সেজন্যেই শার্ট কিংবা গেঞ্জি যা-ই কিনুক, তাতে লিখিয়ে নেয়। নিজেকে নিরামিষাশী ঘোষণা করলেও মাংসেও বিন্দুমাত্র অরুচি নেই ওর। আর এই অদ্ভুত কথাটা কেন লেখে, সেটাও কারও বোধগম্য নয়।

'আই, ডারবি, কেমন আছ?'

'ভাল।' একটা প্লাস্টিকের পোঁটলা ল্যাবরেটরির টেবিলে নামিয়ে রাখল ডারবি। 'শুনলাম ইভা তোমাকে পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকেও দিয়েছে।'

'তাই নাকি? সত্যি?' অবাক হলো মুসা। ওদের তিনজনকে কেন দিল সেটা ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছিল না, ডারবিকেও দিয়েছে শুনে তো হাঁ। উল্টোপাল্টা কাণ্ড করে বসে বলে ওকে সাধারণত কেউ দাওয়াত দিতে চায় না।

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'আর কাকে দিয়েছে, জানো?'

'রবিন আর কিশোরকে। অন্য কারও কথা জানি না।' প্রসঙ্গটা আর ভাল লাগছে না মুসার। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বায়োলজি প্রোজেক্টের খবর কি?'

'শেষ হওয়ার পথে,' গর্বের সঙ্গে বলল ডারবি। 'সত্যি বলব? সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি।' পোঁটলাটা দেখাল সে।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকাল মুসা। এই প্রথম লক্ষ করল, পোঁটলাটা জীবন্ত। মনে হলো প্রাণ আছে যেন ওটার। নড়ছে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেদিকে। জড় বস্তুতে প্রাণ সঞ্চারের মত অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করে ফেলল নাকি ডারবি গ্রেগ!

ওর বিস্ময় দেখে হাসল ডারবি। পোঁটলার মুখটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সবুজ ব্যাঙ। দুই লাফে চলে যাচ্ছিল টেবিলের বাইরে। শেষ মুহূর্তে শূন্য থেকে থাবা দিয়ে ধরে ফেলল ডারবি।

'এই তোমার বায়োলজি প্রোজেক্ট,' হতাশা চাপা দিতে পারল না মুসা। 'একটা ব্যাঙ।'

'এইই সব নয়,' মুসার তাচ্ছিল্য দেখে আহত স্বরে জবাব দিল ডারবি। পোঁটলা থেকে একটা কাঁচের বয়াম বের করল। ভেতরে ঘোলাটে কাদা-পানি।

'মেটামরফসিসের ওপর গবেষণা করছি আমি। এর মধ্যে আছে ব্যাঙাচি।'

ভুরু কুঁচকে বয়ামটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'মানে ব্যাঙের পোনা! কই, নড়ছে না তো?'

চোখের কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাল করে বয়ামের ভেতরটা দেখতে লাগল ডারবি। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'উহুহু, ভুল হয়ে গেছে। বয়ামের মুখে ফুটো করে দেয়া উচিত ছিল। তাহলে বাতাস ঢুকতে পারত। সব মরে গেছে।' পরক্ষণেই মনের দুঃখটা দূর করে দিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, 'অবশ্য এতে মন খারাপ করার কিছু নেই, তাই না? এটাই জীবন–জন্মিলে মরিতে হয়; আজ যে চলেফিরে বেড়াচ্ছে, কাল সে মৃত, পরশু পচে গন্ধ বেরোতে শুরু করে···' হাত নেড়ে মুসাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'ভয় নেই, ডোবাটায় প্রচুর ব্যাঙাচি আছে। গেলেই তুলে আনতে পারব।' ব্যাঙ আর বয়ামটা আবার পোঁটলায় ঢুকিয়ে মুখ বেঁধে ফেলল সে।

'দেখো আবার, তোমার প্রোজেক্টের কর্ণধার সাহেবও অক্সিজেন না পেয়ে অক্কা পায় কিনা,' সাবধান করে দিল মুসা। 'জলদি ফুটো করো পোঁটলায়।'

'ভাল কথা মনে করিয়েছ তো।' পেন্সিলের চোখা ডগা দিয়ে পোঁটলায় ফুটো করতে করতে জিজ্ঞেস করল ডারবি, 'কি, খুব ভাল সাবজেক্ট বাছিনি?'

জবাব দিল না মুসা।

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল ডারবি, 'পার্টিতে আর কাকে দাওয়াত করেছে ইভা?'

'রবিন আর কিশোর বাদে অন্য কারও কথা জানি না বললামই তো।'

'জিম গিলবার্টকে করেছে,' ডারবি বলল।

জিম! ফুটবল খেলে। স্কুল-টীমের সবচেয়ে ভাল লাইনব্রেকার। অনেক ভক্ত ওর। ইভারও ওকে পছন্দ করাটা স্বাভাবিক।

আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মুসা, এই সময় স্যার ঢুকলেন ক্লাসে। ঢুকেই জেনেটিকস নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। পরের চল্লিশটা মিনিট পার্টি নিয়ে কোন কথা বলার আর সুযোগ হলো না ওদের।

স্কুল ছুটির পর ক্লাস থেকে বেরিয়ে দেখে মুসা, বারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় জটলা করছে একদল ছেলেমেয়ে। গলার রগ ফুলিয়ে তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছে এনিড। সেদিকে এগোতে যাচ্ছিল মুসা, পাশ থেকে এসে ওর কনুই চেপে ধরল কিশোর। মুসা ফিরে তাকাতে বলল, 'বিপদেই পড়লাম। প্রশ্ন করে করে জ্বান খারাপ করে দিল সব। সবার এক কথা, আমাদের কেন দাওয়াত দিল ইভা।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় করে জটলাটার দিকে তাকাল মুসা। 'ওদিকে যাওয়াটা তো এখন রিস্কি। সবাই মিলে ছেঁকে ধরবে।··· রবিন কই?'

'আছে কোনখানে। দেখা হয়নি। লাইব্রেরিতে থাকতে পারে···' হাত ধরে মুসাকে টেনে একটা থামের আড়ালে নিয়ে এল কিশোর। 'দাঁড়াও, ও কি বলে শুনি।'

'এত দূর থেকে···' বলতে গিয়েই মনে পড়ল মুসার, কিশোর লিপ রীডিং

প্র্যাকটিস করছে।

একদৃষ্টিতে এনিডের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'যারা যারা দাওয়াত পেয়েছে, সবার নাম জেনে গেছে ও। নয়জন…'

'মোটে?'

'তাই তো বলছে। তুমি, আমি, রবিন, ডারবি গ্রেগ, জিম গিলবার্ট, জুন হুফার, হেনরি কার্টারিস, টমাস ওয়ারনার এবং ভিকারেল সামার।'

'ভিকি! বাহ্, দারুণ!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'ওকেও তাহলে দিয়েছে!' বহুকাল গভীর বন্ধুত্ব ছিল দুজনের, বাস্কেটবল খেলার সুবাদে। তারপর হঠাৎ করে গতবছর থেকে ফাটল ধরল। ওই খেলা নিয়েই। কিছুদিন রেষারেষি চলল, তারপর শেষ। দোষটা অবশ্য মুসার নয়, ও মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এমনই জেদ ধরে বসল ভিকি…

'পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত লাগছে আমার,' মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। 'বাছাইটা দেখেছ? একজনের সঙ্গে একজনের স্বভাবের এত অমিল–আমাদের তিনজনের কথাই ধরো না, কারও সঙ্গে কি কারও মেলে? পুরো দলটার মধ্যে কেবল জিম আর টমাসের স্বভাবের কিছুটা মিল আছে…'

বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গেই কথা বলতে শুরু করল যেন কিশোর, 'প্রায় সবগুলো চরিত্রই কেমন উদ্ভট। ডারবি, জুন হুফার, ভিকি…ডারবিটা একটা আধপাগল, বোকাও বটে। জুনের মাথায়ও ছিট। নইলে এত সুন্দর লাল চুলগুলোকে এমন পাগলের মত করে রাখে…ভিকিটা নিজেকে ভাবে হিরো, তার ওপর বিজ্ঞানের জাদুকর, অথচ…'

'ওসব তো আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলল মুসা।

ফিরে তাকাল কিশোর, 'মুসা, এ সব উদ্ভট মানুষকে কেন দাওয়াত দিল, বলো তো?'

'আমরাও কি উদ্ভট?'

'তা ছাড়া আর কি? তোমার দুঃসাহসের জুড়ি নেই, ওদিকে ভূতের ভয়ে কাবু, রবিন বই পেলে দুনিয়ার আর কিছু বোঝে না, সব ভুলে বসে থাকে, অথচ গানের পার্টিতে গেলে মুখে যেন খই ফুটতে থাকে, আমাদের মুখচোরা রবিন বলেই আর চেনা যায় না তখন; আর আমি…'

'রহস্যের পাগল। নানা রকম ছিটে ভরা মগজ, স্কুলের অনেকেরই ধারণা উন্মাদ হতে আর বেশি বাকি নেই তোমার–সামনে যদিও বলে না…'

'তাহলেই বোঝো। এরকম একটা দলকে কেন পার্টির জন্যে বাছাই করল ইভা?'

'আর বেশি বোলো না! মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার।' তবে হঠাৎ করেই মনটা খুশিও হয়ে উঠল পার্টিতে ভিকি যাচ্ছে বলে।

'ওই যে,' হাত তুলল কিশোর, 'ইভা আসছে। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দেবে মনে হয়।'

স্কুলের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা জটলার দিকে এগিয়ে এল

ইভা। ওকে দেখে জটলাকারীরাও এগোল ওর দিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিশোরের পিছে পিছে চলল মুসা।

'সারাদিন কোথায় ছিলে?' খাতির করার ঢঙে ইভাকে জিজ্ঞেস করল এনিড।

'হলিউডে গিয়েছিলাম। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল,' জবাব দিল ইভা। 'ফিরে এসে কোনমতে শেষ পিরিয়ডটা ধরেছি।'

'তোমার জন্যেই বসে আছি আমরা,' এনিড বলল। নোটবুক বের করল। 'তোমার পার্টি সম্পর্কে একটা ধারণা দেবে আমাদের?'

'ধারণা দেয়ার মত স্পেশাল কি হলো?' মিষ্টিকণ্ঠে বলল ইভা। 'আর দশজনের মতই সাধারণ একটা পার্টি দিচ্ছি, ব্যস।'

'কিন্তু তালিকাটা দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানো?' জিম গিলবার্ট বলল, 'কোথায় যেন একটা উল্টোপাল্টা আছে। যাদের যাদের দাওয়াত করা হয়েছে, তাদের সবারই কোন না কোন···'

হাত নাড়ল ইভা, 'কি বলতে চাও বুঝলাম না।'

স্কিনটাইট সাদা উলের পোশাক পরেছে সে। সোনালি চুল আর চোখের দিকে তাকিয়ে, কথা বলার ভঙ্গি দেখে কিশোরের মনে হলো মডেল হলে খুব নাম করবে ইভা।

'পরিষ্কার দুটো দলে ভাগ করতে পারছি আমি মেহমানদের,' জিমের কথাটাকেই যেন শেষ করল টম, 'নম্র এবং উগ্র।'

'বাহ্, বেড়ে বলেছ তো!' ভাগাভাগিটা বেশ পছন্দ হয়েছে জিমের, 'নম্ররা ভীতু, আর উগ্ররা সাহসী; কেউ কেউ তো রীতিমত দুঃসাহসী।' মুসার দিকে তাকাল সে, 'কি মিয়া, সারারাত গিয়ে কবরস্থানের ধারে কাটানোর সাহস আছে? ভূতের ভয় করবে না?'

মুসার হয়ে একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর, তার আগেই বলে উঠল ইভা, 'আমি আশা করব যারা যারা কার্ড পেয়েছ, সবাই পার্টিতে আসবে।' জিমের দিকে তাকিয়ে একটা ঝলমলে হাসি উপহার দিল সে, 'জিম, আসবে তো?'

'আঁ!···হ্যাঁ, আসব,' মুহূর্তে কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেল জিম।

'আমিও যাচ্ছি,' আগ বাড়িয়ে জবাব দিল টম।

'খুশি হলাম,' ইভা বলল। 'আমি আরও আশা করব, তোমরা দুজনেই নাচবে আমার সঙ্গে। খুব ভাল একটা অডিও সেট আছে আমার। নাচের মিউজিকের দারুণ দারুণ সিডি আর টেপ জোগাড় করেছি।'

'তাই নাকি!'

'খুব ভাল, খুব ভাল!'

প্রস্তাবটা লুফে নিল জিম আর টম।

ওদের বেহায়াপনা দেখে নিজের অজান্তেই নাকমুখ কুঁচকে গেল মুসার।

'হাই, ইভা, আমিও তোমার সঙ্গে নাচতে চাই,' বলে উঠল খসখসে একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল সবাই। কোন ফাঁকে এসে হাজির হয়েছে রিচার্ড জোনস, ইভার দিকে নজর থাকায় কেউ লক্ষ করেনি। সঙ্গে তার দোসর ব্রেক হগম্যান। স্কুলের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্র দুজনেই। এতদিনে কলেজে পড়ার কথা ওদের। বার বার ফেল করে বলে স্কুল ছেড়েই যেতে পারছে না। রিচার্ড জোনসকে সংক্ষেপে 'রিজো' বলে ডাকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা, ওর নিজেরও এই নামটা পছন্দ। ভাল ফুটবল খেলে, তবে ভীষণ বদমেজাজী। স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে ওর সঙ্গে ব্রেক হগম্যানেরও এত মিল, বন্ধু হওয়ারই উপযুক্ত। ওর ডাকনাম হয়ে গেছে হগ, অর্থাৎ শুয়োর–আর পুরোটা, হগম্যান, মানে শুয়োরমানব; শুনতে মোটেও ভাল লাগে না ওর। কিন্তু বাপ রেখেছে এই নাম, কি আর করে। মেনে নিতেই হয়।

'তোমার সঙ্গে নাচতে পারলে বর্তে যাব, রিজো,' ঝলমলে হাসিটা উধাও হয়ে গেছে ইভার মুখ থেকে। 'আহা, নাচার কি সঙ্গী। তা একদিন অ্যায়ারোবিক ক্লাসে চলে এলেই পারো। চুটিয়ে নাচা যাবেখন।'

হেসে উঠল ছেলেমেয়েরা। ওদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি বর্ষণ করে আবার ইভার দিকে ফিরল রিজো। 'তারচেয়ে বরং তোমার পার্টিতে চলে আসব। অনেক ভাল হবে। আমাকে দাওয়াত দিতে নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলে?'

'উঁহু,' হাসিটা ফিরে এসেছে আবার ইভার মুখে, 'একটুও না। ভুলব কেন? ইচ্ছে করেই দিইনি।'

'তাহলে ইচ্ছেটা বদলাও তাড়াতাড়ি,' ভুরু কুঁচকে বলল রিজো। 'এরকম একটা মজার পার্টি থেকে বাদ পড়াটা মেনে নিতে পারব না আমি আর হগ।'

'আমার কিছু করার নেই, সরি,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল ইভা। 'ছোট্ট পার্টি, আর কাউকে জায়গা দেয়া সম্ভব হবে না।'

'তাই নাকি? বেশ, দেখা যাবে!' চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে রিজোর। 'হগ, চল্, যাই! দিক ওরা পার্টি! দেখব কেমন করে দেয়!'

গটমট করে চলে গেল দুজনে। কয়েক সেকেন্ড পরেই গর্জে উঠল মোটর সাইকেলের এঞ্জিন। দুজনকে যারা চেনে সবাই বুঝল, অত সহজে ছেড়ে দেবে না ওরা।

কিন্তু পাত্তাই দিল না ইভা। যেন কিছুই ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে আসছ সবাই···' বলে, যাওয়ার জন্যে ঘুরতে যাবে এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা ক্লাসের দরজা। দড়াম করে পাল্লাটা বাড়ি খেল দেয়ালে। ভারিক্কি চালে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগল ভিকারেল সামার। ছয় ফুট লম্বা, কুস্তিগীরদের মত পেশিবহুল শরীর। বনিবনা না থাকলেও ওর দিকে তাকিয়ে না মেনে পারল না মুসা, ভিকি সত্যি সুদর্শন। ঘাটো করে ছাঁটা সোনালি চুল, আত্মবিশ্বাসের হাসি, কালো চোখ। ইভার কাছাকাছি পৌঁছে হাসল। 'তোমার কার্ড পেয়েছি।'

'আসছ তো?'

'অবশ্যই। এমন দাওয়াত কি মিস করা যায়।'

'এলে খুশি হব,' বলে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে আরেকটা

ঝলমলে হাসি উপহার দিল ইভা। তারপর, 'দেখা হবে,' বলে ঘুরে পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিশোরের হাত ধরে টান দিল মুসা, 'চলো।' কিন্তু সিঁড়ির দুই ধাপ নামার আগেই বলে উঠল জিম, 'আই ভীতু, কোথায় যাও? এত তাড়াতাড়ি, কথা শেষ না করেই।'

'বাড়ি যাব। কেন, তোমার কি অন্য কিছু মনে হচ্ছে নাকি?'

দ্রুত কয়েক কথায় প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা ভিকিকে বুঝিয়ে দিল জিম। 'নড্র আর উগ্র'র চেয়ে 'ভীতু আর সাহসী' নামটাই পছন্দ হলো ভিকির।

'মুসাকে জিজ্ঞেস করলাম,' ভিকিকে শোনাল জিম, 'সারারাত কবরের ধারে থাকতে পারবে কিনা ও।'

হেসে উঠল ভিকি। 'ভাল প্রশ্ন। কি, পারবে?'

'না না!' কৃত্রিম ভয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। 'হাঁটু কাঁপা শুরু হয়ে গেছে আমার!' মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'হুহ্, কি আমার সাহসীরে একেকজন!'

ব্যঙ্গটার জবাব দিতে না পেরে সিনেমায় দেখা কাউন্ট ড্রাকুলার স্বর নকল করে বলল ভিকি, 'কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গে স্বাগতম।'

'স্বাগতম তো বটেই। যাব না মনে করেছ নাকি? যতই ভান করো, ভিকি, তুমি তো আমার অচেনা নও। আমি তো ঠিকই থাকব। ভাবছি দুর্গে গিয়ে তুমিই না প্যান্ট খারাপ করে ফেলো।'

কড়া একটা জবাবের জন্যে মগজ হাতড়াচ্ছে ভিকি, এই সময় চোখ পড়ল ডারবি গ্রেগের ওপর। পৌটলা হাতে পার্কিং লটের দিকে যাচ্ছে। ডাক দিল, 'অ্যাই, ডারবি, শোনো, শোনো, শুনে যাও। তুমি তো নিশ্চয় ভীতুদের টীমে? পার্টিতে যাচ্ছ তো?'

ফিরে তাকাল ডারবি, 'যাব তো নিশ্চয়। তবে আমি যে ভীতু একথা তোমাকে কে বলল?'

একসঙ্গে হেসে উঠল জিম, টম আর ভিকি।

হাসতে হাসতে টম বলল, 'ও ভীতু না, বোকা। কিন্তু মেম্বার তো একজন, "বোকা" নামে কোন আলাদা দল বানানো যাবে না। অতএব ওকে ভীতুদের দলেই যোগ দিতে হবে।... দেখো না, হাতে কি একটা বায়োলজি প্রোজেক্ট নিয়ে ঘুরছে। কি আছে ওর মধ্যে, জানো? মরা ব্যাঙের ছাও।'

তিনজনের মধ্যে আরেক দফা হাসির ধুম। ঠাস ঠাস করে একে অন্যের পিঠ চাপড়ানো চলল কিছুক্ষণ। মুসার দিকে তাকাল আবার ভিকি। 'তোমার ভীতুর টীমে আর কে কে আছে, মুসা?' গম্ভীর হয়ে থাকা কিশোরের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। 'টিকটিকি আর পড়ুয়াটা তো থাকবে, জানা কথা। আর কে? হেনরি নাকি? যাওয়ার সাহস আছে ওর?'

'নিজেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না।'

পার্টিটা একটা রেষারেষি আর ঝগড়ায় রূপ নিতে যাচ্ছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে কিশোর। গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। খোঁচাখুঁচিতে না গিয়ে ব্যাপারটা আগেভাগে স্বাভাবিক করে ফেলার জন্যে বলল সে, 'দেখো, এটা

পাট, কোন প্রাতযোগিতা নয়। সবাই মিলেমিশে আমরা…'

'সরি, কিশোর,' জিম বলল, 'পার্টি হলেও এখন এটাকে প্রতিযোগিতা হিসেবেই নিয়ে ফেলেছি আমরা। চ্যালেঞ্জ। ভীতুদের বিরুদ্ধে সাহসীরা–তোমার যদি ভয় লাগে, এসো না।'

'দেখো,' হাল ছাড়ল না কিশোর, বোঝানোর চেষ্টা চালাল, 'কে ভীতু আর কে সাহসী সেটা প্রমাণের জন্যে কোন পার্টিতে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। চ্যালেঞ্জ করলে এ প্রতিযোগিতাটা অন্য কোনভাবেও করা যেতে পারে…'

'পারে, তবে এরকম একটা পার্টিতে যে মজা পাওয়া যাবে, আর কোন কিছুতে যাবে না। আহা, কি পরিবেশ, কি সময়–অমাবস্যার রাত, পুরানো গোরস্থানের পাশে…সেই সঙ্গে ঝড় যদি আসত, তাহলে তো একটা কাজের কাজই হত।'

এদের বোঝানো বৃথা, ভেবে চুপ হয়ে গেল কিশোর। মুসাকে বলল, 'চলো, যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

পার্কিং লটে এসে দেখল ওদের অপেক্ষা করছে ডারবি। হাসিমুখে বলল, 'পার্টিতে তাহলে যাচ্ছিই আমরা। ভীতু বলেছে তো, দেখিয়ে দেব ওদের। কে বোকা আর কে চালাক, তা-ও বুঝিয়ে দেব।'

নাহ্, পুরোপুরিই একটা চ্যালেঞ্জের রূপ নিয়েছে ব্যাপারটা। নিরীহ ডারবি পর্যন্ত খেপে উঠেছে। পার্টির রাতে যে কি ঘটবে খোদাই জানে, ভাবল কিশোর।

তিন

নম্র, মানে জিমের 'ভীতু'রাই দেখা গেল দলে ভারী। কিভাবে 'উগ্রদের' ঠকানো যায় তা নিয়ে ডারবি আর হেনরির মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হয়। মুসাকে ডেকে নেয় ওরা। মাঝেসাঝে রবিনও যোগ দেয় তাতে। কিন্তু কিশোর থাকে না। সে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে এসব ফালতু দলাদলির মধ্যে নেই।

পার্টির আগেই স্কুলে নানা রকম অঘটন ঘটাতে শুরু করল দুটো দল, বিশেষ করে উগ্ররা। এক সকালে ডারবি তার লকার খুলতেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সাপ। ও তো চিৎকার দিয়ে ভয়ে আধমরা। পরে দেখা গেল সাপটা প্লাস্টিকের।

কার কাজ অনুমান করে ফেলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ডিকি আর জিমের জুতোর মধ্যে শেভিং ক্রীম ভরে রাখল হেনরি।

এর পরদিন লকার খুলেই নাক টিপে ধরল রবিন। ভকভক করে বেরোতে লাগল পচা গন্ধ। একগাদা পচা মাছ প্যাকেট করে ভেতরে রেখে দিয়েছে কেউ। লকার পরিষ্কার করতে অনেক সময় লাগল তার। তা-ও গন্ধ কি আর যেতে চায়।

পার্টির দুদিন আগে লকারের দরজা খুলে অন্যমনস্কভাবে বাস্কেটবল খেলার জার্সি বের করার জন্যে হাত ঢোকাতেই ভেজা ভেজা কি যেন হাতে লাগল মুসার। তাকিয়েই ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল। মরা মুরগীর নাড়ীভুঁড়ি। আরও আছে মুরগীর একটা কাটা মাথা। ঠোঁট দুটো ফাঁক। নিষ্প্রাণ চোখ যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সঙ্গে একটা নোট পাওয়া গেল। তাতে লেখা:

কি বুঝলে, বোকা ছাগল? পার্টিতে যাওয়ার আশা ত্যাগ করো। নইলে এরপর এমন জিনিস পাবে, কলজে ফেটে মরবে। তোমার তো মুরগীর কলজে।

নির্জন হলরুমে একা একাই দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। হিসহিস করে বলল, 'করো, করো, ভিকি, যত ইচ্ছে করে যাও। ভয় দেখিয়ে আমার পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করতে পারবে না।'

জঘন্য জিনিসগুলোসহ নোটটা ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিল সে।

পার্টির আগের বৃহস্পতিবারে ক্লাস থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরিতে রওনা হলো মুসা। বারান্দার একটা মোড়ের কাছে আসতেই ওপাশে শোনা গেল মেয়েকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার, 'অ্যাই ছাড়ো, ছাড়ো, ব্যথা লাগছে!'

ইভার চিৎকার না!

তিন লাফে মোড়টা পার হয়ে চলে এল সে। দেখল, ইভার দুই পাশে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রিজো আর হগ। রিজো ওর হাত মুচড়ে ধরেছে। খিকখিক করে হাসছে হগ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ইভার মুখ।

'আমি পারব না!' আবার চিৎকার করে উঠল ইভা। 'কেন বুঝতে পারছ না এটা অন্য রকম পার্টি? তোমাদের দাওয়াত দেয়া সম্ভব নয়!'

'ওসব বুঝিটুঝি না,' খসখসে কণ্ঠে বলল রিজো। 'দেয়াই লাগবে। পার্টি পার্টিই। অন্য রকম আবার কি?'

হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ইভা। 'আহ্, ব্যথা লাগছে! ···ছাড়ো না!'

'যতক্ষণ না দাওয়াত দিচ্ছ, ছাড়ব না,' গোঁয়ারের মত বলল রিজো। 'বলেছিই তো, "না" শুনতে অভ্যস্ত নই আমরা।'

এগিয়ে গেল মুসা। সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওদের। শীতল কণ্ঠে আদেশ দিল, 'ওকে ছেড়ে দাও!'

'আরি! ভূতো যে,' মুসাকে দেখেই বলে উঠল রিজো। মুসা যে 'ভূতের ভয়ে ভীত' এজন্যেই তাকে 'ভূতো' ডেকে ব্যঙ্গ করল রিজো।

মুরগীর মত ঘাড় তেরছা করে টিটকারির সুরে হগ বলল, 'হাত ছাড়তে কে বলে হে?'

'আমি মুসা আমান বলছি!' একই রকম শীতল কণ্ঠে জবাব দিল মুসা।

'মুসা আমান কি বাঘ নাকি?' বলল রিজো। কিন্তু বাঘ না হলেও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ইভার হাতটা ছেড়ে দিল।

হগের দিকে ফিরল মুসা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে থাকার পর হগ বলল রিজোকে, 'চলো।'

'হ্যাঁ, চলো। ছুঁচো পিটিয়ে হাত গন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না এখন,' সুর মেলাল রিজো। কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটা দরজার কাছে থামল। ঘুরে জ্বলন্ত চোখে তাকাল ইভার দিকে। 'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে দাওয়াতের কার্ড চাই, নইলে···'

'আমিও যা বলার বলে দিয়েছি। পাবে না।'

'দেখা যাবে,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরোল হগের। মুসার দিকে তাকাল, 'তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, তুতো, এভাবে যদি আর কখনও আমার সামনে দাঁড়াও, চেহারা বদলে দেব। পার্টির জন্যে আর মুখোশ লাগবে না। মনে থাকে যেন।'

হলঘরে ঢুকে গেল দুই মস্তান।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল ইভা, 'বাঁদর কোথাকার!'

'নিজেদের কি ভাবে ওরা,' মুসা বলল। 'যেন দুনিয়ায় একমাত্র ওরাই আছে। এক নম্বরের কাপুরুষ। কায়দামত পেলে একদিন এমন ঠ্যাঙ্গান ঠ্যাঙ্গাব···'

মুসার দিকে তাকিয়ে তার ঝলমলে হাসি হাসল ইভা। 'থ্যাংক ইউ।'

চকচকে সোনালি চুলগুলোকে পেছনে টেনে নিয়ে বেনি ঝরেছে ইভা। লেবু রঙের সোয়েটার পরেছে। যেন সেকারণেই ওর সবুজ চোখ আরও সবুজ দেখাচ্ছে।

'ওদের নিয়ে মোটেও দুশ্চিন্তা কোরো না,' মুসা বলল। 'তোমার একটা চুলও ছিঁড়তে পারবে না ওই দুই শয়তান।'

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা কতখানি রাখতে পারবে, সন্দেহ আছে মুসার। ভীষণ শয়তান রিজো আর হগ। রকি বীচের সবাই জানে।

'তোমার কাছে মাপ চেয়ে নেয়া উচিত আমার।'

'আমার কাছে? কেন?' মুসা অবাক। বুঝতে পারল না কোন্ অপরাধের জন্যে মাপ চাইছে ইভা।

'এই যে দাওয়াত দিয়ে একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার মধ্যে ফেলে দিলাম তোমাদের। প্রতিযোগিতা, রেষারেষি···'

'সেটা তোমার দোষ নয়।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যিই তো। দাওয়াতের ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ভাবে না নিয়ে রেষারেষির মধ্যে ঢুকলাম তো আমরাই, তাতে তোমার দোষটা কোথায়?'

'বাঁচালে! থ্যাংক ইউ। আমি চাই না কোন কারণেই পার্টিটা পণ্ড হোক। আমার বাড়িতে মেহমানদের নিয়ে খারাপ কিছু ঘটুক। বিশেষ কয়েকজনকে বেছে বেছে দাওয়াত করেছি তাদের সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা হয়েছে বলে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাই। যা-ই বলো, যত গণ্ডগোলের মূল ওই এনিড।

সে-ই পুরো ফুলটাকে খেপিয়ে তুলেছে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ইভা। বেনিটা সোজা করল। 'এই প্রতিযোগিতার আসলে কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা ছাড়াই প্রচুর উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম আমি। ব্যাপারটা আমার মোটেও ভাল লাগছে না।'

'কিশোরও তা-ই বলছে। আমি আর রবিন যা-ও বা একআধটু আছি, ও বলে দিয়েছে এসবের মধ্যে ও একেবারেই নেই।'

'আচ্ছা,' চট করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল ইভা, 'শুনলাম, ও নাকি কানে শোনে না?'

'সেটা সাময়িক। কানের মধ্যে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন সেরে যাবে।'

'পার্টিতে আসবে তো? ওর মত বুদ্ধিমান ছেলে আমার পার্টিতে না এলে সত্যি দুঃখ পাব।'

'তা আসবে,' হেসে বলল মুসা। 'এনিড যেমন এই পার্টির মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখছে, কিশোর পেয়েছে রহস্যের গন্ধ।'

সরু হয়ে এল ইভার চোখের পাতা। 'কি রহস্য?'

'তা জানি না। সময় না হলে কোন কথাই খোলাসা করে না ও। এটা ওর স্বভাব।'

'আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পোয়ারো,' বিড়বিড় করল ইভা। 'কিশোর পোয়ারো!'

★

ফুল শেষে কিশোরকে পাওয়া গেল ওর লকারের সামনে।

ফিরে তাকাল কিশোর। মুসার মুখ দেখেই অনুমান করে ফেলল কিছু ঘটেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

রিজো আর হুগ যা করেছে, খুলে বলল মুসা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, 'সহজে ছাড়বে না ওরা, আমি জানতাম। একটা কিছু ঘটাবেই। শুরুতেই বলেছিলাম, এই প্রতিযোগিতাটা ভাল্লাগছে না আমার···'

'ইভারও লাগছে না। কি করা যায় এখন, বলো তো?'

'কি আর করবে? জিম আর ভিকিকে হাজার বুঝিয়েও ক্ষান্ত করানো যাবে না। যা করার ওরা করবেই। আমাদের সাবধান থাকতে হবে আর কি, খারাপ কিছু যাতে ঘটে না যায়।'

লকার থেকে বই বের করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল কিশোর।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা। নিজের লকারের সামনে দাঁড়ানো। ফিরে তাকিয়ে দেখল গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। হাতে একটুকরো কাগজ।

পাশে কাত হয়ে গলা বাড়িয়ে কাগজের লেখাটা পড়ল মুসা:

কালা তো হয়েই আছ, পার্টিতে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি ফলানোর চেষ্টা করলে কানাও হতে হবে বলে দিলাম!

চার

'ভিকি ইবলিসটা ছাড়া আর কেউ না!' ফুঁসে উঠল মুসা। 'দেব নাকি গিয়ে ওর মাথাটা ভেঙে?'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'কিছু করতে যেয়ো না, মুসা। কে যে কি করছে, বোঝা যাচ্ছে না এখনও।'

অবাক হলো মুসা, 'ভিকি করেনি?'

'জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে, আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে অন্য কেউ। সবাইকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

'রিজো আর হগ?'

'যে-ই করে থাকুক, কাউকে কিছু বলতে যেয়ো না। তাতে খারাপ ছাড়া ভাল হবে না।'

'রহস্যটা কোনখানে?'

'হতে পারে এটা স্রেফ রসিকতা,' মুসার কথা যেন কানেই ঢোকেনি কিশোরের, তার নিজের কথা বলে চলল, 'না-ও হতে পারে। তবে এ রকমটা না ঘটলেই ভাল হত। তাহলে সবাইকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে মজা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হত সে।'

'কে সে?'

'কি করে বলব? জানলে তো ধরে এনে সবার সামনে মুখোশটা ফাঁস করে দিতাম।' কাগজটা দলামোচড়া করে ট্র্যাশ বাস্কেটে ফেলে দিল কিশোর। 'চলো, কোন পিজা হাউজে। খিদে পেয়েছে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। 'ঠিক। চলো। রবিনকে লাইব্রেরি থেকে ডেকে নেব।'

★

স্কুলের কাছে রকি বীচের সবচেয়ে জনপ্রিয়, কিংবা আরেকটু সঠিক করে বলতে গেলে বলা যায় 'ছাত্রপ্রিয়' পিজা হাউজটায় ঢুকল তিনজনে। স্কুল আর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীতে বোঝাই হয়ে আছে। ওদের ভাগ্য ভাল, ঢুকতেই এককোণের একটা ছোট কেবিন খালি করে বেরিয়ে গেল চারজন ছেলেমেয়ে। তাড়াতাড়ি ওটাতে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। ইভাকে কার্ডের জন্যে কিভাবে চাপাচাপি করেছে রিজো আর হগ, সেকথা রবিনকে বলছে মুসা। এত হই-চই আর চেঁচামেচির মধ্যে চিৎকার করে কথা বলতে গিয়ে মুখ ব্যথা হয়ে গেল মুসার। শেষে চুপ করে গেল। এই সময় হাত তুলে ইশারা করল কিশোর। ফোন বুদের দিকে ইঙ্গিত করে মাথা নাড়ল।

মুসা আর রবিন দুজনেই ফিরে তাকাল সেদিকে। ইভা দাঁড়িয়ে আছে

সেখানে। কাউকে ফোন করছে।

'ডাকব নাকি?' মুসা বলল, 'চেয়ার তো খালি আছে।'

'ডাকো। অসুবিধে কি···' থেমে গেল কিশোর। বদলে গেল মুখের ভাব।

'কি হলো?'

আবার ইশারা করল কিশোর। 'হয়তো কিছুই না। কিন্তু ও কি বলছে জানো?'

ইভার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিছু বুঝতে পারল না। এই হট্টগোলের মধ্যে মাইক লাগিয়ে যদি কথা বলে ইভা, এত দূর থেকে শুনতে পাওয়ার কথা নয় ওদের। কিন্তু কিশোর তাকিয়ে আছে ওর ঠোঁটের দিকে।

'কি বলছে?' জানতে চাইল রবিন।

'বলছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে একপাশে মাথা কাত করল কিশোর। দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে রইল ইভার দিকে। 'বলছে, খেসারত দিতেই হবে। আমি ওদের ছাড়ব না।'

'কার কথা বলছে?'

'শিওর রিজো আর হগের,' মুসা বলল। 'ওরা যখন ধমকাচ্ছিল, ওর চেহারা তো দেখোনি। সাপের মত ফুঁসছিল। অত কঠিন মেয়ে, ভাই, আমি কমই দেখেছি। কিছুতেই ওকে নরম করতে পারল না দুই মস্তান।'

পাঁচ

পনেরো দিন পর অবশেষে এল সেই অমাবস্যার রাত। ইভাদের বাড়িতে পার্টিতে যাওয়ার রাত। গোরস্থান পেরিয়ে সেখানেই চলেছে ওরা।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। আছড়ে পড়ছে পুরানো কবরখানার ওপর। গাছের পাতাশূন্য ডালগুলোকে নাড়িয়ে দিচ্ছে যেন কঙ্কালের হাড্ডিসার আঙুলের মত।

পাশাপাশি হাঁটছে এখন মুসা আর কিশোর, জিমের পেছন পেছন। দুজনকে ঘাবড়ে দিতে পারার আনন্দে এখনও হাসছে সে।

সামনে গ্রেভ ম্যানশন। বিশাল সিংহদরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে।

চোখের কোণে নড়াচড়া লক্ষ করে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। আরও দুজনকে আসতে দেখা গেল কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে। শরতের ফ্যাকাসে রূপালী জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে ওদের পোশাক।

সবাইকে বলে দেয়া হয়েছে একই পথে আসতে। ইভাই বলেছে, এই পথে এলে সুবিধে হবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে। গোস্ট লেনের শেষ মাথায় একটা মোড়ে গাড়ি রেখে তাই কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে শর্টকাটে পাড়ি দিচ্ছে ওরা।

মন্দ কি? ভালই করেছে ইভা, ভাবল কিশোর। রোমাঞ্চিত হওয়ার জন্যেই

এই হ্যালোইন পার্টি। মেহমানদের যাত্রাটাও নিশ্চয় রোমাঞ্চকর করতে চেয়েছে সে, সেজন্যে কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে যেতে বলেছে।

দূর থেকে দেখে যতটা মনে হয়েছিল, কাছাকাছি এসে তার চেয়েও ভূতুড়ে লাগল বাড়িটাকে। চারপাশ ঘিরে থাকা গাছগুলো এতই পুরানো, কোন কোনটার বয়েস একশো পার হয়ে গেছে। নিচতলার জানালাগুলোতে মোটা মোটা লোহার শিক লাগানো। কাঠের খোলা পাল্লাগুলো দড়াম দড়াম করে বাড়ি খাচ্ছে বাতাসে।

কতটা মেরামত করা হয়েছে বাড়িটা কে জানে, বসবাস করার উপযুক্ত হবে নিশ্চয়। তারপরেও যা দেখা যাচ্ছে, হরর ছবিতেই কেবল মানায়। সত্যি সত্যি ভূত থাকতেও পারে ওখানে–মুসার মনে হলো। ঠিক এই সময় বাতাসের গতি আর দিক, দুটোই বদলে গেল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন বাজনা আর তীক্ষ্ণ অট্টহাসির শব্দ ভেসে এল বাড়ির ভেতর থেকে। পার্টি কি শুরু হয়ে গেছে? আসতে বোধহয় দেরিই করে ফেলল ওরা।

থপথপ করে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল জিম। বাতাসে উড়ছে ওর পোশাকের কানা। জীবনমৃত ভূত 'জোম্বি' সেজে পার্টিতে যোগ দিতে এসেছে।

এসব সাজাসাজি পছন্দ নয় কিশোরের, তবু পার্টিতে যোগ দিতে এসেছে যখন, এর নিয়ম-কানুন তো মানতেই হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরেছে, তবে অস্বাভাবিক কিছু নয়। পুরানো দিনের সার্কাসের লোকের পোশাক। লাল সাটিনের ঢোলা শার্ট আর নীল প্যান্ট। চমৎকার মানিয়েছে তাকে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে কালো রঙের মুখোশটা পরে নিল কিশোর। চোখ, নাক আর মুখের কাছে ফুটো। রবিনহুডের যুগে এ ধরনের মুখোশ লাগিয়ে ডাকাতি করতে যেত তৎকালীন 'জনদরদী দস্যুরা'–অর্থাৎ ধনীর যম গরীবের বন্ধু দস্যু। এ জিনিসের ব্যবহার অবশ্য এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আজও ছিনতাই কিংবা ব্যাংক ডাকাতি করতে গেলে এ রকম মুখোশ পরে মুখ ঢেকে নেয় অনেক ডাকাত।

নিজের মুখোশটাও পরে নিল মুসা। যে ফার্মহাউজটাতে বাস করে ওরা, তার পুরানো চিলেকোঠায় পেয়েছে। বিশেষ উৎসবের দিনে এ জিনিস ব্যবহার করে ইনডিয়ানরা। সে পরেছে ১৮৫০ সালের ওয়েস্টার্ন কাউবয়ের পোশাক। মুখোশটা তার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। সিগারেট খায় না, তবু খাঁটি কাউবয়দের কায়দায় একটা পুরানো প্যাকেট জোগাড় করে ভরে রেখেছে বুকপকেটে, সিনেমায় দেখা কাউবয়দের অনুকরণে। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। পরার পর প্রথমে মনে হয়েছিল, বাহ্, বেশ হয়েছে; কিন্তু এখন কবরস্থান পার হয়ে এসে পুরো ব্যাপারটাই কেমন ছেলেমানুষী আর হাস্যকর লাগছে।

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই মুখোশের ফুটো দিয়ে ঠোঁট নেড়ে বলল কিশোর, 'নিজেকে একটা রামছাগল মনে হচ্ছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'খুলে ফেলব নাকি?'

'নাহ্, থাক। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি ঘটে। খোলার অনেক সময়

পাব।

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল দুজনে। বারান্দার দেয়াল, ছাত সব যেন গিলে খাবার প্রস্তুতি নিয়েছে এক ধরনের লতানো ফুলের ঝাড়, ঘন হয়ে জন্মেছে। জিমকে দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় ভেতরে চলে গেছে। বারান্দায় শুধু ওরা দুজন।

হলঘরে ঢোকার বড়, ভারী কাঠের দরজার মাঝখানে বসানো পিতলের বড় একটা ঘণ্টা বাজানোর হাতল। মাথাটা মানুষের খুলির আকৃতিতে তৈরি। বাজাতে গিয়েও ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে আনল মুসা। বিশাল এক রোমশ মাকড়সা উড়ে এসে পড়েছে তার বাহুতে।

'খাইছে!' বলে চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে এল সে। মাকড়সা যে ওড়ে, জানা ছিল না। ভূতুড়ে নাকি!

'কি হলো!' জানতে চাইল কিশোর।

জবাবে অট্টহাসি শোনা গেল। লতায় জড়ানো মোটা একটা থামের আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল জিম। যেন হায়েনার হাসি। মাকড়সাটা প্লাস্টিকের। সুতোয় বাঁধা। বাচ্চাদের খেলনা ইয়ো-ইয়োর মত টান দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেল মুসার হাত থেকে।

'নাহ্, কোন মজা নেই,' বলল সে। 'তোমাদের ভয় দেখানো যে এত সহজ, ভাবতেই পারিনি। বাকি "ভীতুরাও" যদি তোমাদের মতই হয়, প্রতিযোগিতার মজা শেষ। ধরে নিতে পারি আমরাই জিতব।'

'ধরে নিতে আর কষ্ট কি। নাও,' বলে লম্বা দম নিল মুসা। মুখোশটা ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার হাত বাড়াল ঘণ্টা বাজানোর জন্যে।

★

ইভাদের লিভিং রুমটা অদ্ভুতভাবে সাজানো। যেন এক বাস্তব দুঃস্বপ্ন। প্রতিটি কোণে লাগানো রয়েছে কৃত্রিম মাকড়সার জাল। ভয়াবহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে প্লাস্টিকের কঙ্কাল। ছাত থেকে ঝুলিয়ে পড়তে আসছে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট, ভয়ঙ্কর চেহারার পিশাচ আর ডাইনীরা। সব সুতোয় ঝুলানো। ঘরের আলো-আঁধারির কারণে খুব ভালমত না তাকালে সুতো চোখে পড়ে না, তাই মনে হয় শূন্যে ভেসে রয়েছে জিনিসগুলো।

ঘরের একধারে সরু একটা ব্যালকনি। তাতে বসানো রঙিন সচল স্পটলাইটের আলো বাজনার তালে তালে ঘুরে ঘুরে যেন রঙ ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে মস্ত ঘরের ভেতরটায়। সেই আলোতে ঘরের স্থির জিনিসগুলোকেও মনে হয় নড়ে, থিরথির করে কাঁপে। অন্য কোন আলোর ব্যবস্থা নেই ঘরে। বিশাল খোলা ফায়ারপ্লেস থেকে আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সামনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে। ইয়াবড় এক কেটলি বসানো সেই ফায়ারপ্লেসের ওপর। টগবগ করে তরল পদার্থ ফুটছে তার ভেতরে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে নল দিয়ে।

সমস্ত আসবাবপত্র প্রায় দুই শতক আগের। তবে বুম বুম করে মিউজিক বাজছে যে যন্ত্রটা থেকে সেটা একেবারে আধুনিক। স্পীকারগুলো লুকানো।

কোনখানে আছে বোঝা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। সিনেমার সেট সাজানো হয়েছে যেন। ভূতুড়ে দুর্গ কিংবা পোড়োবাড়ির সেট। চমৎকার স্পেশাল ইফেক্ট।

'বাপরে!' ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেছে জিম। 'কি সাংঘাতিক! জবাব নেই!'

'মুসা,' ওর হাত ধরল কিশোর, 'কেমন লাগছে?'

'দারুণ!' গলা কেঁপে উঠল মুসার।

জিমের মতই খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও ওরা। ঘরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে এল একজন মানবী, নাকি ডাইনী, বোঝা গেল না। ইভাকে চিনতে সময় লাগল মুসার। কুচকুচে কালো পোশাক পরেছে। আঁটসাঁট মধ্যযুগীয় খাটো গাউন। পায়ে কাঁটা বসানো কালো স্যান্ডেল। চুল ঝুঁটির মত চুড়ো-খোপা করে বাঁধা। পাউডার ডলে সাদা করে ফেলেছে মুখ। মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে লাগছে। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক, যেন এইমাত্র রক্ত খেয়ে এসেছে। চোখের ওপরের পাতায় লাগিয়েছে জ্বলজ্বলে সবুজ রঙ।

কিশোরের ডান কানটার কাছে ফিসফিস করে বলল মুসা, 'টিভির হরর সিরিয়ালের এলভিরা সেজেছে!'

সামনে এসে দাঁড়াল ইভা। উষ্ণ হাসি হাসল। হাসিটা অবশ্য মানবীর মতই লাগল। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'এলভিরার গুপ্তকক্ষে স্বাগতম। প্রায় সবাই হাজির হয়ে গেছে। তোমাদের দেরি দেখে ভাবলাম কবরের জিন্দালাশেরা বুঝি তোমাদেরও জোম্বি বানিয়ে দিয়েছে।'

'ভাল ড্রেস পরেছ তো,' প্রশংসা না করে পারল না কিশোর। 'সত্যি সত্যি ডাইনী মনে হচ্ছে।'

'থ্যাংকস,' সামান্য কেঁপে গেল মনে হলো ইভার কণ্ঠ। কিশোরের মন্তব্যটা বোধহয় সহজভাবে নিতে পারেনি। তবে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বলল, 'জন্ম থেকেই আমার ইচ্ছে আমি ভ্যাম্পায়ার হব।' কাউন্ট ড্রাকুলার রক্তচোষা পিশাচিনী লুসির অনুকরণে খিলখিল করে হেসে উঠল। 'তোমাদের পোশাকও কিন্তু খুব ভাল হয়েছে।...আজকের রাতটা আমাকে ভেনিস কার্নিভ্যালের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।'

'কি কার্নিভ্যাল?' জানতে চাইল মুসা।

'বছরে একবার ভেনিসে একটা বিরাট উৎসব করে লোকে, বড় করে পার্টি দেয়। সেরাতে যার যেমন খুশি তেমন করে সাজে। পার্টি চলে প্রতিটি রাস্তায়, খালের মধ্যে বড় বড় নৌকায়। আহা, কি রাত! ইটালির সেই ভেনিস...' স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে অতীতের স্বপ্নের জগতে চলে গেল ইভা। 'আঙ্কেলের সঙ্গে ওই শহরে বহুদিন থেকেছি আমি।' বলেই যেন লাফ দিয়ে আবার বাস্তবে ফিরে এল সে। ফিরে তাকিয়ে ডাকল, 'আঙ্কেল, আমার বন্ধুরা এসে গেছে।'

ফায়ারপ্লেসের পাশের অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এলেন অতি রোগাটে একজন মানুষ। হাড্ডিসার দেহ। সার্কাসের ভাঁড়ের পোশাক পরেছেন। নীল মখমলে তৈরি। মুখে মেখেছেন সাদা রঙ। তাতে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের

এসে আটকে গেছে। খুবই বিষণ্ন লাগছে তাঁকে এই সাজে।

'আঙ্কেল, ও জিম গিলবার্ট,' পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল ইভা। 'আর এ হলো কিশোর পাশা–বিখ্যাত গোয়েন্দা।···ও মুসা আমান, কিশোরের বন্ধু এবং সহকারী। ওর আরেক সহকারী রবিনকে তো আগেই দেখলে।'

গেস্ট লেনে থাকে রবিন। তাই র‍্যাঙ্কফরেস্টের অন্য মেহমানদের সঙ্গে আগেই চলে এসেছে। কিশোরই বলেছিল চলে আসতে। ওর আর মুসার জন্যে অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'ও, তুমিই তাহলে কিশোর পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিলেন মিস্টার মেয়ার ম্লেভ। 'ইভার কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি··· শার্লক হোমস আর এরকুল পোয়ারোর চেয়ে কম বিখ্যাত নও তুমি, অন্তত রকি বীচে···যাই হোক, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আমরাও খুশি হয়েছি,' তাঁর কঙ্কালের মত আঙুলগুলো চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে বলল মুসা। 'দারুণ সাজিয়েছেন কিন্তু ঘরটা!'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। বৈচিত্র্য, নতুনত্ব, দুই-ই আছে,' সুর মেলাল কিশোর। 'এরকম পার্টিতে আর কখনও যাইনি।'

'পছন্দ হয়েছে তাহলে। থ্যাংক ইউ,' মেয়ার বললেন। 'ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার আর সিনেমার একজন স্পেশাল ইফেক্ট টেকনিশিয়ানকে ডেকে এনে এসব করাতে হয়েছে। মিউজিকের টেপ আর সিডিগুলো জোগাড় করার কৃতিত্ব অবশ্য ইভার। আমি আর সে মিলে অনেক মগজ খাটিয়ে প্ল্যান করেছি। ঠিক করেছি, এমন পার্টি দেব, যারা আসবে যাতে অনেকদিন মনে রাখে।'

'দেখি, কোটগুলো খুলে দাও তো তোমাদের,' হাত বাড়াল ইভা। 'ওই যে বাস্কেটে খাবার রাখা আছে। কেটলিতে পাবে সোডা। যত ইচ্ছে খাও।'

ওদের কোট হ্যাঙ্গারে রাখতে গেল ইভা। মেয়ার গেলেন অন্য মেহমানদের সঙ্গে কথা বলতে।

দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল মুসা। ঘরের ভেতরটায় চোখ বোলাল আবার। ফায়ারপ্লেসের কাছে নাচছে দুটো ছেলে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে।

প্রচুর টাকা আছে ইভার আঙ্কেলের–ভাবল সে। একটা পার্টির জন্যে যে পরিমাণ টাকা খরচ করেছেন! খটকা লাগল। মাত্র নয়জন মেহমানের জন্যে এত টাকা খরচ করতে গেল কেন ইভা?

'অদ্ভুত ডেকোরেশন, তাই না?' বলল পাশে দাঁড়ানো কিশোর। 'ভূতুড়ে!'

'সাংঘাতিক!'

'ভয় লাগছে?'

'না। তবে গা ছমছম করছে।'

'ভয় আর গা ছমছমের মধ্যে তফাতটা কি?'

'জানি না।···অতিরিক্ত খরচ করেছে ওরা। মাত্র নয়জন মানুষের জন্যে···'

'টাকা আছে, করেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'কিন্তু আমার মন বলছে, কোথায় যেন একটা ঘাপলা আছে...'

'সেটা তো কার্ড পাওয়ার পর থেকেই মনে হচ্ছিল আমার। এলাম তো সেজন্যেই।'

'থাকগে,' দ্বিধাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল মুসা। 'গোয়েন্দাগিরি পরে করলেও চলবে। চলো, আগে পেট ঠাণ্ডা করি। হেঁটে এসে মনে হচ্ছে পাকস্থলীটা একেবারে খালি হয়ে গেছে।'

একধারের দেয়াল ঘেঁষে বসানো ডাইনিং টেবিলের দিকে এগোল ওরা। টেবিল মানে বিরাট এক কালো কফিন। বড় বড় গামলার মত পাত্রে রাখা প্রচুর খাবার। খাবারের ছড়াছড়ি। কফিন-টেবিলে খাবার তো আছেই, তার ওপরের একটা লম্বা, চওড়া তাকেও অনেকগুলো গামলা। সেগুলোতে রয়েছে নানা ধরনের চিপস, পিজা, পেপারনি, সসেজ। যত রকমের খাবার চেনে মুসা, প্রায় সবই দেখতে পেল এখানে। অচেনা খাবারও রয়েছে বেশ কিছু। কফিনের পাশে বড় বড় পিপায় বরফে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে রাশি রাশি সোডার বোতল।

'কাণ্ড দেখেছ!' বিমূঢ় হয়ে গেছে মুসা। 'এর চেয়ে অনেক বড় পার্টিতেও এত খাবার দেখিনি আমি!'

'তোমার তো সুবিধেই হলো! গিলতে থাকো,' কিশোর বলল। জেলির চেয়ে নরম, সসের চেয়ে শক্ত, থকথকে লাল জিনিসে ঢাকা একটা খাবারের দিকে আঙুল তুলল। 'এটা কি?'

'টারামা সালাটা,' হঠাৎ করে যেন কিশোরের পাশে এসে উদয় হলো জুন হুফার। মনে পড়ল কানে কম শোনে কিশোর। ভাল কানটার কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে নামটা বলল আবার। 'গ্রীক ডিশ। মাছের ডিম দিয়ে তৈরি। ইভাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। গ্রীসের কোন এক দ্বীপে থাকার সময় নাকি স্থানীয়দের কাছে বানাতে শিখেছে।'

'টেস্ট কেমন?' আনমনে নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। 'দেখো তো মুসা, কেমন লাগে?'

'মাছের ডিম?' বিশেষ আগ্রহ বোধ করল না মুসা। তবু কিশোরের কথায় ছোট একটা চামচ দিয়ে খানিকটা তুলে মুখে দিল। 'ধূর! ফালতু! মাছের ডিম না ঘোড়ার ডিম! আজেবাজে জিনিসে পেট না ভরিয়ে ভাল জিনিসই খাওয়া উচিত। এই পিজাগুলোর চেহারা বরং ভাল মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

একটা পিজা তুলে নিয়ে জুন কি পরেছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল সে। বাইকার গার্লের পোশাক পরেছে জুন। নরম চামড়ায় তৈরি। বাহু আর ঘাড়ে উল্কি এঁকেছে।

ঘাড় কাত করল মুসা, 'ভাল।'

'থ্যাংকস,' খুশি হলো জুন। 'আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। এরকম পার্টিতে আর কখনও যাইনি, সত্যি!'

সবুজ রঙের জিনিসে সাদা রঙের নরম নরম কি যেন মেশানো একটা অচেনা খাবার চেখে দেখছে কিশোর, আর মুসা পিজা চিবাতে চিবাতে তাকিয়ে দেখছে ঘরের চারপাশটা। এত বেশি ছায়া, কোন কিছু স্পষ্ট করে বোঝা

মুশকিল। এককোণে দানবীয় একটা মানুষের খুলির নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখল রবিন আর টমকে। অতবড় মানুষ যদি সত্যি থাকত, ডাইনোসরের ঘাড় মটকে দিতে পারত। তারমানে ওটা প্লাস্টিকের। বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের জার্সি পরে এসেছে টম। এটাই ওর সাজ। বলের বদলে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা আসল মানুষের খুলি। সে যে 'দুঃসাহসী'দের দলে, এটা বোঝানোর জন্যেই যেন নিয়ে এসেছে।

রবিন পরেছে যুদ্ধের সময়কার ভলানটিয়ারের পোশাক। হাতে একটা মেগাফোন।

ফায়ারপ্লেসের সামনে নাচতে শুরু করেছে ইভা আর জিম: ভ্যাম্পায়ার আর জোম্বি। ভাল জুটি। দৃশ্যটা বাস্তব লাগছে না মোটেও। হরর সিনেমার দৃশ্য মনে হচ্ছে।

মোট সাতজন মেহমানকে দেখা যাচ্ছে, বাকি দুজন কোথায় ভাবছে মুসা, এই সময় পেছনে শব্দ হলো। ফিরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল। পরক্ষণে হেসে উঠল। ডারবি গ্রেগ ব্যাঙ সেজেছে। নরম কাপড়ের সবুজ পাজামা, পায়ে ডুবুরিদের সুইম ফিন–ব্যাঙের পায়ের মতই দেখতে অনেকটা, আর একটা কোলাব্যাঙের চেহারার মুখোশ। বড় বড় কালো দুটো কৃত্রিম চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে ওটা থেকে। মুসার দিকে তাকিয়ে মুখোশ দুলিয়ে বুড়ো ব্যাঙের অনুকরণে ডেকে উঠল, 'ঘাঁ-ঘাঁ! ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ!'

'করেছ কি!' হাসতে হাসতে বলল মুসা, 'শেষ পর্যন্ত বায়োলজি প্রোজেক্ট নিয়ে একেবারে পার্টিতে।'

'পছন্দ হয়েছে তোমার?' খুশি হলো ডারবি। 'সাদা পাজামাকে আমি নিজে সবুজ রঙ করে নিয়েছি। মা তো দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ফিসফিস করে বাবাকে বলছিল ছেলেটার পাগলামি মাত্রা ছাড়িয়েছে! ওকে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'ঠিকই বলেছেন,' পাশ থেকে বলে উঠল জুন। 'সাজার অন্য কিছু আর খুঁজে পেলে না। তোমাকে দেখতে সত্যি সত্যি একটা ঘিনঘিনে কোলাব্যাঙের মত লাগছে।'

তাতে আরও খুশি হলো ডারবি। 'তারমানে আমার সাজটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। জীবন্ত। আমি তো আসলে ব্যাঙ নই, রাজকুমার। জাদুকরী আমাকে জাদু করে ব্যাঙ বানিয়ে রেখেছে। কোন মানুষের মেয়ে আমার গালে চুমু খেলেই আমি আবার মানুষে পরিণত হব।' হাতজোড় করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'ওগো, মানুষের মেয়ে, তোমার কাছে মিনতি করছি, অভিশাপ থেকে মুক্ত করো আমাকে।'

'তারচেয়ে বরং ওই জোম্বিটাকে শাপমুক্ত করতে রাজি আছি, তা-ও তোমাকে না।…ওয়াক! থুহ্!' কিশোরের দিকে তাকাল জুন। 'নাচবে আমার সঙ্গে?'

দুই হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'মাপ চাই। আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

নাচ থামিয়ে সরে এল ইভা। তার জায়গা গিয়ে দখল করল জুন। নাচার জন্যে জিমের হাত ধরল। দ্রুতলয়ের নাচের বাজনা বেজে উঠল। নাচতে শুরু করল দুজনে।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'মুসা, কেমন লাগছে খেতে? দুনিয়ার কোন দেশের খাবার আর বাকি রাখেনি। গ্রীক, জাপান, ফ্রেঞ্চ, মেক্সিকো···'

'যত যা-ই বলো, আমেরিকান পিজার ধারেকাছে আসতে পারবে না কোনটা।'

'সব না খেয়েই কি করে বলে দিলে? এদিকে এসো। দেখো তো এটা কি জিনিস? আমার অনুমানেরও বাইরে। এই বয়েসেই এত রান্না শিখল কি করে ইভা! সত্যি, ট্যালেন্ট আছে।'

'জিজ্ঞেস করো, কোনখান থেকে শিখল।'

মিউজিক বদলে গিয়ে নতুন একটা গান শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে নাচের ধরনও বদলে দিল জুন আর জিম।

ডারবি করল এক মজার কাণ্ড। রবিনকে টেনে হলের মাঝখানে নিয়ে এসে ব্যাঙের নাচন শুরু করল। ব্যাঙ বনাম মেগাফোন হাতে ভলান্টিয়ার। সে এক দেখার মত দৃশ্য। হল জুড়ে হাসির হুল্লোড় উঠল।

ধীরে ধীরে আনন্দ বাড়ছে। 'চমৎকার পার্টি,' মুসা ভাবছে।

আর কিশোর ভাবছে, 'এখনও বুঝলাম না, আমাকে কেন দাওয়াত করল!'

থেমে গেল বাজনা। টেপ শেষ। বদলে দিতে গেলেন মেয়ার। দরজায় জোরে জোরে থাবা দিতে লাগল কেউ। দেখতে গেল ইভা। সবাই ঘুরে তাকাল কে এসেছে দেখার জন্যে।

নীরব হয়ে গেল ঘরটা। সবাই চুপ। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আপাদমস্তক রূপালী পোশাক পরা একটা মূর্তি। বুলফাইটারদের ভঙ্গিতে গলা লম্বা করে একটা হাত আর পা বাড়িয়ে দিল সামনে, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকল। রূপালী মুখোশে মুখ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও শরীর দেখেই ওকে চিনতে পারল সবাই। স্কিনটাইট পোশাকের নিচে হাঁটার তালে তালে ঢেউ খেলে যাচ্ছে পেশিতে।

মুসার পাশে সরে এল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'ভাল ড্রেস নিয়েছে তো ভিকি। ফ্যান্টাসটিক লাগছে ওকে।'

'হ্যাঁ।'

শিস দিয়ে উঠল একজন। চিৎকার করল আরেকজন। কলরব করে ভিকিকে স্বাগত জানাতে লাগল তার দলের সদস্যরা।

হাততালি দিল ইভা। ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, একজন রূপালী রাজকুমারকে উপহার দিচ্ছি আপনাদের।'

ইভার কথা শুনে গর্বে যেন আর মাটিতে পা পড়তে চাইল না ভিকির। ঘরের বাকি অংশটুকু এমন ভঙ্গিতে পার হয়ে এল, যেন টাইটানিক ছবির নায়ক হয়ে গেছে।

মুসা বলল, 'যাহ্, দিল পেটটা ফুলিয়ে। পেট ফেটে না মরে এখন। ওর

এই অহঙ্কারী ভঙ্গি আর যাবে না কোনকালে!'

কথাটা শুনতে পেল না ভিকি। পেলে নিশ্চয় কড়া জবাব দিত।

এই সময় আবার বেজে উঠল বাজনা। তালে তালে পা দুলিয়ে একাই নাচ শুরু করে দিল ভিকি।

'একেবারে বেহায়া!' না বলে আর পারল না কিশোর। 'ওর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়েছিল কি করে?'

'বেহায়ামিটা ওর দোষ, তবে···' কথাটা শেষ করতে পারল না মুসা।

হঠাৎ বুম করে বিকট এক শব্দ। বোমা ফাটল যেন। চমকে গেল সবাই।

'কি হলো?' চিৎকার করে উঠল কে যেন।

সুইচ অফ করে থামিয়ে দেয়া হলো বাজনা।

ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর। কি হয়েছে কিছুই বুঝতে না পেরে চেঁচামেচি শুরু করে দিল সবাই। কিসের শব্দ, ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে, কেউ বুঝতে পারছে না।

মুসাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে যাবে কিশোর, এই সময় ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ইভা। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল আমার চমক? একে বলে ফ্ল্যাশ পট। থিয়েটারে কিছুদিন ম্যানেজারি করেছিলেন আঙ্কেল। তখন শিখেছেন। তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি এভাবে সফল হয়েছি তো?'

কিশোরের মনে হলো, কথাবার্তা, চালচলন, সব কিছুতেই অতিরিক্ত নাটকীয়তা করছে ইভা। আসল ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না কিছুতেই। মুসার ধারণাই ঠিক—কোথায় যেন কি একটা ঘাপলা রয়েছে। ধরা যাচ্ছে না।

ইভার কথায় হাততালি দিল দু'তিনজন। কয়েকজন এখনও চমকের ধাক্কাটাই কাটাতে পারেনি।

হেসে একটা ভুরু উঁচু করল ইভা। 'আমি তোমাদের বলেইছিলাম, নানা রকম চমকের ব্যবস্থা থাকবে। মাত্র শুরু। আরও অনেক কিছুই আসবে একে একে।···হ্যাঁ, নাচ কি শেষ করে দেয়া হবে? নাকি আরও নাচার ইচ্ছে আছে কারও?'

কেউ বলল, নাচ চলুক, কেউ বলল, নতুন কিছু হোক। একমত হতে পারল না সবাই। শেষে ইভা বলল, 'যদি কিছু মনে না করো, ছোট্ট একটা লেকচার দিই। ইতিহাস বলে, সেই প্রাচীনকাল থেকেই নাচ পছন্দ করে এসেছে মানুষ। মধ্যযুগে নাচকে শুধুই আনন্দ আর মজা করার প্রক্রিয়া হিসেবে না নিয়ে আরও সিরিয়াসলি নিয়েছিল কিছু মানুষ। তারা মনে করত, নাচার সময় কারও কারও ওপর শয়তান ভর করে। একবার নাচতে শুরু করলে আর থামতে পারত না ওরা। আরও দ্রুত, আরও দ্রুত নাচতে গিয়ে শেষে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ত। সেকথা ভেবেই খুব দ্রুতলয়ের কিছু মিউজিক জোগাড় করেছি আমি। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে গেলে নাচতেও হবে খুব দ্রুত। আমার কথা শোনার পর কারও কি দ্রুত নাচার সাহস হবে?'

'হবে!' চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল একজন। তার সঙ্গে গলা মেলাল আরও

কয়েকজন।

'বেশ, শুরু হোক তাহলে,' ইভা বলল।

'হোক।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে উগ্রা। তাদেরকে যদি এখন ফুটন্ত পানির সুইমিং পুলে সাঁতরাতে বলে ইভা, তাহলেও যেন পিছিয়ে আসবে না। মুসার তো সন্দেহই হতে লাগল–মাথায় গণ্ডগোল আছে ইভার। নিজের লেজ কাটা বলে সবার লেজ কাটতে চাইছে না তো? দাওয়াত দিয়ে এনে সবাইকে পাগল করে দেয়ার মতলব? আচমকা বোমা ফাটিয়ে স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি, নাচতে নাচতে মরে যাওয়ার কাহিনী শুনিয়ে দ্রুত নাচার পরামর্শ…

'দেখা যাবে কে বেশি দ্রুত নাচতে পারে,' মেহমানদের খুঁচিয়ে যেন আরও উত্তেজিত করে দেয়ার চেষ্টা চালাল ইভা।

ব্যাপারটা মুসার যেমন সন্দেহ জাগিয়েছে, কিশোর আর রবিনেরও ভাল লাগল না। কাছে সরে চলে এল রবিন। কিশোরের ভাল কানটার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে, বলো তো?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'বুঝতে পারছি না। এটুকু বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা করার ফন্দি এঁটেছে ইভা। সেটা ভাল কিছু না-ও হতে পারে।'

পেছনের দেয়ালের কাছে সরে গেল ইভা। হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপতেই চোখের পলকে নিভে গেল দেয়ালের খাঁজে খাঁজে লুকানো সমস্ত মোমবাতি। জ্বলে উঠল একটা মাত্র আলো, টর্চের আলোকরশ্মির মত, তবে অনেক বেশি মোটা হয়ে ছাত থেকে খাড়া এসে পড়ল মেঝেতে। বেজে উঠল দ্রুতলয়ের বাজনা। যেমন দ্রুত, তেমনি জোরে। এমনই বাজনা, যে নাচতে চায় না, তারও পা নাচানো শুরু হয়ে যায় নিজের অজান্তে।

নতুন করে কাঠ না ফেলাতে ফায়ারপ্লেসের আগুনও নিভে গেছে। ধিকিধিকি জ্বলছে কেবল পোড়া কয়লা।

গোল আলোটার নিচে প্রথমেই চলে গেল ডারবি। খানিকক্ষণ তার ব্যাঙ-নৃত্য দেখিয়ে হাসাল সবাইকে। তাল নেই কিছু নেই, তিড়িং-বিড়িং করে কিছু লাফঝাঁপ দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সরে চলে এল আলোর নিচ থেকে।

মুসা, কিশোর কিংবা রবিন, কাউকেই নাচতে রাজি করাতে পারল না জুন। শেষে গিয়ে ভিকির সঙ্গী হলো। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারল না। এতই দ্রুতলয়ের বাজনা, কয়েক মিনিটেই পায়ের পেশিতে খিঁচ ধরে যাওয়ার অবস্থা। সরে এল সে। বাহাদুরি দেখানোর জন্যে ভিকি অবশ্য একাই চালিয়ে গেল। রূপালী একটা চরকির মত বনবন করে পাক খেতে লাগল সে। তবে সঙ্গী না থাকলে নাচের মজা থাকে না।

বিষণ্ন গোঙানির মত শব্দ করে আচমকা বন্ধ হয়ে গেল মিউজিক। নিভে গেল আলো। ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত কয়লার কমলা আভা ছাড়া ঘর এখন পুরোপুরি অন্ধকার।

'কি হলো, ইভা?' জানতে চাইল জিম, 'নতুন কোন চমক?'

'বুঝলাম না। কি হলো?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে মেয়ারকে ডাকতে শুরু

করল ইভা, 'আঙ্কেল, আঙ্কেল···'

'কারেন্টের গোলমাল বোধহয়,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন মেয়ার। 'দাঁড়াও, ফিউজ বক্সটা দেখে আসি। যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাকো। কেউ নোড়ো না।'

'যাও, আমরা আছি।' ইভার কণ্ঠ শুনে মনে হলো ভয় পেয়েছে। তবে সেটা ওর অভিনয় কিনা বোঝা গেল না। এই হঠাৎ কারেন্ট চলে যাওয়ার ব্যাপারটাও হয়তো সাজানো, আরেকটা চমক। 'যে আলোটার নিচে নাচছিলে সেটা অনেক বেশি পাওয়ারের। সিসটেমটা নতুন বসানো হয়েছে। পরীক্ষা করা হয়নি আর। আজকেই চালু করা হলো।···অতিরিক্ত গরম হয়ে গিয়ে বোধহয় ফিউজ কেটে দিয়েছে···ভয় নেই। দাঁড়িয়ে থাকো।'

মোমগুলো সব একসঙ্গে জ্বলে উঠল আবার। বোঝা গেল, ওগুলো কৃত্রিম মোম। আসলে বৈদ্যুতিক আলো। এমন ভাবে তৈরি, মনে হয় আসল মোমই জ্বলছে। বাজনাও শুরু হয়ে গেল আবার। তবে নাচতে এগোল না আর কেউ। ভিকিও না। সবার নজর ফায়ারপ্লেসের দিকে।

ওটার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা কঙ্কাল। অর্ধেক শরীর কার্পেটের ওপর, বাকি অর্ধেক বাইরে। পিঠে বেঁধা বড় একটা ছুরি। ফলাটা পুরো ঢুকে গেছে। খাড়া হয়ে রয়েছে বাঁটটা। রক্তে ভিজে গেছে ক্ষতস্থানের চারপাশ।

ছয়

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ নড়ল না, কথাও বলল না। তারপর একসঙ্গে শুরু হলো চিৎকার। মুসার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাতে লাগল, তার মনে হলো ঢিবঢিব শব্দটা সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে।

চতুর্দিকে হট্টগোল, নানা রকম কথা:

'ওহ্, খোদা, এ-কি হলো!'

'এ হতেই পারে না!'

'আরে দেখো না গিয়ে কে?'

'অ্যামবুলেন্স ডাকা দরকার!'

'আগে পুলিশকে ফোন করো। ওরাই ডাক্তার নিয়ে আসবে!'

সবার আগে পা বাড়াল কিশোর। পেছনে এগোল তার দুই সহকারী। দেখাদেখি অন্য সবাই এগোতে শুরু করল। পড়ে থাকা কঙ্কালটা আসলে কঙ্কাল নয়, কঙ্কাল সেজেছে। কে?

তিন গোয়েন্দার আগেই গিয়ে লাশের কাছে বসে পড়ল ভিকি। ও যে কতবড় দুঃসাহসী বোঝানোর জন্যে গায়ে হাত দিল। ওকে এবং আরও অনেককে চমকে দিয়ে একলাফে উঠে বসল কঙ্কাল।

'কেমন বুঝলে? দিলাম তো হাঁ করিয়ে!' বলে হাসিতে ফেটে পড়ল

কঙ্কালের পোশাক পরা হেনরি কার্টারিস।

চমকটা কাটতে সময় লাগল। আস্তে করে হাসল একজন, যেন হাসতে ভয় পাচ্ছে। আরেকজন হাসল। শেষে সবাই মিলে এমন হাসি শুরু হলো, ঘর কাঁপিয়ে দিল।

'নম্রদের পক্ষে এক পয়েন্ট,' ঘোষণা করল ডারবি।

'দারুণ দেখালে, হেনরি,' পিঠ চাপড়ে দিল মুসা।

'সত্যি ভাল,' প্রশংসা করল রবিন। 'কিন্তু দলের সবাইকে একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে পারতে। ঘাবড়ে দিয়েছিলে একেবারে।'

'সেটাই তো চেয়েছিলাম। দলের সবাই না ভড়কালে বিরোধী দল সন্দেহ করে বসত। তাতে আসল চমকটা সৃষ্টি হত না, পয়েন্টও পেতাম না। তবে আর কেউ না জানলেও ইভা জানে, তার সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছি সব। ওর সাহায্য ছাড়া পারতাম না। প্রথমে দিলাম মেইন সুইচ অফ করে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে এসে শুয়ে পড়লাম ফায়ারপ্লেসের সামনে।' টান দিয়ে পিঠ থেকে ছুরিটা খুলে আনল হেনরি। শুধুই হাতল, ফলাটলা কিছু নেই। হালকা খাপের মত প্লাস্টিকের জিনিসটা আঠা আর টেপ দিয়ে আটকে নিয়েছিল পিঠে। 'রক্ত বের করেছি একটা টিউবের সাহায্যে,' বুঝিয়ে বলল সে। 'সিনেমার একজন টেকনিশিয়ানের কাছে শুনেছিলাম, এক ধরনের টিউবে রক্তের রঙের রাসায়নিক তরল পদার্থ ভরে পোশাকের নিচে রেখে দেয়া হয়। ধীরে ধীরে সেটা বেরিয়ে এমন করে ছড়িয়ে পড়ে, মনে হয় রক্ত বেরোচ্ছে।'

হেসে উঠল জিম, 'আমি আগেই জানতাম, এমন কিছুই করেছ। মোটেও ভয় পাইনি আমরা।'

'সে-তো বটেই,' হর্ন-রিমড চশমাটা কঙ্কালের মুখোশের ওপর পরে নিল হেনরি। তাতে ভারিক্কি চেহারার একজন 'সন্ত্রান্ত কঙ্কাল' হয়ে উঠল সে। 'ভয় পেয়েছ কিনা সেটা সবাই দেখেছে।' হাত নেড়ে জিমকে উড়িয়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল হেনরি, 'খাবার কোথায়? খিদেয় মরে যাচ্ছি। রান্নাঘরের মধ্যে এতক্ষণ এভাবে লুকিয়ে থাকা যায়! উফ্...'

এত নাচানাচি আর বার বার চমক ক্লান্ত করে দিয়েছে অনেককে। সোফায় হেলান দিল ওরা। খেতে খেতে কথা বলতে লাগল।

'হুঁহ্, খেয়ে আর কাজ পেল না!' একটা অ্যানটিক চেয়ারে বসে, হাতলে পা তুলে দিয়ে দোলাতে শুরু করল টম। 'কঙ্কাল সেজেছেন! কবে পচে বাসি হয়ে গেছে এসব।'

'কিন্তু ধরতে তো পারলে না,' রবিন বলল। 'ঠকাটা ঠিকই খেলে। পারলে না আমাদের সঙ্গে।'

চটে উঠল টম। 'পারলাম না মানে? এখনও তো শুরুই করিনি আমরা। টের পাবে। যদি প্যান্ট ভেজাতে না চাও, সময় থাকতে কেটে পড়ো।'

'তোমরা ভেজাবে? আমাদের প্যান্ট? হুঁহ্!' ঠোঁট বাঁকাল ডারবি। 'কত হাতিঘোড়া...'

'পণ্ডিতি রাখো!' হাত নাড়ল ভিকি। 'এসব বাল্যশিক্ষা শুনতেও এখন রাগ

লাগে…'

কিশোর কোন মন্তব্য করল না। সবার ঠোঁটের দিকে নজর।

নীরবে খাবার চিবাচ্ছে মুসা।

ওদের মুখোমুখি একটা অ্যানটিক বেঞ্চের হাতলে বসেছে ভিকি। কেউ আর কিছু বলছে না দেখে বলল, 'এক পয়েন্টে এগিয়ে থেকে অবশ্য খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না তোমরা।'

'খালি বাগাড়ম্বর! ওই এক পয়েন্টই নাও না আগে,' মুখ না খুলে আর পারল না মুসা, 'সমান সমান হোক। তারপর তো আরও একটা পয়েন্ট লাগবে জেতার জন্যে। ইতিমধ্যে আমরাও কি বসে থাকব নাকি?'

খোঁচা মারল ডারবি, 'ষাঁড়ের মতন একখান দেহ থাকলেই শুধু হয় না। এসব কাজে গায়ের চেয়ে মগজের জোরটা বেশি দরকার…'

'আহারে, কি আমার ডবল আই-কিউওয়ালা আইনস্টাইন!' কর্কশ হয়ে উঠল ভিকির গলা।

এই তর্কাতর্কি যে হাতাহাতিতে রূপ নিতে সময় লাগবে না বুঝতে পেরে কড়া গলায় বলল কিশোর, 'আচ্ছা, এই দলাদলিটা বন্ধ করতে পারো না তোমরা? এসেছিলাম মজা করতে। কিন্তু তোমরা যা শুরু করেছ, সত্যি ভয় পাচ্ছি আমি, কি ঘটাবে খোদাই জানে! রক্তারক্তি না করে বসো!'

তবে তেমন কিছু ঘটানোর আগেই আবার বেজে উঠল নাচের বাজনা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ডারবিকে নাচে আহ্বান জানিয়ে বসল কিশোর। অন্য কেউ না বুঝলেও মুসা আর রবিন ঠিকই বুঝল, পরিবেশটাকে হালকা করতে চাইছে কিশোর। অঘটন ঠেকাতে চাইছে।

মুসার দিকে তাকাল ভিকি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখ আটকে রইল দুজনের। নরম হয়ে এল ভিকির দৃষ্টি। যেন বোঝাতে চাইল–এত খাতির ছিল তোমার সঙ্গে আমার! অথচ কি থেকে কি হয়ে গেল! কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না সে। চোখ ফিরিয়ে নিল।

উঠে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে এল মুসা। ভাবছে, কি বলতে চাইল ভিকি? ওর আচরণে ঠিক শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে না। পুরানো সম্পর্কটাকে কি আবার ঝালাই করে নিতে চায়?

বেঞ্চ থেকে উঠে এল ভিকি। কিশোর আর ডারবির কাছে এসে দাঁড়াল। কিশোরকে বলল, 'তোমাকে কিন্তু নাচতে দেখিনি কখনও। ভালই তো পারো। নাচবে আমার সঙ্গে?'

কোন রকম দ্বিধা নেই কিশোরের। ডারবির হাত ছেড়ে দিয়ে হেসে রসিকতা করে বলল, 'এসো। কোলাব্যাঙের সঙ্গে লাফালাম, এবার সিলভার প্রিন্সের সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে দেখা যাক কেমন লাগে।'

কিশোর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় যেন হতাশ হয়েই গিয়ে আবার রবিনকে পাকড়াও করল ডারবি। কি যেন বলল। জোরে হেসে উঠল রবিন।

জুনের সঙ্গে নাচতে শুরু করেছে ওদিকে টম। ভাল নাচে সে। ভিকি গিয়ে কিশোরের সঙ্গে হাত মেলানোতে টমও যেন অনেকটা নরম হয়ে গেছে।

উদ্ধত ভঙ্গিটা আর নেই।

ভালই হচ্ছে—ভাবল মুসা। দলাদলি তারও ভাল লাগছিল না। সর্বক্ষণ একটা টেনশন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে সে-ও নাচবে কিনা ভাবতে শুরু করেছে, এই সময় পেছন থেকে কথা বলে উঠল একটা সুরেলা কণ্ঠ, 'নাচবে নাকি?'

ফিরে তাকাল মুসা। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। 'আমিও নাচার কথাই ভাবছি,' যেন মুসার মনের কথা পড়তে পারছে সে। 'তুমি ভাবছ, আমিও ভাবছি, কেমন কাকতালীয় হয়ে গেল না?' হাত বাড়িয়ে দিল। 'এসো।'

একজন মেয়ের সঙ্গে নাচবে! দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। সে চাইছিল ডারবি কিংবা রবিনকে, ভিকির সঙ্গে হলেও এ মুহূর্তে দ্বিমত করত না। কিন্তু মেয়ে! তা-ও ইভা! আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু আমি তো···নাচতে জানি না···'

'কে-ই বা জানে,' মুসার একটা হাত চেপে ধরল ইভা। 'এখানে জানাজানির প্রয়োজন নেই। আনন্দ করতে পার্টি দিচ্ছি, আনন্দ করব, ব্যস।'

কিন্তু কিছুতেই জড়তা কাটাতে পারল না মুসা। বার বার অসহায়ের মত করুণ চোখে তাকাচ্ছে রবিন আর কিশোরের দিকে। মনেপ্রাণে চাইছে ওরা কেউ এসে ওকে বাঁচাক। কিন্তু কেউ এল না। মুসার অবস্থাটা বুঝে ফেলেছে ওরা। চলুক এই নাচ। পরিস্থিতি আরও হালকা হোক। কিশোর চাইছে হাসি-আনন্দের মাঝে দলাদলিটা ভুলে যাক সবাই।

বেতালে পা ফেলছে মুসা।

মুখ ঝামটা দিল ইভা, 'আরে কি করছ! ওদিকে তাকিয়ে আছ কেন? হ্যাঁ, বলো এখন, পার্টি কেমন লাগছে?'

'ভা-ভা-ভাল!' ঢোক গিলল মুসা। ইভার হাতের শক্তি দেখে অবাক হলো। রীতিমত পুরুষ মানুষের মত গায়ের জোর।

'সবাই মজা পাচ্ছে এখন, তাই না? আমিও এটাই চাই, মজা পাক।'

'যাই বলো, বিশাল আয়োজন করেছ তুমি,' ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছে মুসা। 'তুমি আর তোমার আঙ্কেল···এত খাবার, এত সাজসজ্জা, আলো, মিউজিক···'

'আঙ্কেল এখন কোথায় আছে, জানো? চিলেকোঠায়। আরও কিছু চমকের ব্যবস্থা করছে।'

'খাইছে! আরও চমক? তোমার মাথায়, সত্যি, অনেক বুদ্ধি!'

'খাইছে বলাটা তোমার মুদ্রাদোষ বুঝি?···আরে না না, এমনি কথার কথা বললাম, আবার শক্ত হয়ে যাচ্ছ কেন?'

লাজুক হাসি হাসল মুসা, 'না, শক্ত হচ্ছি না।'

আগের প্রসঙ্গে এল ইভা, 'অনেক সময় নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে একেকটা বুদ্ধি বের করেছি আমি আর আঙ্কেল।'

কয়েক মিনিট পর থেমে গেল মিউজিক। টেপ শেষ। ইভার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে এল মুসা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এই পার্টিতে নাচের কথা আর একটিবারের জন্যেও ভাববে না। আসলে ভিকির কথা

ভেবেই…

হঠাৎই আবিষ্কার করল মুসা, ভিকির ব্যাপারে তার মনও নরম হয়ে আসছে। তারমানে পুরানো বন্ধুত্বটা ফেরত চায় সে-ও।

মিউজিক বন্ধ হয়ে যাওয়াতে নাচ থামিয়ে দিয়েছে সবাই। ফায়ারপ্লেসের কাছে রুমাল দিয়ে গলার ঘাম মুছছে কিশোর। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভিকি। হেসে হেসে কথা বলছে ওরা।

ওদের দিকে এগোতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খেয়ে যেন থেমে গেল মুসা। ফিরে তাকাল দরজার দিকে। শুঁতো মারছে কিসে যেন। গোঁ গোঁ করছে শক্তিশালী এঞ্জিন।

দরজার কাছাকাছি রয়েছে ডারবি। এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল।

হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। চোখ ধাঁধিয়ে দিল মুসার।

গর্জন করতে করতে ঘরে ঢুকল দুটো মোটর সাইকেল।

সাত

হাঁ করে তাকিয়ে আছে সবাই। প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। চেয়ে চেয়ে দেখছে। মোটর সাইকেল আরোহীদের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, পরনে চামড়ার প্যান্ট। কালো চকচকে হেলমেটে ঢাকা মুখ।

'কে হে তোমরা?' এটাও ইভার নতুন আরেকটা চমক ভেবে হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করল ডারবি।

কয়েক হপ্তা আগে দেখা Animal House ছবির দৃশ্যের কথা মনে পড়ল মুসার। তাতে একটা লোককে মোটর সাইকেল নিয়ে নানা রকম কাণ্ড করতে দেখেছিল। এই দুজনও তাই করছে। মোটর সাইকেল চালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এসেছে ঘরে।

অ্যাক্সিলারেটর ঘুরিয়ে কয়েকবার বিকট কানফাটা গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে অবশেষে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল দুই আরোহী। হেলমেট খুলে নিল একজন। বাইক থেকে নামল।

রিচার্ড জোমস! রিজো! চোখ লাল। নেশাটেশা করে এসেছে বোধহয়। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'সাইস পার্টি!'

তার সঙ্গী হগও হেলমেট খুলে নিল। হাতের ওপর রেখে ঘোরাতে লাগল ওটা। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, 'ভাল সাজিয়েছ তো। আমাদের বাদ দিয়ে এমন একটা পার্টি করার কথা ভাবলে কি করে!'

'দরজা বন্ধ করে রেখেছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল রিজো। 'আমাদের ভয়ে?'

সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইভা। রাগে শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। বরফ-শীতল

কণ্ঠে বলল, 'চলে যাও এখান থেকে!'

'যাব?' রিজো বলল, 'সবে তো এলাম।'

'এলে কেন? দাওয়াত দিয়েছি নাকি?' গলা কাঁপছে ইভার। ভয়ে নয়, রাগে। ভয় সে মোটেও পায়নি।

'না দিলে কি? আমরা জোর করেই নিলাম। আমাদের বাদ দিয়ে পার্টি করতে পারবে না.' সিনেমার ভিলেনের মত দাঁত বের করে হাসল রিজো।

এগিয়ে এলেন আঙ্কেল মেয়ার। ইভাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কে?'

'দুটো ভাঁড়!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ইভার কণ্ঠ। 'ওদের কার্ড দেয়া হয়নি। বেহায়ার মত এসে ঢুকেছে।'

রিজো আর হগের দিকে তাকালেন মেয়ার। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'দেখো, এখনই চলে গেলে আর পুলিশ ডাকব না।'

'শুনলি?' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাঁকফ্যাঁক করে হাসল রিজো। 'পুলিশ ডাকবেন না!'

হগও তার সঙ্গীর মতই দাঁত বের করে হাসতে লাগল। আচমকা জোরে এক ধাক্কা মারল মেয়ারের বুকে। পেছনে উল্টে পড়ে গেলেন তিনি, একটা টেবিলের ওপর।

'আঙ্কেল!' চিৎকার করে উঠল ইভা।

তাঁকে ধরে তোলার জন্যে এগিয়ে এল কয়েকজন। তাদের মধ্যে রবিনও রয়েছে।

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'সরি! না বুঝে ধাক্কা দিয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট।' বন্ধুর হয়ে সাফাই গাইল রিজো। চোখ টিপে রসিকতা করল। এগোতে গিয়ে টলে উঠল। বুঝতে আর অসুবিধে হলো না কারও, নেশা করেই এসেছে দুজনে।

চিৎকার করে উঠল ইভা, 'ভাগো এখান থেকে, শয়তান কোথাকার!'

কান দিল না রিজো। হগের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাল সাজিয়েছে, কি বলিস, হগ? একেবারে তোর ঘুমানোর খোঁয়াড়টার মত লাগছেরে।'

যেন মস্ত রসিকতা করে ফেলেছে। মজা পেয়ে হো-হো করে হাসতে লাগল দুজনে।

'আহারে, মাকড়সার জালে একেবারে ছেয়ে আছে,' হগ বলল। 'আয়, সাফ করে দিই। এত নোংরার মধ্যে পার্টি চালাতে পারবে না।' বেল্টের লুপ থেকে একটা সাইকেলের চেন খুলে নিল সে। চোখ পড়ল ফায়ারপ্লেসের ওপরে সাজানো কয়েকটা দামী ফ্লাওয়ার-ভাসের দিকে। এক বাড়িতে ফেলে দিল সেগুলো। বাড়ি লেগে ভাঙল কয়েকটা, বাকিগুলো ভাঙল মাটিতে পড়ে।

তাকিয়ে আছে মুসা। কেউ কিছু করছে না কেন এখনও? বাধা দিচ্ছে না কেন ওদের?

জানালার কাছে ডেকোরেশনগুলো ভাঙতে আরম্ভ করল দুজনে।

আর চুপ থাকতে পারল না মুসা। 'দেখো, বন্ধ করো এসব!'

হগের দিকে এগোল সে।

চোখের পলকে সামনে চলে এল রিজো। কি করল সে, বুঝতে পারল না মুসা, টের পেল প্রচণ্ড আঘাতে ঝটকা দিয়ে মাথাটা পেছনে সরে গেল ওর। পরক্ষণে আরেকটা আঘাত। চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল বোধহয়। চোখ মেলে দেখল দুদিক থেকে ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে কিশোর আর রবিন।

উঠতে গেল মুসা। ঠেলে আবার তাকে শুইয়ে দিল কিশোর, 'থাক, উঠো না।'

'ঘাড়টা মটকে গেল নাকি কাল্লুটার?' খিকখিক করে হাসতে লাগল রিজো। সবার দিকে আহ্বান জানাল, 'আর কারও ঘাড় ভাঙানোর ইচ্ছে আছে? এসো, পয়সা লাগবে না। আজ যা করব, সব ফ্রী।'

হেসে উঠল হগ। দারুণ আনন্দে কালো দস্তানা পরা হাতে একে অন্যের পিঠ চাপড়ে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল ওরা।

আবার ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইভা। রেগেই আছে। তবে মুসাকে এত সহজে ধরাশায়ী হতে দেখে বোধহয় ঘাবড়েও গেছে কিছুটা।

'বেশ,' বলল সে, 'স্বীকার করছি তোমাদের দাওয়াত না দিয়ে ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু এখন আর সেটা শোধরানো সম্ভব নয়। মাত্র নয়জনের ব্যবস্থা করেছি আজকে। ভালয় ভালয় যদি চলে যাও এখন, কথা দিচ্ছি, শুধু তোমাদের দুজনের জন্যেই একটা পার্টি দেব আমি। পরের সপ্তাহেই।'

'তা দিয়ো। এখনও খুব একটা খারাপ নেই আমরা।' ইভার কথায় পটল না রিজো। 'ভালই তো লাগছে।' খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। ডারবি আর জুন দাঁড়িয়ে ছিল ওটার কাছে, তাড়াতাড়ি সরে গেল।

খানিকটা টারামা সালামা মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল রিজো, 'কি রে ভাই এটা? পচা মাছ চটকানো নাকি? উহ্, কি দুর্গন্ধ!' ইভার দিকে ফিরে রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল কিছু নেই নাকি তোমার এখানে? চিপস? পিজ্জা?'

'ওই যে তাকটায় দেখো। যা ইচ্ছে নাও। নিয়ে বিদেয় হও...'

'ড্রিংকস?' মেয়ারের দিকে ঘুরল হগ। নিচু একটা টুলে বসে আছেন তিনি। অসুস্থ দেখাচ্ছে তাঁকে। 'অ্যাই বুড়ো, মদের বোতলগুলো কোথায় রাখো?'

'আমি মদ খাই না,' কাটা জবাব দিলেন মেয়ার। 'বাড়িতে কারও জন্যেই মদ রাখি না আমি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না,' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হগ। 'কেমন লোক তুমি, মেহমানের খাতির করতে জানো না!' মেয়ারের জামার কলার চেপে ধরল সে।

'খবরদার!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল একটা কণ্ঠ। থমকে গেল হগ। একটা রূপালী ঝিলিকের মত তার দিকে ছুটে গেল ভিকি। পেছন থেকে হগের কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল মেয়ারের কাছ থেকে।

রাগে ফুঁসে উঠল হগ। সে কিছু করার আগেই তিন লাফে পৌঁছে গেল

রিজো। পেছন থেকে ধরে টেনে সরিয়ে নিল ভিকিকে। এই সুযোগে ধাঁ করে তার পেটে লাথি মারল হুগ।

ব্যথায় ককিয়ে উঠে বাঁকা হয়ে গেল ভিকির দেহটা। পেট চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

'আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট,' ভিকিকে ডিঙিয়ে অন্যপাশে চলে গেল রিজো।

আবার ভাঙচুর শুরু করল দুই মস্তান। মদের বোতল খুঁজতে গিয়ে প্রতিটি দরজা, আলমারি যা পেল খুলতে লাগল। ভেতরের জিনিস ছড়িয়ে ফেলল মেঝেতে।

কেউ বাধা দেয়ার জন্যে সাহস করে এগোতে গেলেই সাইকেলের চেইন ঘুরিয়ে হুমকি দেয় রিজো।

'এসব বন্ধ করা দরকার,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা।

ওর ঠোঁট নড়া দেখেই কথা বুঝে নিল কিশোর। আস্তে মাথা কাত করে মোটর সাইকেল দুটোর দিকে ইঙ্গিত করল।

টমের দিকে তাকাল মুসা। চোখে চোখ পড়তেই মাথা ঝাঁকাল টম। সে-ও সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

আস্তে করে উঠে বসল মুসা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে খুব ধীরে এগোতে শুরু করল। মোটর সাইকেলের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে।

নীরবে ঠোঁট নাড়ল কিশোর। লিপ রীডার না হয়েও ও কি বলছে বুঝতে পারল মুসা। বলল, 'এগোতে থাকো।'

পাশে সরে হাত বাড়িয়ে আলগোছে একটা মোমবাতির স্ট্যান্ড তুলে নিল কিশোর।

ভাঙচুর আর খাওয়ায় এতটাই ব্যস্ত রয়েছে দুই মস্তান, অন্য কোনদিকে নজরই নেই। মুসা আর টম যে মোটর সাইকেলে চেপে বসেছে, এঞ্জিন গর্জে ওঠার আগে খেয়াল করল না।

'অ্যাই! অ্যাই!' বলে চিৎকার করে ছুটে এল রিজো। পেছনে হুগ। 'নামো বলছি!'

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে ওরা। দুটো মোটর সাইকেলই ঘুরে গেছে ওদের দিকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় চিত হয়ে পড়ে গেল দুজনে।

গাল দিতে লাগল হুগ। রিজোর আগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। চেন ঘুরিয়ে বাড়ি মারতে গেল মুসাকে। ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে কিশোর। মোমবাতির স্ট্যান্ড বাড়িয়ে ধরে আটকে দিল চেনটা। রবিনও চলে এসেছে ওকে সাহায্য করার জন্যে। দুজনে মিলে চেপে ধরল চেনের মাথা। হ্যাঁচকা টান মারল। কব্জিতে চেনের অন্য মাথা পেঁচিয়ে নিয়েছিল হুগ। ধরে রাখতে পারল না। ছাল-চামড়া তুলে নিয়ে তার হাত থেকে খসে এল চেনটা। ব্যথায়, রাগে চিৎকার করে উঠল সে।

প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উঠে এসেছে ভিকি। রিজো উঠে দাঁড়ানোর

আগেই লাথি মারল ওর পেটে। তারপর চেপে বসল বুকে। এলোপাতাড়ি কিলঘুসি মারতে শুরু করল নাকেমুখে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে রিজো। কেয়ারও করল না ভিকি। রোখ চেপে গেছে তার। সমানে পিটিয়ে চলল।

মোটর সাইকেল থেকে নেমে পড়ল মুসা। হগের হাতে চেন নেই এখন। মুখোমুখি হতে আর বাধা নেই। কারাতের কৌশল কাজে লাগাল সে। প্রচণ্ড মার খেয়ে রক্তাক্ত নাক-মুখ চেপে ধরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল হগ।

সামনের দরজার দিকে মোটর সাইকেল ছোটাল টম। খোলা দরজার কাছে পৌঁছে গতি না কমিয়েই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সীট থেকে। ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'অ্যাই হগ, ধরো ধরো। বাইকটা তোমাকে না নিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে।'

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে হগ। নাক-মুখ সামলাবে, না মোটর সাইকেল, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই ধড়ম-ধাড়ম শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে।

'তোমারটাকেও ওখানেই পাঠাই, কি বলো?' রিজোকে বলল মুসা।

'না না!' বলে চেঁচিয়ে উঠল রিজো। উঠে বসার চেষ্টা করল। বুকে চেপে আছে ভিকি। প্রাণপণে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুসা বাইকে চাপার আগেই একটা পা তুলে দিল সীটের ওপর দিয়ে। সীটে বসে ফিরে তাকাল। কাটা, রক্তাক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বলল, 'পস্তাতে হবে! বুঝবে মজা! ধরে নাও কবরে চলে গেছ তোমরা!...অ্যাই, হগ, ওঠো!'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল হগ। টমের দিকে তাকাল। চোখে বিষাক্ত গোক্ষুরের দৃষ্টি। পারলে ছোবল মারে। কিন্তু আপাতত সে সাধ্য নেই ওর। ফণাটা ধসিয়ে দেয়া হয়েছে।

আট

ঘরের বাতাসে ভারী হয়ে আছে মোটর সাইকেলের ধোঁয়ার গন্ধ। উটকো ঝামেলা সরাতে পেরে সবাই খুশি। পরস্পরকে স্বাগত জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে।

'বাঁচা গেল,' জিম বলল।

'হ্যাঁ,' টিস্যু পেপার দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে বলল টম। 'মরুকগে এখন যেখানে খুশি গিয়ে।'

'ইভা, ফোনটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'পুলিশকে জানিয়ে রাখা দরকার। দলবল নিয়ে আবার এসে ঝামেলা করতে পারে।'

আতঙ্ক এবং সতর্কতা যুগপৎ খেলে গেল ইভার চোখে মুখে। 'পুলিশ! না না!'

'কিন্তু আবার যদি আসে? কি কাণ্ডটা করে গেল দেখলে তো। দলবল নিয়ে এলে আর রক্ষা থাকবে না।'

'আমার মনে হয় না আর আসবে। ওই একটু হুমকি-ধামকি দিয়ে গেল আরকি।' টমের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাহুতে হাত রেখে মুখের দিকে তাকাল। 'সবাই মিলে যে ধোলাইটা দিয়ে দিয়েছ, আর আসতে সাহস করবে না।'

'কি জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল টম। 'ওদের বিশ্বাস নেই!'

'আমি জানি, আর আসবে না ওরা। পালানোর ভঙ্গিতেই বোঝা গেছে। তেমন ক্ষতিও ওরা করতে পারেনি, কয়েকটা জিনিস ভেঙেছে শুধু। তোমরা কেউ যে জখম হওনি, এতেই আমি খুশি। ভিকি? মুসা? ঠিক আছ তো তোমরা?'

'আছি,' জবাব দিল ভিকি।

চোয়ালে হাত বোলাচ্ছে মুসা। ফুলে আছে যেখানটায় ঘুসি মেরেছিল রিজো। উত্তেজনা চলে যেতে ব্যথাটা টের পাচ্ছে এখন।

'সবাইকে ধন্যবাদ,' ইভা বলল। 'যেভাবে পার্টিটাকে রক্ষা করেছ তোমরা, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।' হাসিটা পুরোমাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার।

রবিনের মনে হলো, তার হাসির বাল্বে এরচেয়ে বেশি ভোল্টেজ আর নেই।

'সাহস তো দেখালে,' দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল ইভার চোখেমুখে। 'কিন্তু এর পরের চমকটা কি সহ্য করতে পারবে?'

'তারমানে পার্টি চালিয়ে যাচ্ছ তুমি?' জুন বলল।

'তো আবার কি? বন্ধ করে দিলে তো রিজো আর হগই জিতল। এত কষ্ট করে সব জোগাড়যন্ত্র করলাম, অর্ধেকটাই শেষ হয়নি এখনও।'

'ঠিক,' বলে উঠল জিম, 'ভীতু এবং সাহসীদের প্রতিযোগিতা-টাও এখনও বাকি। তবে ভীতুরা যদি পরাজয় মেনে নেয়...'

'প্রশ্নই ওঠে না,' ডারবি বলল। 'ভীতু বলছ কাদের! আমরা এখনও তোমাদের চেয়ে এক পয়েন্ট এগিয়ে আছি। হার মেনে নিলে বরং তোমাদেরই নেয়া উচিত। আর তোমাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, বেশ কিছু খেলা এখনও বাকিই রয়ে গেছে আমাদের।'

'গুড,' খুশি হলো ইভা। 'তাহলে পার্টি চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। আরাম করে বসো সবাই। আমি আরও খাবার নিয়ে আসি। খাওয়ার পর শুরু হবে গুপ্তধন খোঁজা।'

রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল মুসা, এরপর কোন চমক দেখাবে ইভা? আড়চোখে ভিকির দিকে তাকাল। ফায়ারপ্লেসের কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখে চোখ পড়তে কাঁধ ঝাঁকাল। ঠোঁট গোল করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল, দূর থেকে শোনা না গেলেও যার মানে বোঝা যায়: ভীতু। তারমানে প্রতিযোগিতার নেশা জিমের মতই ভিকিরও এখনও যায়নি। সুতরাং তার নিজেরও পিছিয়ে আসা চলবে না। ভিকির কাছে হার স্বীকার করবে না সে

কোনমতেই। কোনভাবে জিততে দেবে না ভিকিকে।

গরম গরম আপেল সিডার আর কুকি নিয়ে এল ইভা। আনতে সাহায্য করলেন আছেল মেয়ার।

পুরানো দিনের টেপ বাজানো হচ্ছে এখন। পঞ্চাশের দশকের বিখ্যাত গান। পা ঠুকতে শুরু করল রবিন। ডারবিও যোগ দিল তাতে।

খানিক আগের উত্তেজনায় ভাটা পড়ল সবারই। আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল।

'অ্যাট দা হপ বাজছে,' রবিন বলল। 'পুরানো এই গানগুলো আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমারও,' জুন বলল। বাজনার তালে তালে হাততালি দিতে লাগল সে। পাথরের ফায়ারপ্লেসের একধারে হেলান দিতে গিয়ে চমকে সোজা হয়ে গেল। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ফিরে তাকিয়ে দেখে পাথরের দেয়াল সরে গিয়ে ফোকর বেরিয়ে পড়েছে। তাতে একটা মানুষের কঙ্কাল।

চিৎকার দিয়ে উঠল জুন। শুরু হলো হট্টগোল। তারপর হাসি। বোঝা গেল, এটা ইভার সাজিয়ে রাখা আরেক চমক।

'দিলে তো আমাদের একটা ট্র্যাপডোর খুলে,' হাসতে হাসতে বলল ইভা। 'গোপন পথটা আর গোপন থাকতে দিলে না।'

'একটা? তারমানে আরও গোপন পথ আছে তোমাদের?'

'সময় এলেই দেখতে পাবে।'

'কি সাংঘাতিক!'

'ভয় লাগছে?'

মাথা নাড়ল জুন। 'না, তবে···'

'অ্যাই, দেখো তোমরা, কি নিয়ে এসেছি!'

ডারবির তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল জুন, 'কি এনেছ?'

'মানুষের মগজ,' ডারবির হাতে কালো একটা ধাতব বাক্স।

'বাজে কথা!' এগিয়ে এল ভিকি। 'মানুষের মগজ তুমি পেলে কোথায়?'

'আমার আঙ্কেলের কাছে,' নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল ডারবি। 'ডাক্তারি জিনিসপত্র সাপ্লাইয়ের দোকান চালায়। পার্টির জন্যে তার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি এটা।'

জুনের মুখ দেখে মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়বে।

'দেখি?' কাছে এসে দাঁড়াল জিম।

'বের করা যাবে না। করলেই শেষ,' নষ্ট হয়ে যাবে,' বাক্সটা শক্ত করে চেপে ধরল ডারবি। 'তবে···ছুঁতে চাইলে···'

বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল ভিকি। পরক্ষণে এমন এক চিৎকার দিয়ে উঠল, যেন গলা টিপে ধরা হয়েছে তার। ঝটকা দিয়ে বের করে আনল হাতটা।

'পিচ্ছিল, নরম নরম, তাই না?' নিরীহ ভঙ্গিটা বদলায়নি ডারবির। 'যে কেউ ছুঁয়ে দেখতে পারো। দেখবে?'

'অবশ্যই,' এগিয়ে এল টম। হাত বাড়াল বাক্সে ঢোকানোর ভঙ্গিতে।

হঠাৎ টান দিয়ে উল্টে ফেলল। থ্যাপ করে পাথরের মেঝেতে পড়ল ভেতরের জিনিসটা।

'কই, মগজ কোথায়? ঠাণ্ডা স্প্যাগেটির মত লাগছে।'

'তারমানে আরেক পয়েন্ট পেলাম আমরা,' নিরীহ ভঙ্গিটা একই রকম আছে ডারবির। 'জুন আর ভিকি দুজনেই আমার কথা বিশ্বাস করেছে। মনে করেছে মানুষের মগজই আছে। যেহেতু ঠকা খেয়েছে, পয়েন্ট সত্যিকার সাহসী, মানে আমাদের।'

'কে বলল, মোটেও বিশ্বাস করিনি,' স্বীকার করতে চাইল না ভিকি। 'নিজেদের আবার সাহসী বলছে! হুঁহ্! তোমাকে কেবল বোকা বানাচ্ছিলাম। তারমানে সাহসীরা এক পয়েন্ট···'

ছোট একটা ঘন্টা বাজিয়ে এই তর্কাতর্কির অবসান ঘটাল ইভা।

'ওসব বাদ দিয়ে আমার দিকে তাকাও,' আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। পেছনের আগুনের পটভূমিতে ওকে ভ্যাম্পায়ারের মতই লাগল মুসার। ফায়ারপ্লেসের একপাশে একটা টুলে পিঠ কুঁজো করে বসে আছেন আঙ্কেল মেয়ার। চোখের কৃত্রিম পানির ফোটাটা আটকে রয়েছে সেই এক জায়গায়।

'মনমেজাজ ঠিক হয়েছে সবার? পার্টির জন্যে রেডি?' জানতে চাইল ইভা। কারও জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বলল, 'পরের চমকের জন্যে রেডি হয়ে যাও সবাই। এখনকার খেলা গুপ্তধন খোঁজা।'

'ট্রেজার হান্ট!' বিড়বিড় করল রবিন। 'তারমানে গুপ্তধন আছে এ বাড়িতে!'

'পচা খেলা,' জিম বলল। 'গুপ্তধন খোঁজা, ও আবার কোন খেলা হলো নাকি? বাচ্চারা খেলে।' আড়চোখে তাকাল ডারবি আর মুসার দিকে, 'আর ভীতুরা···'

জিমের দিকে ঘুরল ইভা। মুখের হাসি মুছল না। 'গুপ্তধনের তালিকাটা দেখলে আর একথা বলতে না। তবে ভয় পেলে এখানে বসে থাকতে পারো। কাজটা বিপজ্জনক। এই গুপ্তধন খোঁজায় একমাত্র দুঃসাহসীরাই অংশ নিতে পারবে।'

'আমি একবারও বলিনি অংশ নেব না,' তাড়াতাড়ি বলল জিম।

'গুড,' উত্তেজনায় বিড়ালের চোখের মত ঝিকিয়ে উঠল ইভার পান্না-সবুজ চোখ। ফটোকপি করা গুপ্তধনের তালিকার কপি বিতরণ শুরু করল মেহমানদের মাঝে। একটা কপিতে টোকা দিয়ে বলল, 'আমি আর আঙ্কেল এ বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় এসব জিনিস লুকিয়ে রেখেছি। প্রতিটি ঘর, নিচতলা, ওপরতলা, চিলেকোঠা, মাটির নিচের ঘর, সবখানে ছড়িয়ে আছে। কোথাও যেতে বাধা নেই। রাত বারোটা পর্যন্ত সময় পাবে। এর মধ্যে যে দল সবচেয়ে বেশি জিনিস বের করে আনতে পারবে, তাদের জন্যে স্পেশাল পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।'

তালিকা নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল 'উগ্র'রা। দৌড় দিতে যাবে, ডেকে থামাল ইভা, 'একটা কথা। খুব সাবধানে থাকবে। কখন যে কি

ঘটে যায় কেউ বলতে পারে না···যত যা-ই হোক, এটা হ্যালোউইন পার্টি।'

প্রথম গুপ্তধনটা বের করে ফেলল রবিন। লিভিং রুম থেকে তখনও বেরোয়নি কেউ। নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করছে তখনও ইভা। কাকেটের খাবার সরিয়ে নিচ থেকে নীল কাপড়ে মোড়া কয়েকটা হাড় বের করে আনল সে। তালিকায় লেখা আছে: মানুষের মমির আঙুলের হাড়।

'পেয়েছি!' চিৎকার করে জানাল রবিন। 'কিন্তু ইভা, সত্যি কি এগুলো মমির হাতের?'

'তাই তো জানি,' জবাব দিল ইভা। 'আমি আর আঙ্কেল মিশরে থাকতে জোগাড় করেছিলাম ওগুলো।'

পরের কয়েকটা মিনিট নিচতলার ঘরগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা। কখনও শোনা গেল চিৎকার, কখনও হাসি। একের পর এক গুপ্তধন উদ্ধার করছে, কিংবা নতুন কোন চমকের সম্মুখীন হচ্ছে গুপ্তধন শিকারিরা।

'দারুণ জমান জমিয়েছে ইভা, তাই না?' হাসতে হাসতে মুসাকে বলল টম। দুদিক থেকে দুই দরজা দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে ওরা।

'কল্পনাই করতে পারিনি এসব উদ্ভট জিনিস আছে ইভা আর তার আঙ্কেলের কাছে,' মুসা বলল। বহু চেষ্টায় খুঁজে পাওয়া একমাত্র গুপ্তধনটা তুলে দেখাল সে। কাচের পেপারওয়েটের মধ্যে সংরক্ষিত একটা টারান্টুলা মাকড়সার মৃতদেহ। টয়লেটের ট্যাঙ্কের ভেতরে পেয়েছি।'

'আমি পেয়েছি এইটা,' স্টাফ করা একটা কেউটে সাপ দেখাল টম। 'নড়তে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম জ্যান্ত। হোবল মারল। লাফ দিয়ে সরে গিয়ে দৌড় দিয়েছিলাম। ফিরে তাকাতেই তারটা চোখে পড়ল। ব্যাটারিচালিত মোটরের সঙ্গে লাগানো। তখন তুলে নিয়েছি।'

'আমি আর কোন আগ্রহ পাচ্ছি না,' গুপ্তধনের তালিকার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মুসা, 'এসব কোন জিনিস হলো! এই দেখো, এক বোতল রক্ত।'

'তোমার আর খোঁজা লাগবে না। জিম ওটা পেয়ে গেছে। সামনের হলে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে হোঁচট খেল মেঝের পাটাতনের একটা আলগা তক্তায়। বোতলটা তার নিচেই রাখা ছিল।'

'চলি। দেখা হবে।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল মুসা। ভাল লাগছে না আর। এই প্রতিযোগিতা শেষ হলে বাঁচে। একবার মনে হলো, সব বাদছাদ দিয়ে হলরুমে গিয়ে বসে থাকে। এসব অর্থহীন জিনিস খোঁজার কোন মানে হয় না। ঠিক এই সময় ভিকির চেহারাটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। নাহ্, হাল ছাড়া যায় না। ভিকির কাছে পরাজিত হলে টিটকারির ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। তার চেয়ে জেতার চেষ্টা করাই বরং ভাল।

★

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে হাতের তালিকাটার দিকে তাকাল কিশোর। ক্রমেই বিরক্ত হয়ে আসছে। পার্টিতে প্রচুর খরচ করেছে ইভা, নানা রকম মজা আর চমকের আয়োজন করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সবই যেন ছেলেমানুষী। মোটেও ভাল

লাগছে না কিশোরের। কিছুই করত না, হয়তো চলেও যেত–ইভা যা ভাবে ভাবুক, ঠেকিয়ে রেখেছে একটা জিনিসই–রহস্য। রহস্যের গন্ধ সে শুরু থেকেই পেয়েছে, এখন আরও জোরাল হচ্ছে সেটা। কিন্তু কোন্ দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ঘটনাপ্রবাহ, অনুমান করতে পারছে না।

হাস্যকর এই গুপ্তধন শিকারেও কোনমতেই অংশ নিত না সে। নিয়েছে একটা বিশেষ কারণে। গুপ্তধন খোঁজার ছুতোয় পুরো বাড়িটার আগাপাশতলা ভালমত দেখে নিতে পারবে। জানতে পারবে কোনখানে কি আছে। তাতে মূল রহস্যটা কি, স্পষ্ট হয়ে উঠতেও পারে।

কফি শপে ইভার ফোনের কথা মনে পড়ল। কারও বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল সে, হুমকি দিয়েছিল। সেটা কি সত্যি রিজো আর হগের বিরুদ্ধে, না আরও সিরিয়াস কিছু? এই পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত? কে জানে!

এতক্ষণে কোন রকম খারাপ আচরণ করেনি ইভা। একটিবারের জন্যে প্রকাশ পায়নি তার কোন মেহমানের ওপর সে অসন্তুষ্ট। বরং সবাইকে খুশি করার, আনন্দ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। চেহারা যেমনই হোক না কেন, তার আচ্ছেলও খুব ভাল মানুষ। তিনিও আন্তরিকভাবে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করছেন।

তারপরেও কোথায় যেন কি একটা গোলমাল রয়ে গেছে, কিছুতেই ধরতে পারছে না কিশোর। কিন্তু জানতেই হবে, রহস্যটা কোনখানে। জানা দরকার, রহস্য একটা আছে–নাহলে কেন সন্দেহ জাগল ওর মনে।

ওপরতলার কয়েকটা ঘর খোঁজা হয়ে গেছে। আগ্রহ জাগায় এমন কোন কিছু চোখে পড়েনি এতক্ষণেও। পেছন দিকের বড় একটা বেডরুমে এসে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। ধড়াস করে উঠল বুক। তার ঠিক সামনে পড়েছে জ্বলজ্বলে একটা মুণ্ড। পরক্ষণে বুঝল ইভার সাজিয়ে রাখা আরেকটা চমক ওটা। সে যেদিকেই সরে, মুণ্ডটা তার সামনে সামনে থাকে।

সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিতেই আবার সিলিঙে ফিরে গেল সুতোয় বাঁধা মোটরচালিত মুণ্ডটা। বোঝা গেল, আলোর সুইচ আর ইলেকট্রনিক মুণ্ডের সুইচ এক করে দেয়া হয়েছে। ওই সুইচ টিপে আলো জ্বাললেই নেমে আসবে আবার ওটা। যা, বেটা, থাক্ ওখানে, জ্বালবই না আমি–মনে মনে বলে টর্চ জ্বেলে একটা চার্জার লাইট কিংবা ল্যাম্প খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখতে লাগল।

পেয়ে গেল একটা চার্জার লাইট। সুইচ টিপে জ্বালল। নামল না মুণ্ডটা। ওটার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। ফাঁকিটা দিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রনিক চোখকে।

পারফিউমের গন্ধ আর অ্যানটিক ড্রেসিং টেবিলে রাখা কসমেটিকসের শিশি-বোতল-কৌটা দেখে অনুমান করল, ইভার বেডরুমে ঢুকেছে। অ্যানটিক খাটের ওপর বিছানো রক্তলাল মখমলের চাদর।

একজন মানুষের বেডরুম দেখেই তার স্বভাব সম্পর্কে অনেক কিছু বলে

দেয়া যায়। এতদিন তা-ই জানত কিশোর। কিন্তু ইভার বেডরুম দেখে তেমন কিছু অনুমান করতে পারল না সে। স্টাফ করা কোন পাখি বা জানোয়ার নেই, সিনেমার হিরো, কোন নামকরা খেলোয়াড় কিংবা গায়কের ছবি নেই, ওর কোন হবি আছে কিনা, থাকলে সেটা কি, তার কোন প্রমাণ নেই ঘরের কোনখানে। কেবল পঞ্চাশের দশকের একজন হাসিখুশি পুরুষ আর সুন্দরী মহিলার বড় করে বাঁধানো যুগল ছবি দাঁড় করিয়ে রাখা আছে ড্রেসারের আয়নার একপাশে।

স্কুলের বই আর খাতাপত্র অবহেলায় স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে ঘরের এককোণে। লেখাপড়া করার জন্যে কোন ডেস্ক বা চেয়ার-টেবিল নেই ঘরের কোথাও, একজন স্কুলছাত্রীর ঘরে সাধারণত যা থাকে।

আশ্চর্য! স্কুল আর লেখাপড়ার কোন গুরুত্বই নেই মনে হয় ইভার কাছে! ছোটবেলা থেকে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে ঘুরে, অতিরিক্ত দেখে ফেলে জীবন সম্পর্কে অল্পবয়েসেই কি কোনও হতাশামূলক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে? নাকি ব্ল্যাকফরেস্টের মত ছোট্ট, নগণ্য একটা শহরে মন টিকছে না তার?

চেস্ট অভ ড্রয়ারের প্রতিটা ড্রয়ার খুলে খুলে দেখতে লাগল কিশোর। কোথাও কিছুই পেল না, কেবল কয়েকটা ভাঁজ করা আন্ডারপ্যান্ট আর সোয়েটার বাদে।

ইভার সম্পর্কে কৌতূহল আরও বেড়ে গেল ওর। কিন্তু যা খুঁজছে–কি খুঁজছে জানে না যদিও–পায়নি এখনও। আলমারিগুলো খুলে রীতিমত অবাক হলো। সব খালি। একেবারে শূন্য। একটাতে কেবল পাওয়া গেল কিছু কাপড়-চোপড়, যেগুলো পরে স্কুলে যাতায়াত করে ইভা।

কিন্তু অন্যান্য জিনিসপত্র, সোয়েটশার্ট, স্নিকার, এসমস্ত কই? স্কুল থেকে এসে কাপড় তো নিশ্চয় বদলাতে হয়। কি বদলায়? কি পরে? কোথাও তো কিছু দেখা যাচ্ছে না? কোন রকম পার্টি ড্রেসও নেই। এত বড়লোকের মেয়ে। কম করে হলেও কয়েক ডজন পার্টি ড্রেস থাকার কথা।

ল্যাম্পের চেয়ে টর্চ দিয়ে খুঁজতে সুবিধে। তা-ই করল কিশোর। একটা বিশাল শূন্য দেয়াল-আলমারির পেছনের কাঠে হালকা একটা চারকোনা ফাটলের মত দাগ চোখে পড়ল। ফায়ারপ্লেসের ট্র্যাপডোরটার কথা মনে পড়ল ওর। এটাও তেমন কিছু নয় তো?

আলমারির ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ফাটলটায় হাত রেখে ঠেলতে শুরু করল। কিছুই ঘটল না।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে। চোখ সরাতেই নজরে পড়ল ওপরের তাকে ছোট, গোল একটা নবমত দেখা যাচ্ছে। এই তো পাওয়া গেছে! উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। নব চেপে ধরে এক মোচড় দিতেই খুলে গেল ট্র্যাপডোর। বেরিয়ে পড়ল পেছনে বসানো আরও বড় একটা আলমারি।

বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে। নানা রকমের পোশাকে বোঝাই হয়ে আছে লুকানো আলমারিটা। প্রথমে ভাবল, এগুলো ব্যবহার করা কাপড়। প্রাসাদ ছেড়ে যাওয়ার সময় ফেলে গেছে এর বাসিন্দারা।

কিন্তু হ্যাঙ্গার থেকে কয়েকটা নামিয়ে এনে ভালমত দেখে বোঝা গেল, নতুন। এখনও লেবেলও খোলা হয়নি। নিউ ইয়র্ক, স্যান ফ্র্যান্সিসকো, প্যারিসের নামকরা বড় বড় দর্জি আর দামী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কেনা।

সুন্দর পশমী স্যুট, চকচকে মখমলের ককটেল ড্রেস, ঝলমলে রঙিন স্কার্ট আর জ্যাকেট–যে সব পোশাক কোনদিন কেউ পরতে দেখেনি ইভাকে। ক্রোমের তৈরি সবচেয়ে নিচের তাকটায় কয়েক ডজন হাই-হিল জুতো, যত রকম চামড়া আর রঙে তৈরি করা সম্ভব, সব রকমের আছে।

আলমারির একেবারে পেছনে ঝোলানো রয়েছে তিনটে অতি চমৎকার গাউন আর দুটো ফারের কোট–একটা মিঙ্কের চামড়ায় তৈরি, আরেকটা শেয়ালের।

তাকিয়ে আছে কিশোর। একসঙ্গে এত সুন্দর সুন্দর পোশাকে ভর্তি ওয়ারড্রোব কমই দেখেছে সে। এগুলো ইভার পোশাক? পরে কখন? নিজের ঘরের মধ্যে এভাবে লুকিয়ে রাখার অর্থ কি?

নাকি ইভার মায়ের জিনিস? তা অবশ্য হতে পারে। তবে কেউ জানে না ওর মা বেঁচে আছেন কিনা। নাকি অন্য কোন মেয়েমানুষ বাস করে এ বাড়িতে? মেয়ারের স্ত্রী কিংবা বান্ধবী? তাহলে তিনিই বা এখন কোথায়? পার্টিতে যোগ দেননি কেন? আরও একট প্রশ্ন–ইভার তেমন কোন পোশাক নেই কেন কোন আলমারি কিংবা ওয়ারড্রোবে?

ঠিকই আন্দাজ করেছিল কিশোর, রহস্য একটা আছে বাড়িটাকে ঘিরে। তার অনুমান অমূলক নয়। প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আলমারির পাশে ছোট একটা দেরাজ। ড্রয়ারগুলো খুলে দেখতে লাগল সে। নাইটগাউন, সিল্কের অন্তর্বাস আর ঘরে পরার সাধারণ পোশাক আছে কিছু। নিচের ড্রয়ারটায় সুন্দর প্যাকেট করে রাখা আছে কি যেন। কোন কিছু চিন্তাভাবনা না করেই খুলে ফেলল সে। একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ। তাতে একজন পুরুষের সঙ্গে ইভার ছবি। লোকটার বয়েস চল্লিশের কম হবে না। ইভার বয়েস অনেক কম লাগছে ছবিটাতে।

কে লোকটা? কি হয় ওর?

যেখানে যেভাবে যা ছিল, সেভাবে রেখে দিল আবার কিশোর। গুপ্ত আলমারির দরজা বন্ধ করল। ঘর থেকে বেরোতে যাবে এই সময় বাথরুমের দরজার দিকে চোখ পড়ল।

এগিয়ে গেল সে। একজন মহিলার বাথরুমে ঢুকতে বাধোবাধো লাগল, অস্বস্তি। কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল টেনে নিয়ে গেল তাকে। ইভা যদি দেখে ফেলে, জবাব দিতে পারবে গুপ্তধন খুঁজতে এসেছে। কোথাও যেতে বাধা নেই বলেই তো দিয়েছে সে।

মেডিসিন চেস্টটা খুলল কিশোর। সাধারণত যা যা থাকার কথা তা-ই আছে। টুথপেস্ট, মাউথওয়াশ, কয়েক শিশি নেইলপলিশ আর অন্যান্য কসমেটিকস, অ্যাসপিরিন আর একবাক্স ব্যান্ড-এইডস।

ওপরের তাকে পাওয়া গেল তিনটে প্রেসক্রাইব করা ওষুধের শিশি। এক

এক করে সব ক'টা নামিয়ে দেখল। দুটো ওষুধের নাম অচেনা, একটা চিনতে পারল–ঘুমের বড়ি। শটকা লাগল প্রেসক্রিপশনের রোগীর নাম দেখে, তানিয়া গ্রেভ।

কে এই তানিয়া? মেয়ারের স্ত্রী?

যে-ই হোক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর, এ বাড়ি নয়, রহস্যটা আসলে ইভাকে ঘিরে। ঝলমলে হাসির আড়ালে সেটাকে যথাসাধ্য গোপন রাখার চেষ্টা করছে সে।

কেন?

এই কেনর জবাবটাই জানতে হবে। যা যা দেখেছে গিয়ে বলতে হবে মুসা আর রবিনকে। ওদের দুজনের সাহায্য ছাড়া এক রাতে এই রহস্যের সমাধান সম্ভব নয়।

★

মুসা এখন গুপ্তধন শিকারে বেশ ভালই মজা পাচ্ছে। মাকড়সাটা পাওয়ার পর খুব দ্রুত আরও তিনটে জিনিস পেয়ে গেছে–চকচকে পালিশ করা একটা বানরের খুলি, একটা স্ফটিকের বল, আর হাতির দাঁতে তৈরি একটা ছুরির প্রতিকৃতি। ছুরিটা পেয়েছে আলমারির মধ্যে। দরজা খুলে আরেকটু হলেই মূর্ছা যাচ্ছিল। তাকের মধ্যে দেখে একটা কাটা মুণ্ড। দেখার সঙ্গে সঙ্গে পালাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো ইভার কোন ফাঁকিবাজি নয়তো? ভয়ে ভয়ে এসে ভাল করে তাকাতেই বুঝল, ফাঁকিই। একটা ম্যানিকিনের মাথা। আবছা অন্ধকারে একেবারে আসলের মত লাগছিল। ছুরিটা পেয়েছে মুণ্ডটার গলায়, সুতো দিয়ে বাঁধা। নিজে নিজেই হেসে ছুরিটা খুলে জমিয়ে রেখেছে অন্য গুপ্তধনগুলোর সঙ্গে।

আরও দুজন গুপ্তধন শিকারির সাড়া পেল, এদিকেই আসছে। মনে পড়ল, চিলেকোঠাতেও চমক আছে বলেছে ইভা। ওপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল সরু কাঠের সিঁড়িটা।

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। যতই নিঃশব্দে ওঠার চেষ্টা করুক, মচমচ শব্দ হয়েই যাচ্ছে। দুরুদুরু করছে বুক। চিলেকোঠা সম্পর্কে এমনিতেই একটা ভীতি আছে ওর। তার ওপর পুরানো বাড়ির চিলেকোঠা। এবং তার ওপর আবার পুরানো কবরস্থানের পাশে পুরানো বাড়ি···'তাঁরা না থেকেই যান না!' ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না। শত দ্বিধা আর শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত কৌতূহল জোর করে ওপরে টেনে নিয়ে চলল তাকে। কোন গুপ্তধনটা পাওয়া যাবে ওখানে? কিসের চমক সৃষ্টি করে রেখেছে ইভা আর তার আঙ্কেল মিলে?

চিলেকোঠাটা ছোট। ধুলোয় ঢাকা। পুরানো বাক্স আর ট্রাংক গাদাগাদি করে ফেলে রাখা হয়েছে।

সুইচ টিপে মাথার ওপরের আলোটা জ্বালল সে। একটা আলমারি চোখে পড়ল। জিনিস লুকানোর চমৎকার জায়গা।

কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই ওর ভেতরে। আপনমনে হাসতে হাসতে গিয়ে

আলমারির দরজা ধরে টান দিল। ভেতরে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল। নিজের অজান্তেই ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। কিছু বলতে চাইল, নিজের কানেই দুর্বোধ্য শোনাল সেগুলো।

ঘরের আলোটা যেন হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দম আটকে গেছে গলার কাছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। শক্ত করে চেপে ধরল আলমারির দরজা। তাকাতে চাইছে না, তারপরেও নজর অবাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে ভেতরের আবছা অন্ধকারের দিকে।

'ভিকি! ভিকি!' অবশেষে চিৎকারটা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

একটা দড়িতে ঝুলছে 'রূপালী রাজকুমারের' দেহ। বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে আছে ঘাড়টা। পোশাকের বুকের কাছে রক্ত। টপ টপ করে নিচে ফোঁটা পড়ার শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। হয় ছুরি মেরে খুন করার পর দড়িতে ঝোলানো হয়েছে, নয়তো ঝোলানোর পর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় ছুরি মারা হয়েছে। ভয়াবহ কোন বিকৃত মানসিকতার খুনীর কাজ।

নয়

এ হতেই পারে না! আরেকটা ধাপ্পাবাজি, নিজেকে বোঝাল মুসা। ওহ্, খোদা! প্লীজ, প্লীজ, ফাঁকিবাজিই হোক। আসল না হোক। ঠকে ঠকুক ওরা, পরাজিত হোক। তবু মারা না যাক ভিকি।

কিন্তু রক্তের ফোঁটাগুলো তো ভুল না। মনে হচ্ছে, সারা জীবনে ভুলবে না ওই শব্দ, দুঃস্বপ্ন হয়ে কানে বাজতে থাকবে।

ভিকির দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না সে। পা নড়াতে পারছে না। কাউকে যে গিয়ে ডেকে আনবে সে শক্তিও যেন হারিয়েছে।

পদশব্দ শোনা গেল পেছনে। টম এসে দাঁড়াল। আলমারির ভেতরে চোখ পড়তেই আতঙ্ক ফুটল চেহারায়।

'আলমারি খুলেই দেখি এই অবস্থা,' কাঁপা গলায় কোনমতে বলল মুসা। 'মনে হয় আরেকটা ধাপ্পাবাজি।'

'আমার তা মনে হয় না। দাঁড়িয়ে থাকো। ছুঁয়ো না। আমি লোক ডেকে নিয়ে আসি।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব,' আর একটা মুহূর্তও ভিকির লাশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয় মুসা।

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ডারবি পড়ল সামনে। ওর পেছনে রয়েছে রবিন আর হেনরি। মুসা কি আবিষ্কার করে এসেছে, উত্তেজিত কণ্ঠে ওদের জানাল টম।

'এখুনি অ্যামবুলেন্স ডাকা দরকার,' জরুরী কণ্ঠে বলে উঠল রবিন। 'হয়তো মরেনি এখনও। সময়মত হাসপাতালে নেয়া গেলে...'

'সময় আর নেই এখন,' টম বলল। 'দেরি হয়ে গেছে। ওর ঘাড়ের অবস্থা দেখলেই বুঝবে। ঘাড় ভাঙা, বুকে রক্ত···'

দৃশ্যটা কল্পনা করে কেঁপে উঠল মুসা। ভিকি মৃত! ভাবতেই পারছে না। মোচড় দিয়ে উঠছে বুকের মধ্যে। ভিকির এই অপমৃত্যু সহ্য করতে পারছে না।

'পুলিশকে খবর দেয়া দরকার,' হেনরি বলল।

'আগে গিয়ে ইভা আর তার আঙ্কেলকে বলি,' টম বলল, 'ওরাই ভাল বুঝবে কি করতে হবে।'

ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে নিচু স্বরে কথা বলছে ইভা আর মেয়ার। মুসারা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে খবরটা জানাতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইভা।

'পুলিশকে ফোন করো তুমি!' মেয়ার বললেন। 'আমি দেখছি, কি অবস্থা।'

'না আঙ্কেল, এখনই পুলিশকে খবর দেয়ার দরকার নেই। আগে দেখে আসি, তারপর···'

মাথা ঝাঁকালেন মেয়ার।

সবাই মিলে দৌড় দিল আবার চিলেকোঠার দিকে। একেক লাফে দু'তিনটে করে ধাপ টপকে উঠে যেতে লাগল ওপরে।

চিলেকোঠায় সবার আগে ঢুকল মুসা। আলমারির দরজা লেগে গেছে আবার। টান দিয়ে সেটা খুলেই হাঁ হয়ে গেল।

শূন্য আলমারি!

'খা-খা-খাইছে!···এইমাত্র তো দেখে গেলাম···' সমর্থনের আশায় টমের দিকে তাকাল মুসা।

'গেল কোথায়?' অবাক হয়ে বলে উঠল টম।

'ভুল দেখোনি তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমি একা হলে না হয় ভুল বলা যেত। কিন্তু টমও দেখেছে।'

'হ্যাঁ, ছিল,' টম বলল। 'ওই যে, রক্ত।' নিচু হয়ে আঙুলের মাথায় লাগিয়ে নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকে দেখল। 'মানুষের রক্তই তো মনে হচ্ছে!'

'তারমানে আমি একাই চমক সৃষ্টি করছি না,' হেসে বলল ইভা। 'আঙ্কেল, চলো, নিচতলায়।'

সবাই তাকে অনুসরণ করতে যাবে এই সময় ঘরে ঢুকল কিশোর।

'এই রবিন, মুসাকে দেখেছ···' বলতে বলতেই মুসার ওপর চোখ পড়ল তার। 'কি ব্যাপার, সবাই ভিড় করে আছ কেন এখানে?'

কি ঘটেছে জানানো হলো তাকে।

'তারপর এসে দেখি,' শেষ করল হেনরি, 'লাশটা নেই। আলমারি খালি। মনে হচ্ছে এটাও ধাপ্পাবাজি, সাজিয়েছে ওরা।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'ভুল দেখোনি তো?'

'না।'

'ভিকিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি না আমি,' ডারবি বলল। উদ্বিগ্ন শোনাল

তার কণ্ঠ। 'তোমরা কেউ দেখেছ?'

কেউ জবাব দিল না।

মুসার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর, 'এখানে আলোছায়ার মধ্যে ভুল দেখাটা অস্বাভাবিক নয়। মুসা···'

'ও একা নয়, আমিও দেখেছি,' মুসার পক্ষ নিল টম। 'ডিকিকেই দেখেছি আমরা।'

'কিন্তু এখন দেখছ না কেন? কি ঘটেছে শিওর হতে হলে ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর, 'এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

শুধু মুসা আর রবিন নয়, হেনরি, টম, ডারবিও এগিয়ে এল। চিলেকোঠার সমস্ত বাক্স-পেটরা সরিয়ে খুঁজতে শুরু করল ডিকির লাশ। পেল না। দোতলায় নেমে ওখানকার ঘরগুলোতে খুঁজতে শুরু করল।

একটা ঘরের দরজা খুলে কিশোর বলল, 'এটা ইভার বেডরুম···' সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই থেমে গেল। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। মুণ্ড নেমে আসার জন্যে নয়। এবার আর নামেনি ওটা। সিসটেম অফ করে দেয়া হয়েছে সম্ভবত। কিংবা কানেকশন কেটে দিয়েছে।

কি হয়েছে দেখার জন্যে হুড়াহুড়ি করে এগিয়ে এল সবাই। ইভার বিশাল খাটটায় চিত হয়ে পড়ে আছে ডিকি।

বিছানার কাছাকাছি এসে বোঝা গেল, ওটা ডিকি নয়।

সবার আগে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডারবি। 'আরে এ তো একটা···'

'ডামি!' কথাটা শেষ করে দিল মুসা। বিছানায় যেটা পরে আছে, সেটা ডিকির রূপালী পোশাকটা, ভেতরে ঠেসে খড় ভরা হয়েছে। 'রক্ত' আসল রক্ত নয়। হাস্যকর। লাল রঙের সেলোফেন সরু সরু কেটে বুকে আটকে দেয়া হয়েছে। বাতাসে নড়াচড়া করেছে ওগুলো। আলমারির ভেতরের আলো-আঁধারিতে রক্তের মত মনে হয়েছে। আলমারির নিচে নিশ্চয় রঙের ফোঁটা ফেলে রাখা হয়েছিল। এ ভাবে বোকা বনেছে বলে নিজের ওপরই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল মুসার। এতটাই ভড়কে গিয়েছিল, রক্ত পড়তে দেখেছে বলে তো মনে হয়েছেই, ফোঁটার আওয়াজও শুনেছে মনে হয়েছে। তারমানে ওসব ছিল সব তার কল্পনা! ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে থাকার ফল···গাধা আর কাকে বলে!

বাথরুম থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এল ডিকি। পরনে নীল আলখেল্লা। এমন হাসা শুরু করে দিল, শেষমেষ দম নিতে পারল না।

'তারমানে তোমার কিছু হয়নি,' কিশোর বলল।

'হলে কি আর হাসত নাকি, দেখছ না!' খেঁকিয়ে উঠল মুসা। কেঁপে উঠল গলা–ভয়ে নয়, রাগে। 'ডিকি, এই কাজটা করা তোমার মোটেও উচিত হয়নি। আমি সত্যি সত্যি ভেবেছিলাম তোমার কিছু হয়ে গেছে।'

'তাতে কি দুঃখ পেয়েছ?'

'সত্যি বলব? পেয়েছি।'

হাসি থেমে গেল ডিকির। চোখ সরিয়ে নিল। টমের দিকে তাকিয়ে বলল,

'তোমার অভিনয়টা খুব ভাল হয়েছে।'

হাসতে হাসতে বলল টম, 'হ্যাঁ, এমনই খেল দেখালে…'

টমের দিকে তাকিয়ে ফোঁসফোঁস শুরু করল মুসা, 'তুমিও ফাঁকি দিয়েছ!'

'তো কি করব? এরকম বিশ্রী খেলা তো তোমাদের দলের লোকেই শুরু করল।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

'টম,' ডিকি জিজ্ঞেস করল, 'গুপ্তধনের খবর কি? আমার লাশ দেখে অনেক সময় নষ্ট করেছে বোকা ভীতুগুলো, এই সুযোগে নিশ্চয় ওদের চেয়ে বেশি বের করা গেছে?' জবাব জেনে তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল সে, 'হেরে গেলে তোমরা। গুপ্তধনও বেশি, পয়েন্টও বেশি আমাদের।'

রাগত স্বরে কিশোর বলল, 'ডিকি, তোমার কাছ থেকে এরকম একটা নিচুতরের ধাপ্পাবাজি আশা করিনি। কাজটা খুব খারাপ করেছ তুমি।'

'কিন্তু…কিন্তু হ্যালোউইন পার্টিতে তো সব জায়েয…তা ছাড়া নিজের দলকে জেতাতে…'

'তোমার ভাবা উচিত ছিল, তোমার লাশ দেখলে দুঃখ পাব আমরা সবাই…'

'কিন্তু হেনরি যে করল?'

'সে-ও ঠিক করেনি,' মুসার হাত চেপে ধরে টান দিল কিশোর। 'চলো, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

নীরবে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ডিকি। বুঝল, ওর প্রতি ভালবাসাটা এখনও কমেনি মুসার। ওর যেমন কমেনি মুসার ওপর।

কিশোরের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একই কথা ভাবছে মুসাও। ডিকির প্রতি ভালবাসা না থাকলে ওর লাশ দেখে এতটা অস্থির হয়ে যেত না। আর অস্থির হয়ে গিয়েছিল বলেই নানা রকম ভুলভাল দেখেছে, ভুল কল্পনা করেছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে ফাঁকিটা ধরে ফেলত সহজেই।

লিভিং রুমে কৃত্রিম মোমের ম্লান আলোয় আবার নাচ শুরু করেছে জুন আর জিম। ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে উদ্ধার করে আনা গুপ্তধনগুলো।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'তুমি কিছু পাওনি?'

'পেয়েছি। এসো এদিকে। জরুরী কথা আছে।'

কোণের দিকের একটা সোফায় রবিন আর মুসাকে ডেকে নিয়ে গেল কিশোর। আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে নিচুস্বরে বলল, 'সেদিন ক্যাফেতে টেলিফোনে কি বলেছিল ইভা, মনে আছে?'

অবাক হলো মুসা। 'তারমানে এখনও ভাবছ এই পার্টি দেয়ার পেছনে কোন একটা মতলব আছে ইভার? কিন্তু এখন পর্যন্ত তো সন্দেহজনক কিছু করতে দেখলাম না।'

'কি পেয়েছি শোনো আগে,' কিশোর বলল, 'তারপর ভেবেটেবে বলো যা বলার। তোমরা যখন গুপ্তধন খোঁজায় ব্যস্ত, আমি ঢুকে পড়েছিলাম ইভার

বেডরুমে…'

'গুপ্তধন খুঁজতে?'

'না। দেখতে, কি আছে ওখানে। ও বলেছে সারা বাড়িতে কোথাও যেতে বাধা নেই, তাই অনধিকার প্রবেশ করেছি সেটাও বলতে পারবে না। মুসা, ওর ঘরে সাধারণ হাইস্কুল স্টুডেন্টের কোন জিনিসই নেই।'

'থাকার কথাও নয়,' যুক্তি দেখাল রবিন। 'মাত্র কয়েক মাস হলো এসেছে। সারা জীবন বাইরে বাইরে কাটিয়েছে। স্কুলের সাধারণ ছাত্রদের মত আজেবাজে জিনিসের স্তূপ না বানিয়ে ভ্রমণের জন্যে প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিস ব্যবহার করতেই সে বেশি অভ্যস্ত।'

'একথা ভাবিনি মনে করেছ? ওর ঘরে ভ্রমণের জিনিসপত্রও নেই। এমনকি একটা ট্র্যাভেল ব্যাগও না। কি আছে শুনবে?'

যা যা দেখেছে খুলে বলল কিশোর। ছবিটার কথায় আসতেই বলে উঠল মুসা, 'তাহলে কি বলতে চাও ইভা সিআইএর লোক? স্পাই? বয়স্ক লোকটা তার বস?'

'হুট করে সিআইএর কথা মাথায় এল কেন তোমার?'

'না, ঘটতেও তো পারে ওরকম। পারে না? আজকাল তো হচ্ছে…'

'ওর বাথরুমে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন পেয়েছি। তাতে লেখা রয়েছে অন্য এক মহিলার নাম, তানিয়া গ্রেভ।'

'নিশ্চয় ইভার ছদ্মনাম। সিআইএর স্পাইদের কারও কারও ডজন ডজন ছদ্মনাম থাকে, শুনেছি। আমাদের বেছে বেছে পার্টিতে ডেকে আনার কারণটা এখন পরিষ্কার। সবাইকে সিআইএতে যোগ দিতে বলবে।'

'ওসব কিছু না। অন্য কোন ব্যাপার আছে।'

'কি ব্যাপার?'

'সেটা বুঝলে তো রহস্যের সমাধানই করে ফেলতে পারতাম…'

আলোচনা শেষ করতে পারল না ওরা। ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে ডাকল ইভা। ওপর দিক থেকে এসেছে শব্দটা। দেখা গেল, ব্যালকনিতে গিয়ে উঠেছে ও। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে। পাশের টেবিলে সোনালি কাগজের মোড়কে একটা বাক্স। ঘোষণা করল, 'এবার পুরস্কার দেয়া হবে। এই খেলায় এতটা সফল হব ভাবিনি। আমি তোমাদের চমক দেখাব ভেবেছিলাম, উল্টে তোমরাই আমাকে চমকে দিলে।'

হাততালি দিল কেউ, কেউ দিল শিস। হই-হই শুরু করল।

আস্তে মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বাউ করল ইভা। 'এই বাক্সে প্যারিসের স্পেশাল চকলেট আছে। বিজয়ীরা পাবে। কে নিতে আসবে?'

'কে জিতল, তাই তো জানলাম না,' টম বলল।

'তোমরাই জিতেছ।'

হুড়োহুড়ি করে উঠল উগ্র পার্টি। ভিকির দিকে তাকাল টম, 'তোমার জন্যেই জিতেছি আমরা। যাও, তুমিই নিয়ে এসো।'

আবার সেই রূপালী পোশাক পরেছে ভিকি। তবে আগের মত অহঙ্কারী

ভঙ্গি দেখাচ্ছে না আর। খেলাটা আর ততটা উপভোগ করছে না যেন সে। পুরস্কার নেয়ার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগোল।

'ভালই হলো,' হেসে বলল ইভা, 'রূপালী রাজকুমারের জন্যে সোনালি চকোলেট।' টেবিল থেকে বাক্সটা তুলে নিল সে। এতই ভারী, ভারের চোটে বাঁকা হয়ে গেল সে। রেলিঙের ওপর ভর রেখে সোজা হতে গেল। সহ্য করতে পারল না পুরানো রেলিঙ। মড়মড় করে ভেঙে গেল। বাক্সটা পড়ে গেল ইভার হাত থেকে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে সে-ও পড়ে যেতে শুরু করল।

দশ

এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, কেউ কোন সাহায্য করতে পারল না। ইভার আর্তচিৎকার সিলিঙে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। ব্যালকনির নিচে বড় একটা সোফার ওপর পড়ল সে। পড়ে রইল নিথর হয়ে। নড়াচড়া নেই।

সবার আগে পৌঁছে গেল ভিকি। চিৎকার করে উঠল, 'ইভা!'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল ইভা। ঘোরের মধ্যে যেন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল এতক্ষণে মুসা। ভাবছে, আর কত চমক? আর কি কি ঘটবে? তার পাশে রবিন আর কিশোর চুপ করে আছে।

'পড়ে গিয়েছিলে,' জবাব দিল ভিকি। 'হাত-পা ভাঙেনি তো?'

'মনে হয় না। কিন্তু কিভাবে পড়লাম...'

'রেলিঙটা তোমার ভার সইতে পারেনি, ভেঙে গেল।'

'কিন্তু কিভাবে ভাঙবে? ভীষণ শক্ত ছিল। বাড়িটা মেরামতের সময় সব কিছু চেক করা হয়েছে। রেলিঙের কোথাও কোন খুঁত নেই, মিস্ত্রী বলেছিল, মনে আছে আমার।' একটা কুশনে ভর দিয়ে উঠতে গেল সে। ককিয়ে উঠল। 'উফ্, কব্জিটা!...মচকেই গেছে মনে হয়...'

এগিয়ে গেল রবিন। 'ভাঙেনি তো?' হাতটা তুলে ধরে দেখতে শুরু করল সে। 'ব্যান্ডেজ বেঁধে দেব? ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ আছে ঘরে?'

সে আর জন ব্যান্ডেজ আনতে গেল। কয়েকজন রওনা হলো সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে ওঠার জন্যে, রেলিঙটা পরীক্ষা করতে। তবে সবার আগেই সেখানে উঠে গেছেন আঙ্কেল মেয়ার। চোখের নিচে কৃত্রিম পানির ফোঁটার বিষণ্ণতাও তার চেহারায় ফুটে ওঠা ক্রোধ চেপে দিতে পারেনি। ওখান থেকে নিচে হলঘরের দিকে তাকালেন। কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজটা কে করেছে, বলে ফেলো তো দেখি?'

'কি কাজ?' বুঝতে পারল না জিম। 'রেলিঙটা তো আপনাআপনি ভেঙে পড়ল...'

'করাত দিয়ে কেটে রাখা হয়েছিল!' রেলিঙের এক টুকরো কাঠ তিনি

তুলে ধরলেন, সবার দেখার জন্যে।

'আর কে করবে, উগ্রবাই করেছে,' ডারবি বলল। 'ফিসফিস করে পরামর্শ করছিল ওরা তখন, আড়ি পেতে শুনে ফেলেছি। বলেছে ওদের প্ল্যানগুলো নাকি ডেঞ্জারাস।'

'বাজে কথা বোলো না!' ধমকে উঠল জিম। 'তোমরা করেছ, স্বীকার করে ফেলো। জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলে তোমরা।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি!' হেনরি বলল। 'এত্তবড় বোকামি করব ভাবলে কি করে? তোমরাই বা কেন করবে, সেটাও মাথায় ঢুকছে না আমার।'

'কেন করবে, আমি বুঝতে পারছি,' ডিকি বলল।

'কেন?'

'আমাদের বদনাম করানোর জন্যে।'

'তারমানে তো সেই আমাদেরকেই দোষটা দিচ্ছ।'

'করেছ তোমরা, আর কাকে দেব?'

'বেশ, ধরে নিলাম করেছি,' এগিয়ে এল কিশোর। 'কিন্তু কখন করলাম। কিভাবে? সবার চোখের সামনে গিয়ে ব্যালকনিতে উঠলাম কখন, আর কাটলামই বা কখন? আমি শুরু থেকেই জানতাম, যা শুরু করেছ সবাই মিলে, অঘটন একটা ঘটিয়েই ছাড়বে। সেজন্যেই এর বিরোধিতা করেছি। তখন তো কেউ শুনলে না আমার কথা। এখন বাকি রয়ে গেছে কেবল তোমার আর মুসার মারামারি করে নাক ফাটানো।' মেয়ারের দিকে ফিরল সে, 'মিস্টার মেয়ার, যা ঘটে গেছে সেটার জন্যে আমরা দুঃখিত। যে-ই করে থাকুক, স্বীকার করুক আর না করুক, তার হয়ে আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি আপনার আর ইভার কাছে···'

'কিন্তু আরেকটু হলেই আমার ভাতিজীকে খুন করে ফেলেছিলে। মজা করতে এসেছ মজা করো যত ইচ্ছে, কিন্তু তাই বলে খুনোখুনি···'

'আহ্, আঙ্কেল, থামো না!' নিচে থেকে বলে উঠল ইভা। 'আমারই ভুল হয়ে গেছে, পুরানো রেলিঙে হেলান দিতে গেলাম কেন? সবাইকে দাওয়াত করে এনে পার্টি নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

সন্তুষ্ট হতে পারলেন না মেয়ার। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে নেমে আসতে লাগলেন সিঁড়ি থেকে।

ইভার পাশে এসে বসল ডিকি। 'থাক, অত চিন্তা কোরো না। তোমার পার্টি নষ্ট হবে না। যেমন জমে উঠেছে, তেমনই থাকবে।'

'হ্যাঁ, কোন ভয় নেই তোমার, পার্টি ঠিকই থাকবে,' জুন বলল। 'দেখি, দাওতো হাতটা, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।'

ইভাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে এখন সবাই। ভরসা দিতে লাগল, ওর পার্টি নষ্ট হবে না।

'থ্যাংক ইউ,' কাঁপা গলায় বলল ইভা। 'কয়েকটা মিনিট সময় দাও আমাকে, একটু রেস্ট নিয়ে নিই। তারপর আবার পুরোদমে চালু করে দেব পার্টি। এখনও অনেক কিছুই বাকি।' উঠে দাঁড়াল সে। 'ওপর থেকে আসছি

আমি। নিজের ঘরে যাব। কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে গেল ভিকি। কি যেন বলল ইভাকে। ইভাও কিছু বলল। হেসে উঠল দুজনে। তারপর ভিকি ফিরে এল, ইভা উঠে গেল সিঁড়িতে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মুসা, 'এত খাতির হলো কি করে দুজনের? কিশোর, কি মনে হয় তোমার, রেলিঙটা ভিকিই কেটেছে?'

'ও না কাটলেও কে কেটেছে জানে ও, আমি শিওর,' রবিন বলল।

'ওই দুজনে মিলে আজ একটা অঘটন ঘটাবেই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'ইভাকে সাবধান করে দেয়া দরকার,' বলল মুসা।

'কি সাবধান করবে?' ফিরে তাকাল কিশোর। 'ওর কথাই তো বলছি আমি। অঘটনটা ও-ই ঘটাবে। বরং ভিকির জন্যেই ভয় হচ্ছে আমার।'

'কি বলছ তুমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আমি চাই না ওর খারাপ কিছু ঘটে যাক। কারণ ইভাকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে আজ রাতে...'

'তুমি কি বলতে চাইছ রেলিঙটা ইভা নিজে কেটে নিজেই পড়ে যাওয়ার অভিনয় করেছে?'

'কে কেটেছে জানি না। যদি না-ও কেটে থাকে, ভিকির সঙ্গে কোন একটা খেলা খেলবেই সে আজ রাতে। আমাদের সবার সঙ্গেও খেলতে পারে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। তাহলে কি ভিকিকে সতর্ক করবে এখন?'

'কিছু করার আগে কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা জানা দরকার, সময় থাকতে থাকতে। নইলে কপালে খারাবি আছে বলে দিলাম।'

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। সরে যেতে লাগল ওখান থেকে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

জবাব দিল না কিশোর।

একটা চুয়ান্ন ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রীন টেলিভিশন সেট বসানো আছে ঘরের এককোণে। তাতে হরর ছবি হচ্ছে: ব্রাইড অভ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। ছবিটা দেখেনি মুসা। কয়েক মিনিট সেদিকে তাকিয়ে থাকল। সবে মনোযোগটা বসছে ছবিতে, এই সময় বিকট এক শব্দে কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি।

ছবি চলে গেল টিভি থেকে। দপ করে নিভে গেল বাতিগুলো। সব অন্ধকার।

এগারো

চিৎকার শোনা গেল।

ভয় মেশানো হাসি।

ঘরে আলো বলতে একমাত্র ফায়ারপ্লেস থেকে আসা আগুনের আভা। কাঠ ফেলা হয়েছে আবার। কমলা রঙের কম্পিত শিখাগুলো ফায়ারপ্লেসের ভেতরের দেয়ালে অদ্ভুত সব ছায়া তৈরি করছে।

অন্ধকারে চাবুকের মত আছড়ে পড়ল যেন ইভার কণ্ঠ, 'তোমরা হয়তো ভাবছ এটাও আমার আরেক চমক।' হেসে উঠল সে। 'চমকই, তবে এটা আমার সৃষ্টি নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের। বজ্রপাতের শব্দ। বাইরে আকাশের অবস্থা খুব খারাপ। কারেন্ট ফেল করেছে। ভালই হলো। এই অন্ধকারে আমার পরের খেলাটা জমবে খুব। কারও অতটা দুঃসাহস থাকলে খেলতে আসতে পারো।'

'পার্টির কি হবে?' জানতে চাইল ডারবি।

'এই গাধাটাকে কথা বলতে কে বলেছে!' অন্ধকারে ধমক শোনা গেল। 'পার্টির কথাই তো বলা হচ্ছে, বুঝতে পারছ না?'

আগুনের আলোয় ঘড়ি দেখল মুসা। রাত তিনটে বাজে! উত্তেজনায় কত দ্রুতই না কেটে গেছে সময়! আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে হ্যালোউইনের রাত। শেষ হবে পার্টি।

কিশোর কোথায় বোঝার চেষ্টা করল। অন্ধকারে দেখতে পেল না। জানে আশেপাশেই আছে কোথাও।

বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না। ইভার কথা শোনা গেল আবার, 'খেলাটা একটু ভিন্ন ধরনের। নিজের দোষ স্বীকার করতে হবে। কে কোন্ খারাপ কাজটা করেছ জীবনে, সবচেয়ে খারাপ সেটা খোলাখুলি বলতে হবে উপস্থিত সবার কাছে। সত্যি কথা বলতে হবে। একবর্ণ মিথ্যে বলা চলবে না। শ্রোতারা যদি মনে করে মিথ্যে বলা হচ্ছে, শাস্তি পেতে হবে তাকে।'

'এমন খেলার কথা জীবনেও শুনিনি,' বলে উঠল জিম। 'বোকার মত প্রস্তাব।'

'সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছ?'

'না, পাচ্ছি না। তবে এটা কোন খেলাই নয়, বরং মানুষের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ। যাই হোক, ভয় পাচ্ছি না আমি।'

'গুড। কেন এই খেলার আয়োজন করলাম, বুঝতে পারোনি মনে হয়। পরস্পরের মনের কথা জানার জন্যে, চিনে নেয়ার জন্যে। বন্ধু হতে গেলে, সবার সব কথা জানা থাকা ভাল। কে প্রথম শুরু করতে চাও?'

কেউ সাড়া দিল না।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে ইভা বলল, 'ডারবি, তুমি বলবে জীবনে

সবচেয়ে খারাপ কোন্ কাজটা করেছ?'

ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ঘামছে ডারবি। অস্বস্তি বোধ করছে। বলল, 'আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না!'

চিৎকার করে উঠল একজন, 'আরে, ডারবি, তোমার মুখ দিয়ে বেরোয় না এমন কথাও আছে নাকি?'

হেসে উঠল কয়েকজন।

ডারবি হাসল না। কয়েক সেকেন্ড দ্বিধা করে বলেই ফেলল সে, 'একবার একটা খারাপ কাজ করেছিলাম বটে। বেড়াতে গিয়েছিলাম ফিয়ার আইল্যান্ডে···না, ভাই, আমাকে মাপ করো। আমি বলতে পারব না।'

'গাধা কোথাকার!' অন্ধকারে বলে উঠল আগের কণ্ঠটা। ডারবির গোপন কথাটা জানতে না পেরে হতাশ হয়েছে মনে হলো।

'খেলা শুরু করে না বলার জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে,' ইভা বলল। 'এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো আমি নামাতে না বলা পর্যন্ত।'

'এক পায়ে?' তড়কে গেল ডারবি। 'কিন্তু আমি তো ব্যালান্স রাখতে পারি না। ছোটবেলায় কত মার খেয়েছি···'

'ও, তাই নাকি। তাহলে তো এটাই তোমার সবচেয়ে উপযুক্ত শাস্তি। দাঁড়িয়ে থাকো। এরপর কে বলবে? জুন?'

'আমারটা বলা কোন ব্যাপারই না,' হাসতে হাসতে বলল জুন। 'নিচের ক্লাসে পড়ার সময় বান্ধবীদের চকোলেট চুরি করে খেয়ে ফেলতাম···'

'এটাই তোমার সবচেয়ে খারাপ কাজ?'

'হ্যাঁ।'

হেসে উঠল সবাই।

'সবাই সত্যি বলে মেনে নিয়েছে তোমার কথা। তুমি বসতে পারো,' ইভা বলল। 'জিম, তুমি বলবে?'

জিম উঠে অঙ্কের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার গল্প শুরু করল।

পুরো ব্যাপারটাই কেমন বোকামি মনে হতে লাগল মুসার, কিছুটা নিষ্ঠুরও। মনের গোপন কথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে। ও ঠিক করল, কিছু বলবে না। শাস্তিও মেনে নেবে না। বললেই হলো! না মানলে কি করতে পারবে ইভা? ও নিশ্চিত, কিশোরও মানবে না। হয়তো জবাবই দেবে না। রবিনও বলবে না। অন্ধকারে কোথায় আছে ওরা বোঝা যাচ্ছে না। আলোচনাও সম্ভব নয়।

চারপাশে তাকাতে লাগল সে। অন্ধকার অনেকটা চোখে সয়ে এসেছে। ফায়ারপ্লেসের আগুনের আলোয় এখন অনেক কিছুই মোটামুটি দেখা যায়। ঘরের কোনখানে কিশোরকে দেখল না মুসা।

অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। হল পেরিয়ে রান্নাঘরে চলে এল। কিশোর ওখানেও নেই। আবার হলরুমে যখন ফিরল, ডারবি তখনও একপায়ে দাঁড়িয়ে। আসলেই ও বোকা। মিনতি শুরু করল, 'অনেক তো হলো। এবার পা নামাই?'

'সত্যি কথাটা বলে ফেললেই নামাতে পারবে। অসুবিধে কি?'

'শুধু আমার কথা নয়তো, আরও অনেকে জড়িত। বললে ওদের কথাও বলতে হয়, সেজন্যেই বাধছে। অন্যের গোপন কথা ফাঁস করা কি ভাল?'

'এতক্ষণ বলোনি কেন একথা? ঠিক আছে। বসো।'

ইভার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ভিকিকে। ইভা জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কে বলবে?'

'তোমারটাই বলে ফেলো না,' ডারবি বলল।

হাসল ইভা, 'বলব তো বটেই। তবে সবার পরে। কারণ খেলাটা আমিই শুরু করেছি।...মুসা, তুমি বলবে নাকি?'

'না, এখন না,' মানা করে দিল মুসা। 'কিশোরকে খুঁজে পাচ্ছি না। ও কোথায়, দেখেছ তোমরা কেউ?'

'এখানেই তো ছিল,' এতক্ষণে খেয়াল করল রবিন। 'গেল কোথায়?'

'সত্যি কথা বলার ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে দেখোগে,' হেসে রসিকতা করল জিম।

'বাজে কথা বোলো না!' রেগে উঠল মুসা। 'কিশোরকে তোমরা চেনো, তোমরা সবাই ভয় পেয়ে পালালেও সে পালাবে না।'

রবিনও এসব খেলা আর পছন্দ করতে পারছে না। সে-ও রেগে গেল, 'তোমাদের এসব ইয়ার্কি মারা বন্ধ করলে খুশি হব। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এসব ফালতু খেলার মধ্যে নেই আর আমরা।'

'আমি কিশোরকে খুঁজতে যাচ্ছি,' মুসা বলল। 'রবিন, এখানেই থাকো। ও যদি চলে আসে, বলবে।'

ইভা কিংবা অন্য কারও তোয়াক্কা না করে ম্যানট্রলের ওপর রাখা ওর টর্চটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল মুসা। সিঁড়িতে উঠতে বৃষ্টির শব্দ কানে এল। লিভিং রুম থেকে শোনা যায় না। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে।

এক এক করে দোতলার ঘরগুলোতে উঁকি মেরে দেখতে লাগল মুসা। শেষ ঘরটা, অর্থাৎ ইভার বেডরুমেও যখন পেল না ওকে, কিছুটা ঘাবড়েই গেল।

জানালায় টর্চের আলো ফেলল। স্রোতের মত বৃষ্টির পানি নামছে কাঁচ বেয়ে। বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে ওঠা পাল্লার শব্দ শুনেই অনুমান করা যায় তুমুল ঝড়ও হচ্ছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় নুয়ে নুয়ে যাওয়া গাছের মাথাগুলো চোখে পড়ে।

কোন ঘরেই না পেয়ে চিলেকোঠার সিঁড়ির দিকে নজর দিল মুসা। এই অন্ধকারের মধ্যে ওখানে যাওয়ার কথা ভেবে দমে গেল সে। কিন্তু উপায় নেই। কিশোরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সেদিন তৃতীয়বারের মত উঠে এল আবার চিলেকোঠায়। ধুলোয় ভরা নোংরা ঘরটায় আলো ফেলে দেখল। বাক্সগুলো তেমনি উল্টোপাল্টা হয়ে পড়ে আছে। কিম্ভূত সব ছায়া তৈরি করে নেচে নেচে উঠছে বিদ্যুতের আলোয়। প্রবল ঝাপটা মেরে যাচ্ছে বাতাস। কতটা ঝড় বইছে, চিলেকোঠায় এলে টের পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা ঘাম বইতে শুরু করল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

নাহ্, এখানেও নেই কিশোর। তবে কি আবার নিচে নেমে গেল? এমনও হতে পারে, ও একদিক দিয়ে উঠেছে, কিশোর আরেকদিক দিয়ে নেমে গেছে, সেজন্যেই দেখাটা হয়নি।

আলমারিটাতে আলো ফেলবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না ফেলে পারল না। একটিবারের জন্যেও ভাবেনি কিশোর ওটার মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে। তারপরেও কেন যে ফেলল সে নিজেও জানে না।

দরজা বন্ধ।

মনে পড়ল, শেষবার যখন যায়, খোলা দেখে গিয়েছিল।

বাতাসে বন্ধ হলো নাকি?

এগোল, পিছিয়ে গেল, দ্বিধা করল, আবার পা বাড়াল। দরজাটা বন্ধ কেন, না দেখে যেতে চায় না। কৌতূহল বাড়ছে।

কিন্তু কিছু এখন পাওয়া যাবে না ওটার মধ্যে, যুক্তি দিয়ে বোঝাল নিজেকে। উগ্রা এখন সব লিভিং রুমে। তাদের কেউ এখানে এসে চমক সৃষ্টি করার জন্যে আলমারিতে ঢুকে থাকবে না। কিশোরের ঢোকার তো কোন কারণই নেই।

অহেতুক সময় নষ্ট করছে। কিন্তু আবার পিছাতে গিয়েও পিছাতে পারল না মুসা। যেন কোন অদৃশ্য শক্তি টেনে নিয়ে চলল ওকে আলমারির দিকে। কিছু না থাকুক, এসেছে যখন না দেখে যাবে না।

দরজাটা টান দিয়েই স্থির হয়ে গেল সে। একেবারে স্তব্ধ।

আলমারির মেঝেতে বাঁকা হয়ে বসে আছে একটা দেহ। বুক থেকে বেরিয়ে একটা বড় ছুরির বাঁট।

এটা ডামি নয়। টর্চের আলোয় ভালমত দেখতে পাচ্ছে সে। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। চশমার ওপাশে নিষ্প্রাণ চোখ দুটোও দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

হেনরি কার্টারিস!

বারো

দুই দুইবার ধোঁকা খেয়েছে। তৃতীয়বার আর আসল লাশ দেখেও বিশ্বাস করতে চাইল না। ছোঁয়ার সাহসটা পেল সেকারণেই।

নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখল। এখনও গরম। ডাক দিল, 'হেনরি, এই হেনরি, ওঠো। খেলাটা পুরানো হয়ে গেছে। যে খুশি জিতুকগে। আমাদের আর জেতার দরকার নেই।'

নড়লও না, সাড়াও দিল না হেনরি।

হঠাৎ মনে পড়ল মুসার, মানুষ মৃত না জীবিত তার নাড়ি দেখে বোঝা যায়। গলার কাছে টিপে দেখল। নাড়ি পেল না।

নাকের সামনে হাত বাড়াল। বাতাস লাগল না। নিঃশ্বাস নেই।

বুকের দিকে তাকাল। ছুরির হাতলটা দেখল। আগেরটার মত নকল কিনা বোঝার চেষ্টা করল। আসলই মনে হলো। ফলা আছে এটার, শুধু বাঁট নয়, পুরোটা ফলা ঢুকে গেছে বুকের মধ্যে। প্রচণ্ড শক্তিতে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

এবার সত্যি সত্যি মারা গেছে হেনরি। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। চিৎকার করে ডাকল মুসা, 'হেনরি, ওঠো! প্লীজ! এসব খেলা আর ভাল্লাগছে না। সহ্যের বাইরে চলে গেছে।'

কিন্তু নীরব হয়ে রইল হেনরি। একইভাবে চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানিকিনের মত নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চোখদুটো।

আর দাঁড়াতে পারছে না মুসা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল দরজার দিকে। এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, নিজের কানেই পৌঁছে যাচ্ছে যেন তার শব্দ।

ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কারের চেষ্টা করতে করতে নিচে নামতে শুরু করল সে। পা দুটোকে রবারের মত লাগছে, পানির নিচে হাঁটতে গেলে যেরকম অনুভূতি হয়। কিংবা স্বপ্নের মধ্যে হাঁটার সময়।

খোদা, স্বপ্নই হয়ে যাক না এটা!

লিভিং রুমের কাছাকাছি আসতে টর্চের আলো এসে পড়ল তার মুখে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে টম। অবাক হয়ে গেছে মুসাকে দেখে। 'মুসা, কি হয়েছে? ভূত দেখেছ···'

'হেনরি মারা গেছে!' ভোঁতা গলায় জবাব দিল মুসা।

'কি?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র দেখে এলাম। চিলেকোঠার আলমারিটার ভেতর।'

'সত্যি বলছ?' এত বেশি ধাপ্পাবাজির ঘটনা ঘটে গেছে, কেউই আর এখন কারও কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না। চোখের পাতা সরু করে মুসার দিকে তাকাল টম। 'তখনকার ভিকির শোধটা নিতে চাইছ আমার ওপর, তাই না?'

'হেনরি মারা গেছে। বুকে একটা ছুরি গাঁথা। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে এসেছি আমি।'

'এসব বুলেটলে আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবে। তারপর আমাকে বোকা বানিয়ে হাসতে হাসতে আলমারি থেকে বেরিয়ে আসবে হেনরি। এই ফন্দি করেছ তো?'

'ও আর কোনদিন কারও ডাকে সাড়া দিয়েই বেরিয়ে আসবে না।' ধাক্কাটা সামলে নিতে আরম্ভ করল মুসা। 'তুমি বিশ্বাস করলে কি করলে না কিছু যায়-আসে না তাতে আমার। আমি পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি।'

'এক মিনিট। চলো, দেখে আসি। হতে পারে আবার ঠকানো হয়েছে তোমাকে।'

'ঠকাবে কেন? ও আমার নিজের দলের লোক।'

'চলো।'

টমের সঙ্গে আবার চিলেকোঠায় ফিরে চলল মুসা। কারণ একটাই, এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না হেনরি মারা গেছে। ক্ষীণ একটা আশা—গেলেই টমকে দেখে উঠে বসবে হেনরি, বিরোধী দলের লোককে ঠকাতে পেরে হাসবে!

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল মুসা। বার বার মনে মনে বলতে থাকল, 'খোদা, ওকে তুমি জ্যান্ত করে দাও!'

আলমারির দরজাটা খোলার সময় হাত কাঁপতে লাগল ওর।

খুলেই আবার যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল।

শূন্য আলমারি!

'আমি জানতাম,' টম বলল। 'ধোঁকা দেয়ার জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছ। হাসবে তো? হাসো! হেসে গড়াগড়ি খাও! পয়েন্ট তো একটা পেয়ে গেলে!'

ওর কথা যেন কানেই ঢুকল না মুসার। শূন্য আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আছে। বাঁধভাঙা জোয়ারের মত স্বস্তি ছড়িয়ে পড়তে লাগল মনে।

বাস্তব ছিল না ওটা? ধোঁকাবাজি? নাকি ও নিজেই পাগল হয়ে গেছে? হোক। হেনরি মরে যাওয়ার চেয়ে পাগল হয়ে গিয়ে ওর নিজের উল্টোপাল্টা দেখাটা বরং অনেক ভাল।

'মুসা!' খটকা লাগল টমের। 'কি হয়েছে তোমার? মাথাটাথা ঠিক আছে?'

'বুঝতে পারছি না। টম, সত্যি বলছি, ও এখানেই ছিল। এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলে গেল···' আলমারির মেঝেতে চোখ পড়তে থেমে গেল মুসা।

'কি?' বলে নিজেও দেখতে পেল টম। টর্চের আলোয় গাঢ় রঙের তরল পদার্থের একটা ধারা। কালচে লাল। আগের বারে ভিকির ফেলে যাওয়া রঙ নয়। তারপরেও বিশ্বাস করতে না পেরে নিচু হয়ে আঙুলের মাথায় লাগিয়ে তুলে আনল চোখের সামনে। মুসাকে টর্চ ধরতে বলল। চটচটে। আঠাল। আঁশটে গন্ধ।

কোন সন্দেহই নেই আর। রক্ত।

'ওই দেখো। আরও আছে,' টমের গলাও কাঁপছে এখন।

আলমারির কাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তচিহ্ন চলে গেছে।

নীরবে অনুসরণ করে চলল দুজনে। কয়েকটা বাক্সের ধার ঘুরে চলে এল পেছনের জানালার কাছে।

জানালাটা খোলা। বৃষ্টি আসছে। ঘরের ভেতরে চৌকাঠের নিচেটা ভিজিয়ে দিয়েছে। চৌকাঠে রক্ত লেগে আছে। পুরোপুরি ধুয়ে দিতে পারেনি এখনও পানি।

এত জোরে জোরে যে হৃৎপিণ্ড লাফাতে পারে, জানতই না যেন টম। বুক চেপে ধরল। হেনরির লাশটার কি হয়েছে? খুন হওয়ার পর নিজে নিজে উঠে জানালা খুলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরিয়ে গেছে? ব্ল্যাকফরেস্ট গোরস্থানের ভূতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে-ও ভূত হয়ে গেছে? এখুনি এসে ঘাড় মটকাবে না তো?

দূর, কি আবোল-তাবোল ভাবছে! মুসার মত ভূত বিশ্বাস করে না সে। 'দাঁড়াও, বাইরেটা দেখছি আমি,' সাহস করে বলল বটে, কিন্তু ভয় যাচ্ছে না

কিছুতে।

জানালার পাল্লা ঠেলে পুরো ফাঁক করে দিল সে। বৃষ্টির মধ্যেই মাথা বের করে দিল বাইরে। পাশে দাঁড়িয়ে মুসাও গলা লম্বা করে নিচে তাকাল।

প্রায় একই সঙ্গে লাশটা দেখতে পেল দুজনে। দোতলার কাছে বেরিয়ে থাকা ডরমারের ছাতে দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে লাশটা। বুকে বিদ্ধ ছুরির বাঁটটাও টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

তেরো

'ওকে ওখান থেকে তুলে আনা দরকার,' টম বলল। খুঁজতে খুঁজতে একটা দড়ির বান্ডিল পেয়ে গেল। খুলতে শুরু করল সেটা।

'আমি যাচ্ছি,' সামান্যতম দ্বিধা না করে ভেজা, পিচ্ছিল চৌকাঠে উঠে বসল মুসা। লাফ দিয়ে পড়ল নিচের ছাতে। বাতাসে সুচের মত এসে মুখে বিঁধছে বৃষ্টির ফোঁটা। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

পড়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই, ছাতের কিনারটা খামচে ধরে আটকাল কোনমতে। এরই মাঝে চিৎকার করে বলল, 'আর একটু···একটু আটকে থাকো, হেনরি, আমি আসছি।'

জানালা দিয়ে দড়িটা ফেলল টম। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মুসা। ধরে রেখে একটু একটু করে এগোল হেনরির দিকে। বুকে বেঁধা ছুরির বাঁট সেই একইভাবে খাড়া হয়ে আছে। এই প্রথম বিশ্বাস করল মুসা, হেনরি মারা গেছে। কেউ তাকে খুন করেছে।

খুন!

এর অর্থ, একজন খুনী লুকিয়ে আছে তাদের মধ্যে!

আপাতত মন থেকে ভাবনাটা দূরে সরিয়ে যে কাজে এসেছে সেটা শেষ করতে চাইল মুসা। ঢালু হয়ে থাকা চালায় পা পিছলালে তারও হেনরির গতি হবে। এক পা, এক পা করে এগিয়ে চলল সে।

চোখ থেকে চশমাটা পড়ে গেছে হেনরির। গা-ও আর আগের মত গরম নয়। তবে চোখ দুটো এখনও খোলাই আছে। দড়িটা ওর গায়ে বাঁধার সময় চোখের দিকে যতটা সম্ভব কম তাকাল মুসা। ছুরিটা যেখানে গেঁথে আছে, তার সামান্য ওপরে পেঁচিয়ে বাঁধল দড়ির একমাথা।

তারপর লাশটা নিয়ে এল একেবারে জানালার নিচে। ওপর থেকে দড়ি ধরে টেনে তুলতে শুরু করল টম। নিচে থেকে সাহায্য করল মুসা। কাজটা সহজ হলো না মোটেও। তবে যেভাবেই হোক, ওপরে টেনে তুলে জানালা গলিয়ে আবার চিলেকোঠায় ঢোকাল ওটা।

মৃত বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে টম বলল, 'ঢেকে দেয়া দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। একটা পুরানো কম্বল পাওয়া গেল। সেটা দিয়ে ঢেকে দিল লাশটা।

একটা কাজ শেষ। এরপর কি করবে ভাবতে লাগল মুসা। 'পুলিশকে খবর দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল টম. 'তা তো দেবই। কিন্তু তার আগে সবাইকে জানাব না?'

ভাবছে মুসা। কিশোরকে পাওয়া গেলে দায়িত্বটা ওর ওপর ছেড়ে দেয়া যেত। রবিনের সঙ্গেও আলাপ করা দরকার। তবে অন্য কাউকে জানানোটা উচিত মনে করল না সে। বলল, 'না, আগে পুলিশকে খবর দেব। ভুলে যাচ্ছ কেন, পার্টিতে উপস্থিত লোকের মধ্যেই একজন খুনী লুকিয়ে আছে। জানাজানি হয়ে গেলে পালানোর চেষ্টা করবে সে।'

'তাহলে মিস্টার মেয়ারকে অন্তত জানানো দরকার। এটা তাঁর বাড়ি। পুলিশকে ফোনটা তিনি করলেই ভাল হয়।'

লিভিং রুমে ফিরে এল ওরা। ভান করতে লাগল যেন কিছুই ঘটেনি। মুসার মনে হচ্ছে বহু ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ঘড়ি দেখে বুঝল গেছে মাত্র কয়েক মিনিট।

গোপন কথা বলার খেলা চলছে এখনও। একটানা অন্ধকারের মধ্যে থাকতে বোধহয় ভাল লাগছিল না, তাই মোম জ্বেলে দেয়া হয়েছে কয়েকটা। আসল মোম।

সত্যবাদিতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে মেহমানরা। ঘরের কোণে মাথার ওপর ভর দিয়ে উল্টো হয়ে আছে ভিকি। মিথ্যে বলার শাস্তি হচ্ছে বোধহয় তার। শুধু হাস্যকর নয়, এই খেলাটার ওপর ভয়ানক বিরক্তি লাগল এখন মুসার।

ওদের ঢুকতে দেখে বলে উঠল ইভা, 'এসেছ। এইবার বলবে তো সত্যি কথাটা?'

'না, সময় হয়নি,' গম্ভীর হয়ে জবাব দিল মুসা। 'তোমার আঙ্কেল কোথায়? জরুরী কথা আছে।'

'এখানেই তো ছিল। নাকি রান্নাঘরে গেছে?'

'অনেকক্ষণ থেকেই আমি তাঁকে দেখছি না,' জুন বলল।

'গায়েব হওয়ার খেলায় মাতেননি তো?' হেসে রসিকতা করল জিম। 'কিশোর আর হেনরির মত। এ বাড়ির কোনখানে হয়তো বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মত একটা জায়গা আছে, ঢুকলেই গায়েব।'

তারমানে কিশোর ফেরেনি! চমকে গেল মুসা। হেনরি কেন গায়েব হয়েছে সে তো জেনেই এসেছে। কিশোরও কি···আর ভাবতে চাইল না সে। দৌড় দিয়ে আবার চিলেকোঠায় উঠে গিয়ে খোঁজার কথা ভাবল, এই সময় তার পিঠে হাত রাখল টম। 'চলো, রান্নাঘরে দেখে আসি।'

ওদের পেছন পেছন এল রবিন। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর কোথায়?'

নিচু স্বরে জবাব দিল মুসা, 'পাইনি। সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। কেউ খুন করেছে হেনরিকে। মিস্টার মেয়ারকে খুঁজে বের করে এখন তাঁকে দিয়ে

পুলিশকে ফোন করাতে হবে।'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল রবিন। কথা সরছে না মুখ থেকে। মুসার মত একই ভাবনা খেলে যাচ্ছে মাথায়–কিশোরকেও কি…'

রান্নাঘরের জানালার একটা খোলা পাল্লা দড়াম করে বন্ধ হলো বাতাসে। পাশেই দেয়ালে একটা ওয়াল ফোন জানালা দিয়ে আসা বৃষ্টিতে ভিজছে।

মেয়ারকে না পেয়ে মুসাই ফোন করতে এগিয়ে গেল। রিসিভারটা খুলে এনে জরুরী নম্বরের বোতাম টিপতে শুরু করল। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে স্থির হয়ে গেল। 'ডেড!'

'বাতাসে তার ছিঁড়ে ফেলেছে হয়তো,' অনুমান করল টম। 'বাইরে ডালপালার তো অভাব নেই। আর যা বাতাস…'

পেছনে একটা দরজা দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল রবিন। দরজা খুলে উঁকি দিল। জানালার ঠিক ওপর দিয়ে এসেছে টেলিফোনের তার। দরজার বাইরে বারান্দা দেখে তাতে বেরোল সে। টর্চের আলোয় তারটা একবার দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল। বলল, 'কেটে রাখা হয়েছে। ওই দেখো।'

'খুনীর কাজ?' কণ্ঠের ভয় চাপা দিতে পারল না টম।

'তা ছাড়া আর কে?'

'কাকে সন্দেহ হয় বলো তো?'

'কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কি করে বলি? তোমরা দেখে এসেছ, তোমরা বলতে পারবে…'

'রিজো আর হগ। চলে গিয়ে চুপি চুপি ফিরে এসেছিল আবার। লুকিয়ে ছিল কোথাও। যেই সুযোগ পেয়েছে দিয়েছে খতম করে…এ ছাড়া আর কে?'

ভেবে দেখল মুসা। সত্যি কি ওরা দুজনই এসে খুন করেছে হেনরিকে? কোথায় লুকিয়ে আছে তাহলে এখন?

'ফিরে এসে জানালা দিয়ে ঢুকেছিল,' টম বলল।

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'ওরা যত বড় মস্তানই হোক, খুন করার কলজে নেই কোনটারই।'

'কি করে শিওর হচ্ছ? রাগ আর প্রতিশোধের নেশা যে কোন পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে…'

'নিলেও। খুন ওরা করেনি।…কিশোর কোথায়?'

'ওর জন্যেই তো ভয় লাগছে!' জবাব দিল মুসা। 'সারা বাড়ি চষে ফেলেছি। কোথাও পেলাম না।'

'বেরিয়ে চলে যায়নি তো?'

'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে?'

'কি বলে গেছে ও মনে নেই? সময় থাকতে থাকতে যা করার করতে হবে। সেটা করতেই গেছে হয়তো।'

'অনিশ্চিত অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না আর। একটা খুন এরমধ্যেই হয়ে গেছে। কিশোরের আশঙ্কা ঠিক। মিস্টার মেয়ারকে খুঁজে বের করা দরকার এখন। তাঁকে সব জানিয়ে রেখে আমাদের একজনের চলে যাওয়া

উচিত পুলিশকে খবর দেয়ার জন্যে।'

হলরুমে ফিরে এল ওরা। সামনের দরজার পাশের একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা। হুগের বাঁকাচোরা মোটর সাইকেলটা পড়ে আছে বাইরে। বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠে যেন জানিয়ে দিতে চাইছে মহাসর্বনাশের আগাম-সঙ্কেত।

বিদ্যুৎ চমকাল আবার। দীর্ঘস্থায়ী হলো আলোটা। একটা জিনিসে নজর আটকে গেল মুসার। দৌড় দিল দরজার দিকে। ও কি দেখেছে অনুমান করতে না পেরে পেছনে ছুটল টম আর রবিন।

মোটর সাইকেলের সামনের চাকার নিচে কাদার মধ্যে পড়ে আছে নীল রঙের একটা মখমলের জ্যাকেট। ভাঁড়ের পোশাক। মেয়ারের পরনে ছিল ওটা।

তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখল মুসা। জ্যাকেটের একটা হাতা রক্তে মাখামাখি।

চোদ্দ

'আরেকটা ধোঁকাবাজি, তাই না?' হালকা গলায় বলল জিম। 'আরেকটা চালাকি...'

'তা ছাড়া আর কি?' তার সঙ্গে সুর মেলাল ভিকি। 'আমরা জিতে গেছি দেখে কোনমতেই সহ্য হচ্ছে না মুসার। যে কোন ভাবেই হোক, ছলচাতুরি করে হলেও জেতাটা চাইই চাই এখন তার।...টম, ওর পক্ষে কথা বলার জন্যে কত ঘুষ খেয়েছ?'

'চালাকি নয় এটা, ভিকি!' কেঁপে উঠল টম। ভেজা কাপড়ে শীত লাগছে। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা কাপড় শুকাচ্ছে এখন সে আর মুসা। রবিন বাইরে বেরোয়নি, তাই ভেজেনি। সবার নজর ওদের দিকে। পার্টির হাসিখুশি মেজাজটা এখন আতঙ্কে রূপ নিয়েছে। হ্যালোউইন পার্টির ধোঁকাবাজি আর ধোঁকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বাস্তব হয়ে গেছে।

চোখের পানি ঠেকাতে ঠেকাতে জুন বলল, 'তোমরা বলতে চাইছ হেনরি বেঁচে নেই...মারা গেছে?'

'খুন হয়েছে,' শুধরে দিল মুসা।

'কে...'

বাধা দিয়ে বলল ইভা, 'আর আঙ্কেলেরও কিছু হয়েছে?'

'তা বলতে পারব না। তবে তাঁর জ্যাকেটের হাতায় রক্ত লেগে আছে।'

দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল ইভা। বহু আগেই উল্টো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে গেছে ভিকি, বসে আছে এখন ইভার পাশে। তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল।

পুলিশকে ফোন করাতে হবে।'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল রবিন। কথা সরছে না মুখ থেকে। মুসার মত একই ভাবনা খেলে যাচ্ছে মাথায়–কিশোরকেও কি···'

রান্নাঘরের জানালার একটা খোলা পাল্লা দড়াম করে বন্ধ হলো বাতাসে। পাশেই দেয়ালে একটা ওয়াল ফোন জানালা দিয়ে আসা বৃষ্টিতে ভিজছে।

মেয়ারকে না পেয়ে মুসাই ফোন করতে এগিয়ে গেল। রিসিভারটা খুলে এনে জরুরী নম্বরের বোতাম টিপতে শুরু করল। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে স্থির হয়ে গেল। 'ডেড!'

'বাতাসে তার ছিঁড়ে ফেলেছে হয়তো,' অনুমান করল টম। 'বাইরে ডালপালার তো অভাব নেই। আর যা বাতাস···'

পেছনে একটা দরজা দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল রবিন। দরজা খুলে উঁকি দিল। জানালার ঠিক ওপর দিয়ে এসেছে টেলিফোনের তার। দরজার বাইরে বারান্দা দেখে তাতে বেরোল সে। টর্চের আলোয় তারটা একবার দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল। বলল, 'কেটে রাখা হয়েছে। ওই দেখো।'

'খুনীর কাজ?' কণ্ঠের ভয় চাপা দিতে পারল না টম।

'তা ছাড়া আর কে?'

'কাকে সন্দেহ হয় বলো তো?'

'কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কি করে বলি? তোমরা দেখে এসেছ, তোমরা বলতে পারবে···'

'রিজো আর হগ। চলে গিয়ে চুপি চুপি ফিরে এসেছিল আবার। লুকিয়ে ছিল কোথাও। যেই সুযোগ পেয়েছে দিয়েছে খতম করে···এ ছাড়া আর কে?'

ভেবে দেখল মুসা। সত্যি কি ওরা দুজনই এসে খুন করেছে হেনরিকে? কোথায় লুকিয়ে আছে তাহলে এখন?

'ফিরে এসে জানালা দিয়ে ঢুকেছিল,' টম বলল।

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'ওরা যত বড় মস্তানই হোক, খুন করার কলজে নেই কোনটারই।'

'কি করে শিওর হচ্ছ? রাগ আর প্রতিশোধের নেশা যে কোন পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে···'

'নিলেও। খুন ওরা করেনি।···কিশোর কোথায়?'

'ওর জন্যেই তো ভয় লাগছে!' জবাব দিল মুসা। 'সারা বাড়ি চষে ফেলেছি। কোথাও পেলাম না।'

'বেরিয়ে চলে যায়নি তো?'

'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে?'

'কি বলে গেছে ও মনে নেই? সময় থাকতে থাকতে যা করার করতে হবে। সেটা করতেই গেছে হয়তো।'

'অনিশ্চিত অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না আর। একটা খুন এরমধ্যেই হয়ে গেছে। কিশোরের আশঙ্কা ঠিক। মিস্টার মেয়ারকে খুঁজে বের করা দরকার এখন। তাঁকে সব জানিয়ে রেখে আমাদের একজনের চলে যাওয়া

উচিত পুলিশকে খবর দেয়ার জন্যে।'

হলরুমে ফিরে এল ওরা। সামনের দরজার পাশের একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা। হগের বাঁকাচোরা মোটর সাইকেলটা পড়ে আছে বাইরে। বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠে যেন জানিয়ে দিতে চাইছে মহাসর্বনাশের আগাম-সঙ্কেত।

বিদ্যুৎ চমকাল আবার। দীর্ঘস্থায়ী হলো আলোটা। একটা জিনিসে নজর আটকে গেল মুসার। দৌড় দিল দরজার দিকে। ও কি দেখেছে অনুমান করতে না পেরে পেছনে ছুটল টম আর রবিন।

মোটর সাইকেলের সামনের চাকার নিচে কাদার মধ্যে পড়ে আছে নীল রঙের একটা মখমলের জ্যাকেট। ভাঁড়ের পোশাক। মেয়ারের পরনে ছিল ওটা।

তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখল মুসা। জ্যাকেটের একটা হাতা রক্তে মাখামাখি।

চোদ্দ

'আরেকটা ধোঁকাবাজি, তাই না?' হালকা গলায় বলল জিম। 'আরেকটা চালাকি...'

'তা ছাড়া আর কি?' তার সঙ্গে সুর মেলাল ভিকি। 'আমরা জিতে গেছি দেখে কোনমতেই সহ্য হচ্ছে না মুসার। যে কোন ভাবেই হোক, ছলচাতুরি করে হলেও জেতাটা চাইই চাই এখন তার।...টম, ওর পক্ষে কথা বলার জন্যে কত ঘুষ খেয়েছ?'

'চালাকি নয় এটা, ভিকি!' কেঁপে উঠল টম। ভেজা কাপড়ে শীত লাগছে। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা কাপড় শুকাচ্ছে এখন সে আর মুসা। রবিন বাইরে বেরোয়নি, তাই ভেজেনি। সবার নজর ওদের দিকে। পার্টির হাসিখুশি মেজাজটা এখন আতঙ্কে রূপ নিয়েছে। হ্যালোউইন পার্টির ধোঁকাবাজি আর ধোঁকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বাস্তব হয়ে গেছে।

চোখের পানি ঠেকাতে ঠেকাতে জুন বলল, 'তোমরা বলতে চাইছ হেনরি বেঁচে নেই...মারা গেছে?'

'খুন হয়েছে,' শুধরে দিল মুসা।

'কে...'

বাধা দিয়ে বলল ইভা, 'আর আঙ্কেলেরও কিছু হয়েছে?'

'তা বলতে পারব না। তবে তাঁর জ্যাকেটের হাতায় রক্ত লেগে আছে।'

দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল ইভা। বহু আগেই উল্টো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে গেছে ভিকি, বসে আছে এখন ইভার পাশে। তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল।

মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল জুন। 'এখানে···এই ঘরের মধ্যে একজন খুনী রয়েছে···খুনী!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে তার কণ্ঠ। প্রলাপ বকার মত কথা বলছে।

'কিংবা ঘরের বাইরে,' টম বলল। টেলিফোন লাইন কেটে দেয়ার কথা জানাল সে।

'আমি বাড়ি যাব!' জুন বলল। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়···' দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

পেছন পেছন গেল ডারবি আর জিম।

ডারবি বলল, 'বেরোবে কি করে? যা বৃষ্টির বৃষ্টি!'

'বাইরে এখনও নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আছে রিজো আর হগ,' জিম বলল। 'বেরোলেই ধরবে।'

'ধরুক! যা খুশি করুক! আমি আর এর মধ্যে নেই!' দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল জুন। মুহূর্ত পরেই শোনা গেল তার আর্তচিৎকার।

দৌড়ে গেল ডারবি আর জিম। খানিক পর ফিরে এল ডারবি, আগের চেয়ে ভীত। 'পড়ে গেছে ও। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে সিঁড়িতে পড়ে গেছে।'

জুনকে বয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল জিম। এখনও কাঁদছে জুন। তবে মরিয়া ভাবটা নেই। গুঙিয়ে উঠল, 'গোড়ালিটা গেছে আমার! ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে গোহ্!'

'আরে নাহ্, ভাঙেনি,' ওকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে বলল জিম, 'মচকেছে একটু।'

'বাড়ি যাব কি করে?' কাকাতে শুরু করল জুন। 'হাঁটতে তো পারব না! কে বয়ে নিয়ে যাবে?'

এগিয়ে এল ভিকি। 'দরকার হলে আমি নিয়ে যাব। অত চিন্তা করছ কেন?'

'এই থামো তোমরা!' চিৎকার করে বলল ইভা। 'আমাকে একা ফেলে চলে যাবে সব! আমি থাকব কি করে? বসে থাকো। সকাল হোক। বেরোনো সহজ হবে তখন।'

'কিন্তু পুলিশকে তো অন্তত জানানো দরকার,' রবিন বলল। 'সবার যাওয়ার দরকার নেই। গোস্ট লেনের মোড়ের পে-বুদটা থেকেই ফোন করা যাবে। গাড়ি নিয়ে গেলে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'কিন্তু যাবে কে?'

'আমি যাব।'

গোরস্থানের অন্যপাশে গাড়িগুলো রেখে এসেছে ওরা। এই দুর্যোগের মধ্যে যাবে কি করে রবিন একা! ভাবনায় পড়ে গেল মুসা। কিন্তু পুলিশকে ফোন করতে হলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। যাক। তাকে এখানেই থাকতে হবে। কিশোরকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত কোথাও যাওয়া চলবে না তার।

'ভাবনা নেই,' ইভাকে বলল রবিন। 'আমি যাব আর আসব। এখানে তো বাকি সবাই থাকছে। লিভিং রুম থেকে কোথাও যাবে না কেউ। সামনের দরজায় তালা দিয়ে রাখবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসব আমি।'

জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল রবিন।

ঘরে জুনের মৃদু ককানো ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ডারবি উঠে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে এল।

আগুনের সামনে জড় হয়েছে সবাই। কেউ আর দূরে থাকতে চাইছে না। এমনকি আগুনের কাঁপা কাঁপা শিখার আলোয় ইভার মুখটাকেও ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

'কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না,' জুনকে অভয় দিয়ে বলল টম। 'আমরা একসঙ্গে থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না···মুসা, কোথায় যাচ্ছ?'

'কিশোরকে এখনও পাওয়া যায়নি,' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে মুসা। 'ওকে খুঁজতে গিয়েই তো হেনরিকে পেলাম।'

'এখনও বলো, কোন চালাকি নয়তো?' ভিকির কণ্ঠে সন্দেহ।

'তোমার মাথাটা আসলেই অতিরিক্ত মোটা, এজন্যেই বনে না তোমার সঙ্গে,' রেগে উঠল মুসা। 'পরিস্থিতি দেখেও বুঝতে পারছ না কি হচ্ছে?'

'সরি!' একমুহূর্ত দ্বিধা করে বলল ভিকি, 'আমি আসব তোমার সঙ্গে? সাহায্য হবে।'

'লাগবে না' বলতে গিয়েও বলল না মুসা। এখন শত্রুতা জিইয়ে রাখার সময় নয়। দুজনে মিলে খুঁজলে কাজটা সহজও হবে, তাড়াতাড়িও। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, 'এসো।'

★

বনের ভেতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে হাঁটছে রবিন। হুট করে বলে ফেলেছে ফোন করতে যাবে, কারণ কাউকে না কাউকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে। ঘরে থেকে কল্পনা করতে পারেনি রাতের এই সময়ে ঝড়তুফানের মধ্যে বাইরে বেরোলে কেমন লাগে। আসলেই কি এই ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল? রাত আর বেশি বাকি নেই। ইভা বলেছিল, সকাল হলেই সাহায্যের জন্যে বেরোতে পারবে। সেটাই করা উচিত ছিল।

কিন্তু বেরিয়ে এসে এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। টিটকারি দিয়ে ওর শান্তি হারাম করে দেবে উগ্ররা। তারচেয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

হেনরিকে একটা মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারছে না সে। ভাগ্যিস লাশটা দেখেনি। তাহলে আর এগোতে পারত না।

যতবার বাতাসে ডাল নাড়ছে, চোখের সামনে ভেসে উঠছে হেনরির কঙ্কালের পোশাক পরা মূর্তি।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বহু আগেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সে। ঠাণ্ডায় কাঁপুনি উঠে যাচ্ছে। আশঙ্কা হতে লাগল ভয়ে না মরলেও ঠাণ্ডায় জমে মরবে!

যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল, কবরস্থানে পৌঁছতে তারচেয়ে বেশি সময় লাগল। এবড়োখেবড়ো মাটি এখন কাদা হয়ে গেছে। পিচ্ছিল। সাবধান না

থাকলে আছাড় খেতে দেরি লাগবে না। বাতাসের গতি বদলে গেছে। সরাসরি এসে মুখে আঘাত হানছে এখন। যেন গ্রেভ ম্যানশনে ফিরে যেতে আবার বাধ্য করতে চাইছে।

রিজো কিংবা হগকে দেখা গেল না কোথাও। হয়তো এতটা খারাপ আবহাওয়ায় তার পিছু নেয়ার কষ্ট না করে ঘরে বসে থাকাটাই সমীচীন মনে করেছে। কিন্তু হেনরিকে খুন করবে কেন ওরা? ও তো কিছু করেনি। এক হতে পারে, পার্টিতে যাদের দাওয়াত করা হয়েছে তাদের সবার ওপরই রাগ। যাকে আগে বাগে পেয়েছে, তাকেই দিয়েছে শেষ করে।

যতই এগোচ্ছে, সামনে উঁচু হয়ে উঠছে কবরস্থানের দেয়াল। কাছে এসে ঠেলে খুলল গেটটা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। কবরফলকগুলোর দিকে যতটা সম্ভব কম তাকিয়ে এগিয়ে চলল মাঝখানের পথ ধরে। একটাই লক্ষ্য, কোনমতে পার হয়ে ওপাশে চলে যাওয়া।

প্রতিবার বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে নীলচে আলো ছড়িয়ে পড়ছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রাচীন সব কবরফলক, পুরানো ইঁটের নিচু দেয়াল, গর্ত। দেখতে না চাইলেও দেখতে হচ্ছে ওকে। পরক্ষণেই বুকে কাঁপুনি তুলছে বজ্রপাতের শব্দ। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। সন্ধ্যায় ম্যানশনে যাওয়ার সময় এই অবস্থা হবে কল্পনাও করা যায়নি।

পার হয়ে চলে এসেছে। আর মাত্র কয়েক গজ এগোতে পারলেই পৌঁছে যাবে গাড়িগুলোর কাছে। বিদ্যুতের আলোয় ওগুলোর দিকে তাকিয়ে স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল মনে।

আর কয়েক কদম এগোলেই বেরিয়ে চলে যাবে কবরস্থানের গণ্ডি থেকে। তারপর আর কোন ভয় নেই। নিরাপদ।

পৌঁছে গেল অবশেষে উল্টোদিকের গেটটার কাছে। হাত বাড়িয়ে ঠেলা মেরে খুলেই দিল দৌড়। যেন পালিয়ে যেতে চাইছে ভয়াবহ কবরস্থানের সীমানা থেকে।

পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা বের করল। বিশাল এক শুবরেপোকার মত লাগছে ওর পুরানো ফোক্সওয়াগনটাকে।

কিন্তু গাড়ির কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। দমে গেল মন। গাড়িটার বসে থাকার ভঙ্গিটা অস্বাভাবিক। টর্চ না জ্বেলে, না দেখেও বুঝতে পারল, টায়ারগুলো বসা। বাতাস ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিংবা খুঁচিয়ে ফুটো করে দিয়েছে টিউব।

পনেরো

শিওর, রিজো আর হগের কাজ, ভাবল রবিন।

এখন কি করবে? শহর অনেক দূর, হেঁটে যাওয়া সহজ কথা নয়। এত

কষ্ট করে এসে ফোন না করে ম্যানশনে ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

বিদ্যুৎ চমকাল। আলোকিত করে দিল চারদিক। কিছুদূরে রাস্তার পাশের বাড়িগুলো চোখে পড়ল। কোন একটা বাড়িতে গিয়ে ফোন করার অনুমতি চাইতে পারে। বেশির ভাগ বাড়িতেই লোক থাকে না, জানা আছে তার। যেগুলোতে থাকে, তাদের সবার ফোন আছে কিনা জানা নেই। ফোন থাকলেও রাতের এ সময় কড়া নাড়লেই দরজা খুলবে কিনা সন্দেহ আছে। অনেকেই ভূত বিশ্বাস করে এবং তাদের ধারণা রাতের এই সময়টাতেই কবরস্থানের ভূতগুলো উপদ্রব করে বেশি। রবিনকে ড্রাকুলা বা জোম্বি জাতীয় কোন ভূত ভেবে বসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সবচেয়ে কাছের যে বাড়িটাতে লোক বাস করে, সেটার দিকে এগোবে কিনা ভাবছে ও, এই সময় কানে এল মোটর সাইকেলের এঞ্জিনের শব্দ।

ফিরে তাকাল। রিজো আর হগ দুজনেই মোটর সাইকেলে চেপে কবরস্থানের দেয়ালের একপাশ ঘুরে সোজা এসে পথরোধ করে দাঁড়াল তার।

'যাচ্ছ নাকি কোথাও?' বাঁকা স্বরে জিজ্ঞেস করল রিজো।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ,' হাত নাড়ল হগ, 'পার্টি তো হচ্ছে ওই দিকে, প্রাসাদে। চলো, আরেকবার আমাদের নিয়ে চলো ওখানে।'

'না নিলে বুঝতেই পারছ কি ঘটবে!' হুমকি দিল রিজো।

দুজনেরই জড়ানো জিভ। মদ খেয়ে একেবারে পাঁড় মাতাল হয়ে আছে। কিন্তু এল কোন্‌খান থেকে? প্রাসাদ থেকে পিছু নিয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তাহলে আরও আগেই এঞ্জিনের শব্দ কানে আসত। গাড়িগুলোর চাকার হাওয়া ছেড়ে দিয়ে নিশ্চয় গিয়ে কোনখান থেকে মদ খেয়ে এসেছে। জানে, সকাল হলেই ফিরবে সবাই এপথে। যাকে বাগে পাবে, তাকেই···

'কি, কথা বলছ না কেন?' ধমকে উঠল হগ।

প্রাসাদ নয়, অন্য কোনখান থেকে এসেছে! যদি তা-ই হয়ে থাকে–ভাবছে রবিন, তাহলে হেনরিকে খুন করল কে? কি করবে বুঝতে পারছে না সে। রাতের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব মিলিয়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে তার। চাপ আর সহ্য করতে পারছে না উত্তেজিত স্নায়ু। যা ঘটে ঘটুক, কেয়ার করে না আর। ধমকে উঠল, 'সরো সামনে থেকে!' পা বাড়াতে গেল সে।

অ্যাক্সিলারেটর বাড়িয়ে এঞ্জিনটাকে অহেতুক গোঁ গোঁ করাতে শুরু করল রিজো। এই কায়দায় রবিনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল বোধহয়। তারপর বলল, 'আহাহা, চটছ কেন, শান্ত হও, খোকা, শান্ত হও।'

'ভদ্রতা খানিকটা শিখিয়ে দিই, কি বলো?' জ্যাকেটের পকেট থেকে টান দিয়ে চেন বের করল হগ। ভয়ানক ভঙ্গিতে ঘোরাতে ঘোরাতে নেমে এল সীট থেকে।

'দেখো,' বোঝানোর চেষ্টা করল রবিন, 'এখন এসব ফালতু ঝগড়া করার সময় নেই। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে ম্যানরে।'

'তার চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে এখানে,' হগ বলল, 'তোমার

ওপর।'

ভয় পেতে আরম্ভ করল রবিন। অতিরিক্ত গিলে ফেলেছে দুই মস্তান। যুক্তি এখন মাথায় ঢুকবে না ওদের।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' দুহাত তুলে পিছিয়ে গেল সে। 'শান্ত হও। যা বলবে তাই করব।'

'আরি, এত নরম কেন? সাহস আর বাহাদুরি তো খুব দেখালে তখন। কোথায় উবে গেল?'

'দেখো,' পালানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রবিন, 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমাকে আমার পথে যেতে দিচ্ছ না কেন?'

'কে বলল নেই?' পেছন থেকে বলে উঠল রিজো। 'আছে তো।'

একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল রবিন। এ দুটোকে কোনভাবেই বোঝানোও যাবে না, সরানোও যাবে না। পালাতেই হবে। আচমকা পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে, ভেজা, পিচ্ছিল মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তে একছুটে আবার গিয়ে ঢুকল কবরস্থানে।

ওর ঠিক পেছনেই লেগে রইল রিজো আর হগ। মাতাল অবস্থায়ও অবিশ্বাস্য দ্রুত দৌড়াচ্ছে ওরা।

লম্বা একটা রাস্তা ধরে ছুটছে রবিন। ওর লক্ষ্য কবরস্থানের দেয়ালের অন্যপাশের বনটা, ব্ল্যাকফরেস্টের কুখ্যাত বন, যেটা নিয়ে ভয়াল কাহিনী আর গুজবের সীমা-সংখ্যা নেই।

কিন্তু পৌঁছতে পারল না ওখানে। একটা শেকড়ে পা বেধে কাদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কোনমতে উঠে দাঁড়াতেই পৌঁছে গেল দুই মস্তান।

'যাচ্ছ কোথায়, চাঁদ!' জড়িত স্বরে বলল মাতাল রিজো।

'গোরস্থানের মধ্যে দিয়ে এভাবে দৌড়ায় কেউ? মরা মানুষগুলো জেগে উঠবে যে,' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খলখল করে হেসে উঠল হগ। ধরার জন্যে হাত বাড়াল।

ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল রবিন। দৌড় দেয়ার চেষ্টা করতেই আবার পা পিছলাল। মাথা ঠুকে গেল একটা পাথরের ফলকে।

মাথার মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠল সূর্য। তারপর অসংখ্য লাল-নীল তারা। মলিন হয়ে গেল তারাগুলো। কালো একটা পর্দা টেনে দেয়া হলো যেন ওর মাথার ওপর।

তারপর অস্পষ্টভাবে কানে আসতে লাগল দুই মস্তানের কণ্ঠ। যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে ওরা। বুঝল, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল সে।

'কি করলে?' রিজোর কণ্ঠে ভয়।

'আমি কিছু করিনি,' কৈফিয়ত দিল হগ, 'ও নিজেই তো আছাড় খেয়ে পড়ে গেল!'

'পড়ল তো খুব জোরে। যদি মরে যায়?'

'আমাদের কি? আমরা তো মারিনি।'

'পুলিশ সেকথা বুঝবে না…'
নড়ল না রবিন। মরার মত পড়ে রইল।

ষোলো

'দোতলায় একবার দেখে এসেছি আমি,' ভিকিকে বলল মুসা। 'তুমি আবার দেখতে পারো, তাড়াহুড়োয় কোন জায়গা আমার চোখ এড়িয়ে গেল কিনা।'

'দাঁড়াও,' ইভা বলল, 'আমি যাচ্ছি মুসার সঙ্গে। বাড়ির কোথায় কি আছে তোমাদের চেয়ে ভাল জানি আমি। সুবিধে হবে। আমার বাড়িতে এসে একজন লোক হারিয়ে যাবে, আর আমি চুপ করে বসে থাকব, এ হতে পারে না।'

'গেলে চলো,' ভিকি বলল, 'কিন্তু আমার যেতে অসুবিধে কি?'

'দরকার নেই,' মিষ্টি হেসে বলল ইভা, 'তুমি লিভিং রুমেই বসে থাকো সবার সঙ্গে। যদি কিছু ঘটে সামাল দেয়ার চেষ্টা কোরো। একজনকে খোঁজার জন্যে আমরা দুজনই যথেষ্ট।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে পড়ল ভিকি। গজগজ করতে লাগল।

'আমি দোতলায় যাচ্ছি,' ইভা বলল। 'তুমি নিচতলায় খুঁজতে থাকো।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। সারা বাড়িটাই খুঁজেছে সে একবার, মাটির নিচের ঘরগুলো বাদে। কিন্তু ওখানে কি গেছে কিশোর? কেন যাবে? কিন্তু এ ছাড়া আর যাবেই বা কোথায়? বাড়ির বাইরে যে যায়নি এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। কোন কারণে গেলে ওকে কিংবা রবিনকে বলে যেত।

অন্ধকার, সরু সিঁড়িটার দিকে এগোতে শুরু করল সে। পেছনে শোনা যাচ্ছে অন্যদের নিচুস্বরে ভীত-সচকিত কথাবার্তা। কণ্ঠস্বর ফিসফিসের ওপরে তোলার আর সাহস পাচ্ছে না যেন কেউ।

বাড়িটার বেজমেন্টে এই প্রথম নামছে মুসা। প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচকোঁচ করে যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে কাঠের সিঁড়ি। ভয় লাগছে ওর, ভেঙে পড়বে না তো?

টর্চের আলোয় প্রচুর মাকড়সার জাল চোখে পড়ল। কড়ি-বরগাগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। বেশ কিছু ভেঙে খসে পড়েছে ছাত থেকে। বোঝা যাচ্ছে, এখানটায় হাত দেননি মিস্টার মেয়ার, কোন রকম মেরামত করা হয়নি।

চিলেকোঠার মতই এখানেও বাক্স-পেটরার ছড়াছড়ি, তবে জায়গা বেশি বলে সংখ্যাও অনেক বেশি। প্রচুর ভাঙা তক্তা পড়ে আছে। পেছনে কি যেন খসখস করে উঠল। লাফ দিয়ে সরে গেল সে। ইঁদুর নাকি? তাই হবে। নাকি অন্য…নাহ্, ওসব ভাবতে চায় না!

সিঁচটা দেখে আবারও দমে গেল। না, এখানে নামেনি কিশোর। নামার কোন কারণ নেই। ওর নাম ধরে চিৎকার করে ডাক দিল কয়েকবার।

জবাব এল না।

তবে একটা শব্দ শুনল মনে হলো। কান পাতল কোনখান থেকে আসছে বোঝার জন্যে। অন্ধকার ঘরের শেষ মাথা থেকে। টর্চের আলো ফেলল সেদিকে। বড় একটা দেয়াল-আলমারি দেখা গেল। হেনরির লাশটা আবিষ্কারের পর আলমারি দেখলেই এখন ভয় লাগে। তবু এগিয়ে গেল। দরজা খুলতে হাত বাড়িয়েও হাতটা সরিয়ে নিল। আবার বাড়াল। দ্বিধা করতে করতেই এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা।

প্রথমে মনে হলো কম্বলের একটা বড় পোঁটলা পড়ে আছে।

তারপর নড়ে উঠল পোঁটলাটা।

কিশোর!

মুসার দিকে তাকাল সে। চোখে ঘোর লাগা দৃষ্টি।

হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়ল মুসা। টেনে বের করে আনল আলমারি থেকে। টর্চের আলো ফেলে মুখটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল আছ তো?'

'আছি কোথায় তাই তো বুঝতে পারছি না!' চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর।

'ইভাদের বাড়িতে মাটির নিচের ঘরে।'

'বেজমেন্ট! এখানে এলাম কি করে?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। কি হয়েছিল তোমার?'

'জানি না। কেউ মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলেছিল বোধহয়।'

'বাড়ি মেরে!' কিশোরের কপালের একপাশে সুপারির মত গোল হয়ে ফুলে ওঠা জায়গাটা দেখতে পেল মুসা। কালচে নীল হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করল, 'বেহুঁশ হওয়ার আগে কি করছিলে?'

আলমারির গায়ে হেলান দিয়ে বসল কিশোর। বালি ঝাড়ল কাপড় থেকে। 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলে আবার ইভার ঘরে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা মিস করেছি। বের করতে পারলে ইভার রহস্যজনক আচরণের জবাব পাওয়া যাবে। আলমারির ভেতরের গুপ্ত আলমারিটা গিয়ে খুললাম আবার। একটা জুতোর বাক্সের ওপর নজর আটকে গেল। ওই একটা বাক্সই আছে দেখে খুললাম ওটা। জুতো নেই ভেতরে। আছে অন্য জিনিস– পুরানো রশিদ, ছবি, চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া শুকনো ফুল আর এই এটা...' র‍্যাকফরেস্ট থেকে বেরোনো খবরের কাগজের একটা পুরানো, হলদে হয়ে যাওয়া নিউজ কাটিং।

হাতে নিয়ে কাগজটায় আলো ফেলল মুসা। পড়তে শুরু করল:

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় দম্পতি নিহত

জোসেফ ডব্লিউ· গ্রেভ, ২৬, এবং তাঁর স্ত্রী, মার্থা, ২০, কাল রাতে এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। অন্য একটা গাড়ি ধাক্কা দিয়েছিল তাঁদের গাড়িকে। মারটি কার্টারিস নামে এক লোক চালাচ্ছিল সেই অন্য গাড়িটা।

গোল্ট লেন দিয়ে একটা নতুন মডেলের ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন গ্রেভরা। হঠাৎ পাশের ওল্ড মিল রোড থেকে তীব্র গতিতে বেরিয়ে এসে গাড়িটার পেটে গুঁতো মারে মারটি কার্টারিসের শেভ্রলে স্টেশন ওয়াগন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ওই সময় অন্য আরেকটা গাড়ি অর্থাৎ একটা করভেটের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল কার্টারিস। করভেটটা চালাচ্ছিল বব নামে ১৬ বছরের একটা ছেলে। গুঁতো খেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পাশের খাদে উল্টে পড়ে আগুন ধরে যায় ফোর্ড গাড়িটাতে।

পরে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে কার্টারিস বলেছে, 'কুয়াশা ছিল। গাড়িটা প্রথমে দেখতে পাইনি। যখন দেখলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছি। পারিনি।'

কার্টারিসের গাড়িটারও সমূহ ক্ষতি হয়েছে। করভেটটার কিছুই হয়নি। কার্টারিস, ডাউনার কিংবা দুটো গাড়ির বাকি যাত্রীদের কেউই তেমন আঘাত পায়নি, জখম হয়নি। মারটির গাড়িতে যারা যারা ছিল তাদের নাম: অ্যানি গ্রেন, ১৫, কোরি হাওয়ার্ড, ১৫, নিকিটা অরলিনস, ১৬, এবং হ্যারি ম্যাকারন, ১৪। আর করভেটের মধ্যে ছিল: রাফাত আমান, ১৮, টুম্পা লিনটন, ১৬, এবং ব্রন হুফার, ১৫। এরা সকলেই ব্ল্যাকফরেস্টের লোক।

তানিয়া নামে গ্রেভদের ১ বছরের একটা মেয়ে আছে।

পুলিশী তদন্তে অপরাধ প্রমাণ করা যায়নি কার্টারিস কিংবা ববের বিরুদ্ধে। অতএব কোন শাস্তিও হবে না তাদের।

দ্রুত লেখাটা পড়া শেষ করল মুসা। 'তারমানে প্রাসাদের আসল মালিকেরা ওই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আহারে, বেচারারা! গাড়ির মধ্যে থেকে জ্যান্ত পুড়ে কয়লা হওয়া…ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'ইভা যে এতটা খেপে গেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'কি বলছ?'

'মুসা, সেরাতে গাড়িতে যে দুজন পুড়ে মারা গেছেন, তাঁরা ইভার বাবা-মা।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব নাকি? মাথায় বাড়ি লাগলে তো অনেক সময়…'

'না, বাড়ি লাগলেও মাথা খারাপ হয়নি আমার। ঠিকই বলছি…'

'পত্রিকায় বলছে মেয়েটার নাম তানিয়া। তুমি বলছ ইভার বাবা-মা…নাহ্, মাথায় ঢুকছে না আমার!'

'কেন, মনে নেই? বলেছিলাম না ইভার বাথরুমে পাওয়া প্রেসক্রিপশনে কি নাম লেখা আছে? তা ছাড়া, এটা দেখো।' পকেট থেকে আরেকটা জিনিস বের করে দিল কিশোর। একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। অবিকল ইভার ছবি। কিন্তু নিচে লেখা: তানিয়া গ্রেভ।

'হুঁ,' খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বলল মুসা, 'গ্রেভদের

দূর সম্পর্কের আত্মীয় নয় তাহলে ইভা, বাড়ির একেবারে আসল মালিক···কিন্তু সে যে অন্য কেউ এটা কেন বোঝাতে চাইছে আমাদের?'

'এখনও মাথায় ঢুকছে না তোমার? অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে যারা দায়ী, তাদের নামগুলো খেয়াল করে দেখেছ?'

দ্রুত আবার পেপার-কাটিংটায় চোখ বোলাল মুসা। 'কার্টারিস, হুফার···এখানে যারা দাওয়াত পেয়ে হাজির হয়েছে তাদের নামের সঙ্গে মেলে। এমনকি একটা নাম আমার বাবার নামের সঙ্গেও মিলে যায়। তাতে কি?'

'মুসা, তোমার বাবার নামের সঙ্গে যে নামটার মিল আছে, তিনি তোমার বাবাই। সেদিন ববের গাড়িতে ছিলেন। ব্রন হুফার আর মারটি কার্টারিস, জুন আর হেনরির বাবার নাম।'

'বুঝলাম। কিন্তু বাকি নামগুলো, এই যেমন কোরি হাওয়ার্ড, নিকিটা আরলিনস···'

'কোরি জিমের মায়ের নাম, জানি আমি। জিজ্ঞেস করে দেখোগে। নিকিটাও এখানে উপস্থিত কারও না কারও মা, আমি শিওর।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোরের কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করল মুসা। যা বোঝাতে চাইছে কিশোর, মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'আরেকটা জিনিস,' কিশোর বলল, 'অ্যাক্সিডেন্টের তারিখটা দেখেছ?'

'অ্যাঁ!···দেখি তো?' মনে মনে হিসেব করে নিল মুসা। 'আটাশ বছর। তাতে কি?'

'তাতে? ওই সময় যদি ইভার বয়েস এক হয়ে থাকে এখন কত?'

'উনত্রিশ!'

'হ্যাঁ, মুসা, ইভা মোটেও হাই স্কুলের ছাত্রী নয়। যা ভেবেছিলাম, আমাদের চেয়ে দু'তিন বছরের বড়, তা নয়, ও একজন পূর্ণবয়স্ক মহিলা। চেহারাটাই অল্পবয়েসীদের মত, কিংবা প্লাস্টিক সার্জারি করে অমন করে নিয়েছে। তবে উনত্রিশ বছরের মহিলাকে উনিশ বছরের টিনেজের মত দেখা যায় এমন অনেক মহিলা আছে। মেকাপ করে নিলে বয়েস আরও কম দেখানোও সম্ভব।'

মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'তুমি যে জেনে গেছ, এটা জানলে ইভা কি করবে ভাবছি।'

'ও বুঝে গেছে, আমি জেনে ফেলেছি। কিংবা অন্য কেউ জেনেছে। জুতোর বাক্সটা আলমারিতে রেখে সবে বন্ধ করেছি, এই সময় টের পেলাম কেউ এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। ঘুরে দাঁড়াতেই বাড়ি লাগল মাথায়,' কপালের ফোলা জায়গাটায় আঙুল রাখল কিশোর। 'তারপর আর কিছু মনে নেই···'

'তোমার ভাগ্য ভাল বেঁচে আছ। হেনরির মত একেবারে যে শেষ করে দেয়া হয়নি তোমাকে···'

'কি বলছ!'

'কিশোর, অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।' হেনরির লাশ আবিষ্কার আর

মেয়ারের রক্তমাখা জ্যাকেট পাওয়ার কথা বিস্তারিত জানাল মুসা। মেয়ারও যে নিখোঁজ, বলল। 'তাহলে বুঝতেই পারছ, তোমাকে খুঁজে না পেয়ে কতটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, তোমাকেও খুন করে ফেলেছে···'

'শুধু বাড়ি মেরেই কেন ছেড়ে দিল আমাকে, বুঝলাম না!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'বেহুঁশ করার পর সহজেই খুন করে ফেলতে পারত।'

'কার কাজ, অনুমান করতে পারছ?'

'ইভা!'

'বলো কি?'

'তাই তো। নইলে আর কে খুন করবে হেনরিকে? ওর ওপর আর কার আক্রোশ আছে? মুসা, একটু ভাল করে ভেবে দেখো, তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। যাদের যাদের দাওয়াত দিয়েছে, তাদের নামের তালিকাটা···'

'তুমি বলতে চাও সেরাতে যাদের বাবা-মা'রা ওই অ্যাক্সিডেন্টের সময় দুটো গাড়িতে ছিল, তাদের ছেলেমেয়েদেরকেই কেবল দাওয়াত করেছে ইভা?'

'হ্যাঁ। স্কুলে এত ছেলেমেয়ে থাকতে, কেন শুধু আমাদের দিল; রিজো আর হগ এত চাপাচাপি করার পরেও কেন ওদের কার্ড দেয়নি ইভা, এখন বুঝতে পারছ?'

'তাহলে তোমাকে আর রবিনকে কেন? তোমাদের বাবা-মায়ের কারও নাম তো নেই পত্রিকার লিস্টে।'

'অন্য কোন কারণ নিশ্চয় আছে। নইলে কার্ড দিত না ইভা।'

'যা-ই বলো, মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।'

'কিন্তু এটাই ঠিক। ভাবতেই পারবে না কেউ, হাসিখুশি মিষ্টি মেয়ে ইভা টিনএজ নয়, পুরোদস্তুর একজন মহিলা, ভয়ঙ্কর খুনী। জেনে যখন গেছি, ব্যবস্থা নিতেই হবে। আমাদেরকে এখানে দাওয়াত করে আনার কেবল একটা উদ্দেশ্যই আছে তার,' থেমে দম নিল এক মুহূর্ত কিশোর। পরের কথাটা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল গলা, 'প্রতিশোধ!'

সতেরো

'জলদি ওপরে চলো!' পরিস্থিতির গুরুত্ব এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে মুসা। 'রবিন গেছে পুলিশকে খবর দিতে। ইভা কিছু করলে, পুলিশ আসার আগেই করে বসবে।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি বেয়ে লিভিং রুমে উঠে এল দুজনে। যেভাবে যাকে যেখানে দেখে গিয়েছিল মুসা, সেভাবেই বসে আছে সবাই। ফায়ারপ্লেসের কাছে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। ভীত, অসহায় ভাবভঙ্গি। কারও মুখে হাসি নেই।

ইভা বাদে। একটা চেয়ারের কিনারে বসে আছে সে। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। চেহারায় উত্তেজনা। মুসা আর কিশোরকে দেখে আন্তরিক হাসি হাসল।

'এসেছ!' যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভঙ্গি। মুসার দিকে তাকাল, 'কিশোরকে তাহলে বের করেই ছাড়লে। মোটামুটি সবাই হাজির। পার্টি আবার শুরু করা যায়।'

'পার্টি শুরু!' বোকা হয়ে গেল যেন মুসা। 'এই অবস্থায় আবার পার্টি চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেন কি করে আপনি? ইভা, আসল কথাটা জেনে গেছি আমরা। আপনি খুন করেছেন হেনরিকে।'

পরের কয়েকটা সেকেন্ড কেউ কারও কথা বুঝতে পারল না। একসঙ্গে কথা শুরু করেছে সবাই।

'টেনে এসেছ নাকি?' বলে উঠল জিম।

'ওরা কি করতে চায় বুঝে গেছি আমি,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ভিকি। 'শেষবারের মত আরেকটা চেষ্টা করে দেখতে চায় জিততে পারে কিনা। কিন্তু এই নাটকে আর কাজ হবে না, মুসা। ভজাতে পারবে না কাউকে। জেতার কথা ভুলে যাও।'

'দেখো, আমার কথা শোনো সবাই!' শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'আমার কাছে পুরানো খবরের কাগজের একটা কাটিং আছে। তাতে প্রমাণ করা যাবে···'

কিশোর কাগজটা বের করার আগেই হাততালি দিয়ে হেসে উঠল ইভা। সবাই ঘুরে গেল ওর দিকে।

'চমৎকার!' ইভা বলল। 'কিশোর, মুসা, তোমরা দুজনেই একেবারে নিখুঁত অভিনয় করছ। রিহারসল্ যা দিয়েছিলে, তারচেয়ে অনেক ভাল। ব্যাপারটা আমার জানা না থাকলে, নিজেরই সন্দেহ হয়ে যেত, বোধহয় সত্যি আমি খুন করেছি হেনরিকে। কিন্তু ভিকি যেহেতু ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা, চালিয়ে গিয়ে লাভ নেই। পয়েন্ট পাবে না।'

'তুমি বলছ,' ইভার দিকে তাকিয়ে আছে টম, 'এটা আরেকটা ধাপ্পাবাজি!'

'আরেকটা চমক। ধাপ্পাবাজি শব্দটা শুনতে ভাল লাগে না।'

'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না কেউ!' নিজেকে আর শান্ত রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ও মিথ্যে কথা বলছে!'

'এটা ধাপ্পা নয়, আসল,' মুসা বলল। 'টম, তুমি অন্তত বিশ্বাস কোরো না ওর কথা। তুমি তো নিজের চোখে দেখেছ হেনরির লাশ। ওটা তো ধাপ্পাবাজি ছিল না।'

'ঠিক,' সন্দেহ জাগল টমের। ইভার দিকে তাকাল আবার। 'হেনরির ব্যাপারটা তাহলে কি?'

'খেলা,' সহজকণ্ঠে জবাব দিল ইভা।

'খেলা! একে আপনি খেলা বলছেন?' রেগে উঠল মুসা। 'একটা লোক খুন হয়ে গেল···চালায় ফেলে দেয়া হয়েছিল লাশটা। আমি আর টম দুজনে

মিলে ওকে তুলে এনেছি। কম্বলচাপা দিয়ে রেখেছি চিলেকোঠায়। ইচ্ছে করলে যে কেউ গিয়ে দেখে আসতে পারে।...আপনি ওকে খুন করেছেন।'

হো হো করে হেসে উঠল ইভা, যেন বছরের সেরা জোকটা শুনেছে। 'যথেষ্ট হয়েছে, মুসা, থামো। আর অভিনয়ের দরকার নেই। অনেক পয়েন্ট পেয়েছ...'

'আপনি কি অস্বীকার করছেন, আপনি ওকে খুন করেননি?'

'না, করিনি। চিলেকোঠায় যদি ওর লাশই পড়ে থাকবে,' হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে ইভার, মুছে নিয়ে বলল ইভা, 'খানিক আগে কথা বলে এলাম কার সঙ্গে? হেনরির ভূত যদি বলো, আমার বলার কিছু নেই। তুমি তো আবার ভূত বিশ্বাস করো...'

'কিন্তু...'

'ইভা, আমি...' বলতে গেল কিশোর।

'হয়েছে, হয়েছে, থামো,' কথাই বলতে দিল না ওদের ইভা। 'আজ রাতের শেষ চমকটার জন্যে তৈরি হও সুব্রাই। মুসা আর টম দেখেছে মরা হেনরিকে, আমি ওকে এখন জ্যান্ত করে দেখাব।'

আঠারো

'কল্পনাও করতে পারিনি এই কাজ করবে তোমরা!' রাগত স্বরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল জিম। 'আর আমরা গাধারাও সেটা বিশ্বাস করে বসে ছিলাম...!'

'তবে কি নম্ররা জিতল?' ডারবির সন্দেহ এখনও যায়নি।

'একে জেত্তা ধরা যাবে না,' ভিকি বলল। 'কারণ ইভার সাহায্য পেয়েছ তোমরা। পার্টির মালিকের সরাসরি সাহায্য পেলে আমরাও জিততে পারতাম।'

'ডারবি!' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'তোমার গোবরপোরা মাথাটাকে দয়া করে একটিবারের জন্যে একটু খাটাবে! বললাম তো, এটা কোন খেলা নয়! আসল! ভয়ঙ্কর বাস্তব!'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে কিশোর। মুসা তাকাতে ফিসফিস করে বলল, 'সবগুলো বোকার হদ্দ! সবাই বিশ্বাস করেছে ইভাকে। ওদের বোঝাতে হবে কি ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা।'

'পারব বলে মনে হয় না। চলো, বেরিয়ে পড়ি। রবিনের আশায় বসে না থেকে জলদি গিয়ে পুলিশ নিয়ে আসি।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'গিয়ে লাভ নেই। ওর আগে ফিরতে পারব না। হয়তো পথেই দেখা হয়ে যাবে। বোকাগুলোকে এখন কোনমতেই এই বিপদের মধ্যে ফেলে যাওয়া যায় না। ইভার কথা বিশ্বাস করে বসে আছে ওরা।

ইভা যা বলবে তাই করবে। করে নিজেদের মরণ ডেকে আনবে। ওদের বাঁচাতে হলে এখানেই থাকতে হবে আমাদের।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

'ইভা,' ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল কিশোর, 'এসব যদি ফাঁকিবাজিই হয়ে থাকে, আপনার আঙ্কেলের ব্যাপারটা কি? তিনি এখন কোথায়?'

'কেন, ভুলে গেছ?' কিশোরের ফাঁদে পা দিল না ইভা, 'আরও সোডা আনতে গেছে।'

মুসার মনে হলো, এরচেয়ে হাস্যকর জবাব আর হয় না। কিন্তু বোকাগুলো তা-ও বিশ্বাস করল। ফাঁকিটা ধরতে পারল না। 'আপনি বললেন একটু আগে কথা বলে এসেছেন হেনরির সঙ্গে। তাহলে কোথায় এখন সে?'

'যাক, মনে তাহলে পড়ল। করলে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা,' উঠে দাঁড়াল ইভা। 'আমি তো ভাবছিলাম, ভুলে গেছ, করবেই না আর। ডাইনিং রুমে আছে ও। আমার শেষ চমকটাতে সাহায্য করার জন্যে সব সাজাচ্ছে।'

সবাই পা বাড়াতে গেল ডাইনিং রুমের দিকে। হাত তুলে বাধা দিল ইভা, 'এক মিনিট। দেখি, হেনরির হলো কিনা?'

ঘুরে গিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল সে। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রেখেছে। খানিক পর তার কথা শোনা গেল। জোরে জোরে বলছে, 'খুব ভাল হয়েছে, হেনরি। এর চেয়ে ভাল আর হয় না। থ্যাংক ইউ।'

কিছুক্ষণ ধরে ওকে কথা বলতে শোনা গেল। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মুসার। বিশ্বাস করতে পারছে না। চালা থেকে যে লাশটাকে তুলে আনল, সেটা তাহলে কার? সত্যি কি জোম্বি হয়ে গেল নাকি হেনরি?

আবার দরজার বাইরে বেরিয়ে এল ইভা। বলল, 'এসো। সব রেডি।'

ডাইনিং রুমে কার আগে কে ঢুকবে, হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল ওরা। ডারবি আর জিমের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকল জুন। ঘরের ঠিক মাঝখানে চকচকে একটা পালিশ করা টেবিল। মাঝখানে রাখা একটা মোমের ঝাড়বাতিদানে বাতি জ্বলছে। চারপাশ ঘিরে চেয়ার। প্রতিটি চেয়ারের সামনে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ছোট ছোট গিফট-বক্স।

টেবিলের মাথার কাছে বসে আছে হেনরি।

বড়, ডিম্বাকৃতি-কাঁচের সানগ্লাস পরেছে সে। মোমের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে কাঁচে।

ইভা বলল। 'প্রতিটি বাক্সের গায়ে একটা করে নাম লেখা আছে। যার যারটা খুঁজে নিয়ে ওটার সামনের চেয়ারে বসে পড়ো।'

কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। সবাই গিয়ে ঘিরে দাঁড়াল হেনরিকে।

মুঠো পাকিয়ে রসিকতার ঢঙে হেনরির মুখের কাছে হাত নিয়ে গেল জিম। 'আচ্ছা ভয় দেখিয়েছ আমাদের, যা হোক। তোমার জন্যে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল আমাদের।'

'হ্যাঁ,' ভিকি বলল। 'তুমি বেঁচে আছ জানলে যে এত খুশি লাগবে,

বুঝতেই পারিনি।'

জবাব দিল না হেনরি।

'ভাল খেল দেখিয়েছ আমাদের,' টম বলল। 'কিন্তু নিজের দলের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করলে কেন বুঝলাম না।'

জবাব দিল না হেনরি।

কাছে থেকে ওকে দেখতে লাগল মুসা। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়ে আছে। হেনরি নড়ছে না। সামান্যতমও না। জীবন্ত মানুষের এতটা আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকার কথা নয়। 'এই, হেনরি,' বলে কাঁধ ধরে ওকে ঠেলা দিতে গেল সে।

ধীরে ধীরে কাত হয়ে গেল হেনরির দেহ। চেয়ার থেকে পড়ে গেলে মেঝেতে। চশমাটা খুলে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কাঁচ ভাঙল। খোলা, নিষ্প্রাণ চোখ দুটো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

'এবার বিশ্বাস করলে তো!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'বললাম না, ও মরে গেছে!'

লাশ দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জুন।

ওয়াক-ওয়াক শুরু করল ডারবি। বমি ঠেকাতে কষ্ট হচ্ছে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। পলকের জন্যে দেখল একটা স্ফুলিঙ্গের মত বেরিয়ে গেল ইভা। দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।

পরমুহূর্তে তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো।

ওদেরকে যে বোকা বানিয়ে বন্দি করে রেখে গেল ইভা, বোঝার জন্যে দরজা ঠেলে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর।

উনিশ

ঘরের একমাত্র জানালাটায় মোটা লোহার শিক লাগানো। দরজা মাত্র ওই একটাই, যেটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা।

দৌড়ে গিয়ে থাবা মারতে শুরু করল জিম। ভারী ওক কাঠের দরজা তাতে কাঁপলও না। চিৎকার করে বলতে লাগল সে, 'আমাদের বেরোতে দাও! আটকে দিয়েছ কেন?'

'একটা লাশের সঙ্গে ফেলে গেছে আমাদের! উফ্, মাগো!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল জুন।

ভিকি আর জিম গিয়ে শিক ধরে টানাটানি শুরু করল। সামান্যতম বাঁকানো গেল না শিক। কিছুই করা গেল না ওগুলোর।

'জুন, থামো, শান্ত হও,' কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর।

'হ্যাঁ। চুপ হয়ে যাও। চেঁচিয়ে কোন লাভ হবে না,' টম বলল। 'মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে দাও আমাদের…'

এই সময় জানালার বাইরে থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ইভা, 'চমকটা কেমন লাগছে!' হাতে একটা টর্চ ওর। এমন করে ধরে রেখেছে যাতে ওর মুখটা দেখতে পায় সবাই।

জানালার কাছে ছুটে গেল সকলে। দেখল, বৃষ্টি থেমে গেছে।

'সবচেয়ে সেরা চমক এটা, তাই না?' হেসে হেসে বলল ইভা। নিজের কাজে খুব সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে ওকে। 'হ্যালোউইন ট্রিক।'

'বেরোতে দিন আমাদের,' মুসা বলল। 'আপনার মনে কি আছে, কি করতে চান, জানি না। তবে উদ্দেশ্য যে ভাল নয় আপনার, বুঝে গেছি। কিন্তু করতে পারবেন না অবশ্য। যে কোন সময় পুলিশ নিয়ে এসে হাজির হবে রবিন।'

'আহা, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম,' ঘাবড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল ইভা। পরক্ষণে হাসল। নিষ্ঠুর, শীতল হাসি। টেনে টেনে বলল, 'কিন্তু তোমাদের জ্ঞাতার্থে অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ও আসবে না। যাতে না আসে, সেই ব্যবস্থা করে রেখেছি। কি মনে হয় তোমার? খামোকাই খেপিয়ে রেখেছি রিজো আর হগকে? যে ভাবে কুত্তার মত পিটিয়ে বের করেছ ওদের, অপমান সহজে ভুলবে না ওরা। দেখোগে তোমাদের বেরোনোর অপেক্ষায় কোনখানে ওত পেতে বসে আছে। আমিও সেটাই চেয়েছি। রবিনকে দেখলেই ক্যাঁক করে ধরবে।…শোনো, আজ রাতের শেষ চমক এটা, বলেছিই তো। আমি চাই, যার যার টেবিলে গিয়ে বসে এখন গিফট বক্সগুলো খুলে ফেলো।'

'শুরু থেকেই বোকা বানিয়ে এসেছ আমাদের!' খেপে গেল ভিকি 'ধোঁকা দিয়েছ। তোমার কথা কেন শুনব আমরা?'

'না শুনলে, আমার খেলা নষ্ট করলে,' বরফের মত শীতল হয়ে উঠল ইভার কণ্ঠ, 'ভীষণ রেগে যাব আমি। তখন কি করে বসব কে জানে। যা বলছি, করো। বসে পড়ো যার যার জায়গায়।'

এক এক করে নাম দেখে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়তে লাগল সবাই। মিনিটখানেক ধরে চেয়ার টানাটানির শব্দ হলো। পায়ে ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল জুন।

'সবাই রেডি?' ইভা বলল, 'গুড। এখন সত্যি কথা বলার সেই খেলাটা শেষ করি। আমি আমার কথা বলব, শাস্তিটা ভোগ করবে তোমরা সবাই।'

আবার হাসল সে। ভয়ঙ্কর সেই হাসি মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিল অনেকের।

'আমার কথা শুরু করার আগে,' ইভা বলল, 'তোমাদের বাক্সগুলো খোলো।'

অপেক্ষা করতে লাগল সে।

সবার বাক্সেই একটা করে ছবি। সবারটাই এক রকম, একটা মূল ছবির

কপি। ষাটের দশকের পোশাক পরা দম্পতির ছবি। মহিলার চুল কালো, তবে ইভার চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

'এরা কারা জানো?' বলতে শুরু করল ইভা। 'জোসেফ আর মার্থা। আমি যতক্ষণ গল্প বলব, ছবির দিকে তাকিয়ে থাকবে তোমরা।' তার নির্দেশ পালন করা হয়েছে কিনা দেখল সে। তারপর বলল, 'খুব সুখী দম্পতি ছিল ওরা। হাসিখুশি, নিশ্চিন্ত, ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু আজ থেকে আটাশ বছর আগে ওদের সে-স্বপ্ন ধ্বংস করে দেয়া হয়।

'আটাশ বছর আগে আজকের রাতে, অর্থাৎ হ্যালোউইনের রাতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল দুজনে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসছিল, তাদের একমাত্র মেয়ের কাছে। মেয়ের বয়েস তখন মাত্র এক বছর। ভীষণ ভালবাসত ওরা মেয়েকে। গোস্ট লেন ধরে এগিয়ে আসছিল তাদের গাড়ি।'

থামল ইভা। পুরো ঘটনাটা জানা থাকলেও ওর কথা শোনার জন্যে কান পেতে আছে মুসা।

'ওই সময় আরও দুটো গাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। ওল্ড মিল রোড ধরে ছুটছিল ওরা। কার আগে কে যাবে, পাল্লা দিতে শুরু করেছিল দুটো গাড়ি। দুটো গাড়িতে মোট নয়জন ছিল ওরা।

'মিল রোডের মুখটা যখন পার হচ্ছে জোসেফের গাড়ি, এই সময় বেরিয়ে এল পাল্লা দিতে থাকা দুটো গাড়ির সামনের গাড়িটা। ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশের খাদে ফেলে দিল জোসেফের গাড়িটাকে। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল তাতে। বেরোনোর কোন সুযোগই পেল না স্বামী-স্ত্রী। গাড়ির সঙ্গে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল দুজনে। দমকলের লোক খবর পেয়ে উদ্ধার করতে আসতে আসতে সব শেষ হয়ে গেল।'

ছবি থেকে মুখ তুলে ঘরের সবার মুখের ওপর নজর বোলাল মুসা। ওদের চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ইভার কথা শুনে সত্যটা এতক্ষণে আঁচ করে ফেলেছে প্রায় সবাই। কাঁদতে শুরু করেছে জুন। গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

ইভা কাঁদছে না। টর্চের আলোয় কঠিন, পাথরে খোদাই মনে হচ্ছে ওর মুখটা। 'এখন আমি তোমাদের চোখ বন্ধ করতে বলব। কল্পনা করতে থাকো সেরাতে কি রকম যন্ত্রণা পেয়ে মরেছিল জোসেফ আর মার্থা। বদ্ধ, জ্বলন্ত গাড়ির মধ্যে আটকা পড়া, ভয়াবহ উত্তাপ, পালানোর কোন পথ নেই। যত জোরেই আর্তনাদ করুক, বাঁচানোর আকুতি জানাক, কেউ আসছে না বাঁচাতে। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে ফেলেছ, জোসেফ আর মার্থা ছিল আমার আব্বা-আম্মা। কিন্তু দুটো গাড়িতে যে নয়জন ছেলেমেয়ে ছিল, তাদের নাম আন্দাজ করতে পারোনি। বলছি, মন দিয়ে শোনো। দেখো চিনতে পারো নাকি।'

একটা একটা করে নাম বলল ইভা, আর অস্ফুট শব্দ করে উঠতে লাগল একেকজন; হয় কারও বাবার নাম বলছে সে, নয়তো মা'র। কেবল মুসা চমকাল না। সে আগে থেকেই জানে। দুটো নাম কারও বাবা কিংবা মায়ের

সঙ্গে মিলল না।

'ওদের কারোরই সামান্য ছড়ে-কেটে যাওয়া ছাড়া কোন ক্ষতিই হয়নি,' ইভা বলল। 'দিব্যি বহাল তবিয়তে বাড়ি ফিরে গেছে ওরা। এমনকি পুলিশও কোন শাস্তি দেয়নি। কিন্তু দুটো প্রাণকে অকালে ঝরিয়ে দেয়ার জন্যে যে ওরাই দায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদেরকে কেউ কোন শাস্তি দেয়নি বলেই আমি ঠিক করেছি, আমি দেব। ওদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে ওদের ছেলেমেয়েকে।'

জুনের মৃদু গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই ডাইনিং রুমে।

'শাস্তি ভোগ করার প্রথম সম্মানটা পেয়েছে হেনরি, কারণ ওর বাবাই সামনের গাড়িটা চালাচ্ছিল সেরাতে, যেটা গিয়ে গুঁতো মেরেছিল আমার আব্বার গাড়িকে,' বলে যাচ্ছে ইভা। 'বাকি সবাইকে এখন একসঙ্গে যেতে হবে।'

'কিন্তু একজনের শাস্তি আরেকজনকে দেবে এ কেমন কথা!' চেঁচিয়ে উঠল জুন। 'ঘটনাটা ঘটিয়েছে আমাদের বাবা-মা'রা, আমাদের জন্মেরও বহু আগে। তাদের শাস্তি আমরা পাব কেন?'

'কারণ এ ছাড়া তাদেরকে শাস্তি দেয়ার আর কোন উপায় নেই বলে। তোমরা মারা গেলে যে মানসিক শাস্তিটা পাবে তারা, অন্য কোনভাবেই অতটা পাবে না। অতএব তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে বলি হতে হবে তোমাদের।'

'সবই বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু আমাকে কেন? আমার বাবা কিংবা মা'তো সেরাতে কোন গাড়িতে ছিল না। আপনার আব্বা-আম্মাকে খুন করার জন্যে কোন দিক থেকেই দায়ী ছিল না তারা। আপনি বোধহয় জানেন না, তারাও এক কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'জানি আমি। তোমাকে আমার সমবেদনা জানাই। তোমার মৃত্যুর জন্যে তোমার বন্ধু মুসা আমানকে দায়ী করতে পারো। তোমাকে আর রবিনকে দাওয়াত করেছিলাম তোমাদের ফেলে একা যদি মুসা না আসতে চায়, সেজন্যে। তবে তোমাদের খুন করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই সুযোগ পেয়েও তোমাকে খুন না করে, বেহুঁশ করে ফেলে রেখে এসেছিলাম বেজমেন্টে, যাতে বেঁচে যাও। রবিন যখন বেরিয়ে গেল, বাধা দিইনি সেকারণেই। আমি চেয়েছি, সে-ও বেঁচে যাক। রিজোরা ধরতে পারলে আচ্ছামত একটা ধোলাই দেবে ওকে, কিন্তু প্রাণে মেরে ফেলবে না।...বিনা কারণে কোন মানুষের মৃত্যু কামনা করি না আমি।'

'অ্যাই, ওঠো সবাই,' জিম বলল। 'চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়...'

হেসে উঠল ইভা, 'বেরোনো কি এতই সহজ?'

চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে মুসার কপালে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হতাশ হলো। কোন রকম আশার আলো দেখতে পেল না কিশোরের চোখে। কিভাবে

ওদের খুন করতে চায় ইভা, জানে না এখনও; তবে ভয়ঙ্কর কোন উপায়ে যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'ওকে কথা বলাতে থাকো,' ছবির দিক থেকে নজর না সরিয়ে ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'সময় নষ্ট করাও।'

মুসা ভাবছে, কতক্ষণ লাগবে পুলিশ আসতে? রবিন তো গেছে, সে-বহুক্ষণ আগে। 'ইভা?'

'বলো?'

'একটা কথা কি বলবেন আমাদের? এভাবে সবাইকে বোকা বানালেন কি করে? অনেক ভাবনা-চিন্তা করে, হিসেব করে প্ল্যানটা বানিয়েছিলেন আপনি!'

খুশি হলো ইভা। 'যাক, বুঝতে যে পেরেছ সেজন্যে ধন্যবাদ। বহু সময় নিয়ে প্ল্যান করেছি আমি। জানতাম, ব্যর্থ হব না।'

'তাহলে এই পার্টি, এতসব চমক···সব আপনার প্ল্যানেরই অংশ?'

'নিশ্চয়। যা যা ভেবেছি, এখন পর্যন্ত কোনটাই ব্যর্থ হয়নি। ঠিক যেভাবে যেভাবে চেয়েছি, সেভাবেই ঘটেছে।'

কথা হারিয়ে ফেলল মুসা। কোন প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছে না।

মুখ তুলল কিশোর, 'কিন্তু একা একা করলেন কি করে এতসব? যেমন ধরুন, আমার মাথায় বাড়ি মেরে আমাকে বেহুঁশ করা, নিচতলায় বয়ে নিয়ে যাওয়া, সবার অলক্ষে। আপনি একা করেননি। নিশ্চয় আপনার কোন সহকারী আছে···কে, মেয়ার?'

'না, কেউ নেই। আমি একাই করেছি সব,' হাসিমুখে জবাব দিল ইভা।

'কিন্তু বেজমেন্টে বয়ে নিলেন কি করে আমাকে? আশ্চর্য! আমি জানি আপনার গায়ে অনেক জোর, ওয়েইট লিফটিং করেন, কিন্তু তাই বলে আমার ওজনের একজন মানুষকে একা একা এতখানি বয়ে নিয়ে যাওয়া···'

'আমি বয়ে নিইনি। পুরানো ধরনের একটা ডাম্বওয়েইটার সিসটেম রয়েছে এবাড়িতে। তোমাকে ওটাতে তুলে দিয়েছি। বয়ে নিয়ে গেছে ওটা।'

'রেলিংটা কে কেটেছিল?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'আপনি?'

হেসে উঠল ইভা। 'তো আর কে? পার্টি দেয়ার আগেই সব কথা ভেবে রেখেছি আমি। জানতাম; সবাইকে বোকা বানানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। কেউ না কেউ সন্দেহ করে বসবেই। বিশেষ করে কিশোর পাশাকে একটুও আন্ডারএস্টিমেট করিনি আমি। ও যে ধরে ফেলবে সহজেই, জানতাম। শুধু ওকে বোকা বানানোর জন্যেই কষ্ট করে ওই সাজানো অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটাতে হয়েছিল আমাকে। রেলিং কেটে, তার নিচে এমনভাবে সোফা রেখে দিয়েছিলাম, যাতে সোজা ওতে গিয়ে পড়ি। ব্যথা না পাই।'

'কিন্তু তারপরেও বোকা বানাতে পারেননি ওকে।'

'সে তো দেখলামই। কিন্তু তোমার বোকামির জন্যে শেষ পর্যন্ত বোকা বনতেই হলো ওকে। তোমাদের সঙ্গে অকারণে বেচারাকে মরতে হচ্ছে বলে সত্যি খারাপ লাগছে আমার। এখন আর ওকে বাঁচানোর কোন উপায় দেখছি না

আমি।'

কথা শেষ। কথা ফুরিয়ে গেলে সময়ও শেষ হয়ে যাবে। আর কি জিজ্ঞেস করা যায়? ভাবতে লাগল মুসা। কাফের কথা মনে পড়ল। 'উহ্‌হো, একটা কথা, সেদিন কাফেতে কার কাছে ফোন করে বলেছিলেন খেসারত দিতেই হবে? আমাদের কথাই বলেছিলেন, না?'

'তোমাদের চোখে দেখা যাচ্ছে কোন কিছুই এড়ায় না।' মাথা ঝাঁকাল ইভা, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথাই বলেছি। এক বন্ধুর কাছে। সে আমাকে অবশ্য এসব করতে নিষেধ করছিল…'

'বন্ধুর নামটা বলবেন?'

'নাম জেনে এখন আর কোন লাভ নেই তোমাদের। ওকে চেনোও না তোমরা…যাই হোক, কথা অনেক হয়েছে…'

'এক মিনিট,' আঙুল তুলল কিশোর। 'স্কুলের লকারে ওসব নোটফোট আপনিই রেখে আসতেন, তাই না? পরস্পরের বিরুদ্ধে আমাদের খেপিয়ে তোলার জন্যে?'

'বুঝে ফেলেছ? তা তো বুঝবেই। তোমার বুদ্ধির ওপর শ্রদ্ধা আছে আমার।'

আবার ফুরিয়ে গেল কথা। মনের অলিগলি সব হাতড়েও আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেল না মুসা।

তবে কিশোর চুপ করে থাকল না। জিজ্ঞেস করল, 'হেনরির ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপারটা কি মানে?' বুঝতে পারল না ইভা।

'এখানে ঢুকে ওর সঙ্গে কি যেন বলাবলি করছিলেন শুনলাম?'

এটা ফালতু প্রশ্ন, বুঝতে পারল মুসা। অহেতুক কথা বলে ইভাকে থামিয়ে রাখতে চাইছে কিশোর।

হেসে উঠল ইভা। করুণার হাসি। 'কথা তো একাই বলেছি, ও আর বলল কোথায়। সবাইকে বুঝিয়েছি, হেনরি আছে, নইলে কি আর ফাঁকি দিয়ে একসঙ্গে এনে ঢোকাতে পারতাম এঘরে?' ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তার হাসি। 'কিন্তু সময় ফুরিয়ে আসছে। ওপর দিকে তাকালেই দেখতে পাবে তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্যে কি চমৎকার সব স্পীকার লাগিয়ে রেখেছি।'

প্রায় একইসঙ্গে সবার চোখ ওপর দিকে উঠে গেল। বড় বড় চারটে স্পীকার লাগানো হয়েছে দেয়ালে, ছাতের সামান্য নিচে।

'ব্যাটারি-চালিত একটা ক্যাসেট ডেকের সঙ্গে কানেকশন দেয়া আছে ওগুলোর। ডেকটা আছে আমার নাগালে,' ইভা বলল। 'তোমাদের শাস্তি শুরু হোক এখন।'

'কিন্তু…' বলতে যাচ্ছিল মুসা।

'উঁহু, আর কোন কথা নয়। চুপচাপ বসে বসে দেখো কি খেলা আমি দেখাই,' আবার হাসল ইভা। মিষ্টি হাসিটা দেখে এখন মুসার মনে হলো, ওতে

মধু নেই, আছে কেউটের বিষ মেশানো।

'তোমাদের শাস্তি দেয়ার কথা যখন মাথায় ঢুকেছে, তখন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করলাম কি করে যতটা সম্ভব বেশি ভোগানো যায় তোমাদের, আমার বাবা-মাকে যেমন ভুগিয়েছে তোমাদের বাবা-মা'রা,' বলল ইভা। 'কিন্তু ওভাবে কার অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানোর ব্যবস্থা করতে পারব না। হঠাৎ করেই মনে পড়ল, অ্যাক্সিডেন্টের পর যেভাবে ভোগে মানুষ, সেটা তো করতে পারব।' জানালার ওপাশে নিচু হলো সে। আবার সোজা হয়ে বলল, 'টেপটা চালু করে দিলাম। তোমাদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করেছি।'

ভারী গোঁ গোঁ শব্দ বেরোতে শুরু করল স্পীকারগুলো থেকে। শক্তিশালী গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ।

'আসল দুর্ঘটনার ব্যবস্থা যেহেতু করতে পারিনি,' বলতে থাকল সে, 'নকলটাই দেখো কেমন লাগে। ধাক্কা লাগা, ধাতব বডি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া, মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে শোনাব তোমাদের। ভয়ঙ্কর সে-শব্দ সহ্য করতে না পেরে যখন তোমরা গলা ফাটিয়ে অসহায় চিৎকার করতে থাকবে, মহাআনন্দে সেগুলো রেকর্ড করব আমি, টেপগুলো পাঠিয়ে দেব তোমাদের বাবা-মায়ের কাছে। আমার বাবা-মাকে কয়েক সেকেন্ডের বেশি কষ্ট ওরা দিতে পারেনি, আমি ওদের ভোগাব চিরটাকাল···'

এঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে। নতুন শব্দ যুক্ত হলো তার সঙ্গে–টায়ারের তীক্ষ্ণ, কর্কশ আর্তনাদ। তীব্র গতিতে মোড় ঘুরতে গেলে যে রকম শব্দ করে গাড়ির চাকা।

ও কি শুধু এইটুকুই করবে নাকি?–অবাক হয়ে ভাবল মুসা। অ্যাক্সিডেন্টের শব্দ শোনাবে? আর কিছু না?

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই বলে উঠল ইভা, 'শুধু শব্দ সহ্য করেই পার পাবে না। প্রচণ্ড ব্যথা, যন্ত্রণা সবই ভোগ করবে তোমরা। ওরা যেমন করেছিল।' খশ্ করে একটা সিগারেট লাইটার জ্বালল সে।

'ডাইনিং রুমের চারপাশের কাঠের দেয়ালে মোটা মোটা কম্বল লাগিয়ে দিয়েছি আমি। পেট্রলে ভিজিয়ে রেখেছি ওগুলো। আগুন দিলেই দপ করে জ্বলে উঠবে। এই যে, লাগাতে যাচ্ছি আগুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। আমার বাবা-মা কতটা কষ্ট পেয়ে মরেছিল, সেটা অনুভব করবে, চিৎকার করতে থাকবে তোমরা। সেই সব বাস্তব চিৎকারের রেকর্ড শুনে তোমাদের বাবা-মায়েরাও হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে ওভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করে মরার কষ্টটা।'

আবার নিচু হয়ে একটু পর সোজা হলো ইভা। সরে গেল জানালার কাছ থেকে।

কিশোরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল মুসা। মুক্তি পাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কিন্তু এত জোরে শব্দ করছে স্পীকারগুলো, ওর নিজের কথাই নিজের কানে পৌঁছবে না। আর কিশোর তো কানেই খাটো।

ব্রেক কষার পর রাস্তায় চাকা ঘষার শব্দ হলো। প্রচণ্ড একটা আঘাতের শব্দ···দুমড়ে-মুচড়ে যেতে শুরু করল গাড়ির ধাতব শরীর, কাঁচ ভাঙার শব্দ, যন্ত্রণা আর আতঙ্ক মেশানো চিৎকার···

ফুল ভলিয়ুমে বার বার একই শব্দ বাজতে থাকল স্পীকারে। কানের জন্যে প্রচণ্ড পীড়াদায়ক। কান চেপে ধরেও রেহাই পেল না কেউ, এতই জোরে বাজছে। ভয়াবহ শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন ঘরের ভেতরটা। কাঁপছে দেয়ালগুলো।

সহ্য করতে না পেরে প্রথম চিৎকার শুরু করল জুন। তারপর ডারবি···তারপর জিম···

এরচেয়ে খারাপ কোন অত্যাচারের কথা আর ভাবতে পারছে না মুসা।

এই সময় ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া গেল। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে ঘরে।

বিশ

সাংঘাতিক এক দুঃস্বপ্ন।

দুঃস্বপ্নটা বাস্তব।

কিশোর দেখছে, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে একেকজনের চেহারা, শরীর মোচড়াচ্ছে, হাঁ করে চিৎকার করছে। চোখের পাতা টিপে বন্ধ করে, হাত দিয়ে কান চেপে ধরে রেখেও শব্দের অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারছে না, ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ওর কান নষ্ট হওয়ায় এই অত্যাচার থেকে অনেকটাই বেঁচে গেছে।

ঘরে ধোঁয়া ঢোকা শুরু হলে উন্মাদের মত আচরণ শুরু করল কেউ কেউ। ভিকি আর জিম গিয়ে শিক টানাটানি করতে লাগল। শিকের গোড়ার কাঠ খামচে কেটে ফেলার চেষ্টা করল। নখ ভেঙে রক্ত বেরোতে লাগল। রক্তাক্ত হলো হাতের তালু। পরোয়াই করল না। যে কোন মূল্যে এখন শুধু বেরোতে চায়।

দরজার নিচ দিয়ে আসা ধোঁয়া ঘন হচ্ছে। হাতে সময় বিশেষ নেই। দরজায় তালু ঠেকিয়ে দেখল কিশোর, গরম হয়ে গেছে।

বেরোনোর কি কোন পথ নেই? সবাই মিলে ধাক্কা দিলে কি দরজাটা ভাঙা যাবে না?

মুসার কাঁধে হাত রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলল সে, 'কিছু একটা করা দরকার!'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু মুসা। চোখে-মুখে অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ। কথা বুঝতে পারল না।

ভিকির কানের কাছে গিয়ে চিৎকার করে কথা বলল কিশোর। সে-ও বুঝল না কিছু। আবার গিয়ে জিমকে নিয়ে শিক বাঁকানোর চেষ্টা করতে লাগল।

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে সবগুলোর!' মনের ভাবনাটা চিৎকার করে বলল কিশোর।

অনেকটা তা-ই হয়েছে। এককোণে গিয়ে মুখ ঢেকে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জুন। শব্দ শোনা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যাচ্ছে। দরজায় পাগলের মত থাবা মারছে, আর চিৎকার করে কি যে বলছে ডারবি, সে-ই জানে।

কারও কাছ থেকেই এখন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই, বুঝতে পারল কিশোর। একমাত্র সে-ই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছে, সম্ভবত শব্দের অত্যাচার অন্যদের মত অত পীড়া দিচ্ছে না বলেই।

রবিনের আশাও ছেড়ে দিয়েছে সে। ইভা প্ল্যান করেই সমস্ত কিছু করেছে। রিজো আর হুগ যদি ঘাপটি মেরে বসে না-ও থাকে, যেহেতু হুগের মোটর সাইকেলটা নষ্ট করে দেয়া হয়েছে, কবরস্থানের অন্যপাশে রেখে আসা গাড়িগুলোর বারোটা বাজিয়ে প্রতিশোধ নেবে সে, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই কিশোরের। আর গাড়ি নষ্ট থাকলে ফোন করতে যেতে পারবে না রবিন। হেঁটে গিয়ে সাহায্য নিয়ে ফিরে আসতে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। ততক্ষণ ওরা বাঁচবে না।

নিজে বাঁচার, সবাইকে বাঁচানোর ব্যবস্থা এখন ওকেই করতে হবে।

মনকে বোঝাল, আতঙ্কিত হওয়া চলবে না। ঘন হয়ে ওঠা ধোঁয়াকে অগ্রাহ্য করল। যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে বাধ্য করল মনকে।

দরজাটা অতিরিক্ত ভারী। ভাঙা যাবে না। জানালার কাছে এসে ভিকি আর জিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেও টেনে দেখল শিকগুলো। শক্ত। অনড়। এমন জায়গাতেই বন্দি করেছে ওদেরকে ইভা, যাতে কোনমতেই ভেঙে বেরোতে না পারে।

জানালার শিকের ফাঁকে নাক ঠেলে দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানল কিশোর। তাজা বাতাস টেনে নিল ফুসফুসে। ততক্ষণে কুয়াশার মত ঘন হয়ে গেছে ঘরের ধোঁয়া। মাথা গরম হয়ে গেছে সব কজনের, খেপা হয়ে গেছে একেকজন।

প্রতিশোধটা ভালই নিচ্ছে ইভা।

ইস্, যদি খালি আরেকটা পথ থাকত! যদি কোন রাস্তা– স্কাইলাইট, হীটিং ভেন্ট, বা···চোখ পড়ল দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা একটা হাতলের ওপর। আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল যেন মনের কোণে। সাধারণ আলমারিই হবে হয়তো ওটা। কিংবা···

হাতলে টান দিয়ে ছোট পাল্লাটা খুলেই চিৎকার করে উঠল। আনন্দে।

পুরানো ডাম্বওয়েইটার সিসটেমের একটা অংশ এটা, যার কথা ইভা বলেছিল। ডাম্বওয়েইটার বাক্সেটটা খুব ছোট। ঠেসেঠুসে একজন মানুষের

কোনমতে জায়গা হবে।

একটা কথা মনে হতেই আশা উবে গেল কর্পূরের মত। কারও সাহায্য ছাড়া একা একা ওই ঝুড়িতে বসে নামতে পারবে না। পুলিতে লাগানো দড়ি টেনে নামানো হয় এই ঝুড়ি। সে বসলে অন্য আরেকজনকে দড়ি টানতে হবে। তাহলেই নামতে পারবে। কাকে রাজি করাবে? মুসা পর্যন্ত উন্মাদের মত আচরণ করছে। দুই হাতে কান চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। বিষাক্ত ধোঁয়ায় দম নিতে নিতে খাঁটি অক্সিজেনের অভাবে মগজটাও বোধহয় শুবলেট হয়ে গেছে ওর।

কাছে গিয়ে কাঁধ খামচে ধরে জোরে জোরে ঠেলতে শুরু করল কিশোর।

মুখ তুলে চোখ মেলে তাকাল মুসা।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর, 'মুসা, এসো আমার সঙ্গে!'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

'মুসা!' আবার চিৎকার করল কিশোর। 'প্লীজ! এসো!'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল মুসা। হঠাৎ করেই পরিষ্কার হয়ে গেল দৃষ্টি। উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাড়া দিতে লাগল। 'কি?'

স্পীকারের প্রচণ্ড শব্দে ভাল কান যাদের তারাই শুনতে পাচ্ছে না, কিশোরের তো শোনার প্রশ্নই ওঠে না। তবে মুসার ঠোঁট নড়া দেখেই বুঝতে পেরেছে ও কি বলছে। ওর হাত ধরে ডাম্বওয়েইটারের দরজার কাছে টেনে নিয়ে চলল কিশোর। প্রথমে নিজের বুকে হাত রেখে ইশারা করল, তারপর দেখাল ঝুড়িটা, সবশেষে দড়ি টানার ভঙ্গি করে বোঝাতে চাইল কি করতে হবে। ইতিমধ্যে ভিকিরও চোখ পড়েছে ওদের ওপর। এগিয়ে এল সে। এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে যেন পাগল হয়ে গেছে কিনা বুঝতে চাইছে।

মুসা বলল, 'পারবে না। মারা পড়বে।'

ওর ঠোঁট নড়া দেখে সহজেই কথা বুঝে নিল কিশোর। বোবাদের মত আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করল, এমনিতেও তো মরেই গেছি, চেষ্টা করতে দোষ কি? ডাইনিং রুমের দরজার নিচ দিয়ে আসা ধোঁয়ার দিকে ইঙ্গিত করল। গলগল করে ঢুকছে এখন ঘন ধোঁয়া। ক্রমেই আরও ঘন হচ্ছে।

'ও ঠিকই বলছে!' কিশোরের কথাকে সমর্থন জানিয়ে চিৎকার করে উঠল ভিকি। 'এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মুসা।

যাক, রাজি তো করানো গেল। কিন্তু কাজ করবে তো ডাম্বওয়েইটার?

ভিকি আর মুসা মিলে কিশোরকে তুলে ধরে ফোকরটা দিয়ে ঠেলে দিল ঝুড়ির কাছে। লম্বা দম নিয়ে ঝুড়িতে বসে পড়ল কিশোর। থুতনিতে হাঁটু ঠেকিয়ে পিঠ বাঁকা করে শরীরটাকে এঁটে নিল ছোট্ট ঝুড়িতে। বুক কাঁপছে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুসা আর ভিকিকে ইশারা করল ওকে নামিয়ে দেয়ার জন্যে।

দড়ি টানতে শুরু করল ভিকি। পুলির ক্যাঁচকোঁচ, দড়ির পটপট আর নানা রকম বিচিত্র শব্দ করছে পুরানো মেকানিজম। শেষ পর্যন্ত টিকবে তো দড়িটা? না ছিঁড়ে পড়বে তার ভারে?

যা হয় হোকগে। অত ভেবে লাভ নেই।

নামতে নামতে হঠাৎ করে থেমে গেল ঝুড়ি। আটকে গেছে কিসে যেন। ওপরে তাকিয়ে দেখল জট ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসা আর ভিকি। খুলতে পারছে না দড়িটা।

স্থির হয়ে আছে ঝুড়ি।

গরম হয়ে গেছে শ্যাফটের বাতাস। ধোঁয়ার গন্ধ। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। শীঘ্রি যদি আবার চলতে শুরু না করে ঝুড়িটা, পুরানো বাড়ির মান্ধাতার আমলের পাইপের মত শ্যাফটে দম আটকে মরতে হবে তাকে।

সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে ঝুড়িটাকে দোলাতে শুরু করল সে। ঝাঁকি লেগে যদি দড়ির জট খোলে। এরকম করতে থাকলে একটা কিছু ঘটবেই, এভাবে আটকে অন্তত থাকবে না। হয় ছুটে যাবে, নয়তো দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে ঝপাৎ করে নিচে পড়বে ঝুড়ি। যদিও তাতে হাড় ভাঙার শতকরা একশো ভাগ সম্ভাবনা।

আচমকা ওর পিলে চমকে দিয়ে হড়হড় করে কয়েক ইঞ্চি নেমে গেল ঝুড়ি।

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। হাতুড়ির মত পিটাতে শুরু করল যেন হৃৎপিণ্ডটা। স্বাভাবিক হয়ে এল আবার যখন মসৃণ গতিতে ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল ঝুড়ি।

থামল অবশেষে। ডায়ওয়েইটারের আলমারির পাল্লা ঠেলে খুলল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল।

ওপরের তুলনায় বাতাস এখানে অনেক পরিষ্কার। বদ্ধ বাতাসে এক ধরনের ভাপসা গন্ধ। তা-ও ধোঁয়ার চেয়ে অনেক ভাল। কয়েকটা সেকেন্ড কিছুই না করে বসে বসে দম নিল কেবল। তারপর টর্চ জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে লাগল অন্ধকার ঘরটায়।

স্বাভাবিক কোন আকৃতি নেই মাটির নিচের এই ঘরটার। প্রচুর খাঁজ, ঘুপচি আর দেয়াল আলমারি। ভেবে অবাক হলো, এখান থেকে ওকে খুঁজে বের করেছিল কি করে মুসা!

সিঁড়িটা চোখে পড়ল। ছুটে গেল ওটার দিকে। তাড়াহুড়ো করে উঠতে যেতেই মচমচ করে উঠল কাঠের ধাপ। ভেঙে পড়ার ভয়ে থমকে গেল সে। তারপর সাবধানে এক পা এক পা করে উঠে চলল। মাথায় পৌঁছে দেখল আগুনের মত গরম হয়ে আছে দরজা। খুলতে গেলে হাত পোড়াবে। খোলার পর ভয়াবহ গরম বাতাসের ঝাপটায় প্রথমেই ঝলসে যাবে চোখমুখ।

এদিক দিয়ে বেরোতে পারবে না। অন্য কোন পথ খোঁজা দরকার।

আবার টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল। ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে। কালচে, রোমশ একটা প্রাণী পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। ইঁদুর কিংবা

ছুঁচোটুচো হবে। চমকে লাফ দিয়ে সরে গেল সে।

একটা জানালা চোখে পড়তে ছুটে গেল ওটার দিকে। তক্তা লাগিয়ে বন্ধ করা। হতাশায় কাঁদতে ইচ্ছে করল। এত কষ্ট করে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়েও লাভ হলো না। মরতেই হলো···

খবরদার! ধমক লাগাল নিজেকে। মরোনি এখনও! আতঙ্কিত হওয়া চলবে না! তাহলে সত্যি সত্যি মরবে!

ডাইনিং রুমে সবাই এখন বাঁচার আশায় তার ওপর নির্ভর করে বসে আছে। মুসা তো নিশ্চয় ধরে নিয়েছে, এ যাত্রা বেঁচে গেল। ওর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। ভাবছে, কিশোর যখন নেমেছে, বেরোনোর কোন না কোন উপায় করে ফেলবেই।

জানালার তক্তার ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে টানতে শুরু করল সে। নখ ভাঙল। রক্ত বেরোতে লাগল। তবুও থামল না। দমলও না। শেষ পর্যন্ত আলগা হতে শুরু করল পুরানো, নরম হয়ে যাওয়া তক্তা। বাইরে অযত্নে বেড়ে ওঠা ঝোপ চোখে পড়ল।

দ্বিগুণ উদ্যমে আবার তক্তা খোলার চেষ্টা চালাল সে। খুলে এল একটা তক্তা। বেরোতে হলে আরও দুটো খুলতে হবে।

ধরার সুযোগ পেয়ে গেছে। খোলাটা সহজ হবে এখন। তবে কতক্ষণ লাগবে কাজ শেষ করতে বলা যায় না। ওপরে ওর বন্ধুরা সব মারা যাওয়ার আগেই বেরিয়ে গিয়ে সাহায্য করতে পারবে কিনা, তা-ও জানে না···

ভাবনাগুলো মাথা থেকে দূর করে দিয়ে আরেকটা তক্তার কিনার চেপে ধরল সে।

টেনে টেনে প্রায় খুলে ফেলেছে, হঠাৎ গোড়ালি চেপে ধরল কে যেন।

একুশ

চিৎকার দিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে যেতে চাইল কিশোর। নরম কিছুতে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

ইভা নাকি!

ওকে খুন করতে এল!

কিন্তু অত সহজে সেটা ঘটতে দেবে না।

টর্চের ম্লান আলোয় দেখল, ইভা নয়। ওর পা চেপে ধরেছেন ইভার আঙ্কেল মেয়ার। যে হাত দিয়ে ধরেছেন, ওই হাতটার কব্জি বাঁধা রয়েছে অন্য হাতের কব্জির সঙ্গে। পা দুটোও বাঁধা। নীল-সাদা শার্টে রক্ত লেগে আছে।

আরও আগেই কথা বললেন না কেন তিনি? নাকি বলেছেন, তার কান নষ্ট বলে শুনতে পায়নি?

টর্চের ব্যাটারি প্রায় শেষ। তাঁর একেবারে মুখের কাছে আলো ধরল সে। মুখে কাপড় গোঁজা। কথা না বলতে পারার কারণ বোঝা গেল। গোঁ গোঁ হয়তো করেছেন, কিন্তু নষ্ট কান নিয়ে উত্তেজনার মাঝে সেটা শুনতে পায়নি কিশোর।

টান দিয়ে মুখের কাপড়টা খুলে দিল সে।

'আমাকে বাঁচাও!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন তিনি। ভাঁড়ের সাজে সজ্জিত মুখটাকে কেমন বিকৃত লাগছে। 'প্লীজ! দড়ি খুলে দাও!'

'দিচ্ছি। আপনাকে পেয়ে ভালই হলো। আপনার সাহায্য দরকার এখন আমার।'

দ্রুতহাতে দড়ি খুলতে খুলতে সংক্ষেপে জানাল সে, ইভা ওদের নিয়ে কি করতে চেয়েছে। আগুন লাগানোর কথা শুনে চমকে গেলেন মেয়ার। 'ও, এজন্যেই ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলাম। কল্পনাই করতে পারিনি ও···'

শেষ গিটটা খুলে দিয়ে কিশোর বলল, 'উঠুন। কথা বলার সময় নেই এখন। তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন মেয়ার। অনেকক্ষণ পায়ে দড়ি বাঁধা থাকাতে ঝিঁঝি ধরে গেছে। কয়েক সেকেন্ড বসে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিলেন। ওই কয়েকটা সেকেন্ডকেই কয়েক যুগ মনে হলো কিশোরের। ওপরে ওরা-কি করছে এখন কে জানে!

দৌড়ে গিয়ে একটা আলমারি থেকে শাবল বের করে আনলেন মেয়ার। খুব দ্রুত খুলে ফেললেন জানালার তক্তা। ওরকম রোগাটে শরীরের তুলনায় বিস্ময়কর শক্তি।

বাইরে বেরিয়ে লোভীর মত হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল কিশোর। বুক ভরে টেনে নিল তাজা, বিশুদ্ধ বাতাস।

দেরি করা যাবে না। বাড়ির সামনের দিকে দৌড় দিল মেয়ারের সঙ্গে। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে আগুন দেখতে পেল। ডাইনিং রুমের জানালার কাছে এসে দেখল সবাই এখন শিকের কাছে হুড়াহুড়ি করছে ফাঁক দিয়ে আসা বাতাসে দম নেয়ার জন্যে।

শাবল দিয়ে চাড় মেরে শিক ভাঙতে চেষ্টা করলেন মেয়ার।

নাহ্, কিছুই তো হচ্ছে না! আতঙ্কে গলার কাছে দম আটকে গেল যেন কিশোরের। চাপ বাড়ানোর জন্যে মেয়ারের সঙ্গে গিয়ে হাত লাগাল।

দুটো শিকের ফাঁকে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিতে দিতে একটু যেন বাঁকা হলো একটা শিক। ভরসা পেয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি একত্র করে চাপ দিতে লাগল দুজনে।

মোটা লোহার শিককে পরাস্ত করা গেল না, তবে চৌকাঠ ভেঙে বেরিয়ে এল একটা শিকের গোড়া। তাতে বরং সুবিধেই হলো। পটাপট বাকি শিকগুলোও খুলে ফেলা গেল সহজে।

প্রথমেই বেরিয়ে এল জিম। ডিকিকে বলল জুনকে তুলে ধরে পার করে

দিতে। মুসা আর ভিকি জুনকে তুলে ধরল। বাইরে থেকে তাকে ধরে আলতো করে মাটিতে নামিয়ে দিল জিম আর কিশোর। ওখানেই মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল জুন।

এক এক করে বেরিয়ে এল সবাই। হাঁ করে দম নিচ্ছে। টকটকে লাল চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে অনবরত।

ওরা বেরোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল ডাইনিং রুমের দরজায়। দুই পাশের কাঠের দেয়ালে যে হারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, দেখে শিউরে উঠল মুসা। বেরোতে আর মিনিটখানেক দেরি হলেই কেউ বাঁচত না।

এখানে থাকা নিরাপদ নয়। দৌড়ে সরে যেতে লাগল ওরা। জুনকে প্রায় বয়ে নিয়ে ছুটল ভিকি আর মুসা। সামনের চত্বরে এসে দাঁড়াল।

পুরো বাড়িটায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।

উগ্র-নগ্ন দলাদলি আর ভেদ্যাভেদ ভুলে গিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি শুরু করল ওরা। বাঁচার আনন্দে অভিনন্দন জানাতে লাগল। কিশোরকে তো মাথায় নিয়ে নাচতে বাকি রাখল।

প্রচণ্ড উত্তাপ এসে লাগছে গায়ে। আরও দূরে সরে গেল ওরা। বাড়িটাকে পুড়তে দেখছে। কালো আকাশের অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে কমলারঙ আগুনের শিখা।

পুবের আকাশ ফ্যাকাসে হতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ চড়চড় আওয়াজ তুলে ভেতর দিকে বাঁকা হয়ে গেল ছাতটা। আতশ বাজির মত আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিতে শুরু করল চতুর্দিকে। লনের ওপর ঝরে পড়ল ফুলকি।

এই সময় বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল রবিনকে।

★

'আমি মরে গেছি ভেবে ভয়ে পালাল রিজো আর হুগ,' কি ঘটেছে সবাইকে বলছে রবিন। 'তারপরেও পড়ে রইলাম কিছুক্ষণ, দূরে গিয়ে যদি খেয়াল রাখে, এই ভয়ে। কিন্তু ওরা আর ফিরল না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। চলে গেলাম কবরস্থানের কোণের বাড়িটায়। পুলিশকে ফোন করলাম।'

কপালে গোল হয়ে ফুলে উঠেছে ওর। কেটে গেছে অনেকখানি জায়গা। রক্ত লেগে শুকিয়ে আছে। গালেও রক্ত। তবে অসুস্থ লাগছে না।

টম আর ডারবি মাটিতে বসে বাড়িটাকে পুড়তে দেখছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই ঘটেনি। লম্বা ভেজা ঘাসের ওপর বসেছে জিম আর জুন। কাপড় ভিজছে, কেয়ারই করছে না।

একা, নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ভিকি। বিষণ্ন চেহারা। ওর সুন্দর রূপালী রাজকুমারের পোশাকটা ছিঁড়ে ফালা-ফালা। পানি, কাদা, কালিতে মাখামাখি।

এক রাতের মাত্র কয়েকটা ঘণ্টায় এত কিছু ঘটে গেছে বিশ্বাস হতে চাইছে না মুসার।

দূরে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

সবার সামনে এসে দাঁড়ালেন মেয়ার। চোখে পানি। 'তোমরা আমাকে মাপ করে দাও। বিশ্বাস করো, এই কাণ্ড ঘটাবে মেয়েটা, কল্পনাই করতে পারিনি আমি। তাহলে কিছুতেই রাজি হতাম না ওর কথায়।'

'আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ আমরা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভিকি।

'কিন্তু আমি বুঝতেই পারিনি ও প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে আছে। আমাকে বলল, সামান্য একটু ভয় দেখাতে চায়···'

'তারমানে আপনার বুদ্ধিতেই হয়েছে এসব?' ভুরু কোঁচকাল মুসা, 'এই ভয়ঙ্কর নাটকের ব্যবস্থা আপনিই করেছিলেন!'

'বললাম তো, সামান্য একটু ভয় দেখাবে তোমাদের, বলেছিল ইভা,' লজ্জিত কণ্ঠে বললেন মেয়ার। 'ও যে সত্যি সত্যি তোমাদের···' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'ইভার বাপ ছিল আমার বড় ভাই। দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আমার। ও চলে গেলে ইভাকে এমনভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলাম যাতে ও বাপ-মা কারোরই অভাব না বোঝে। অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েই বোধহয় ভাইয়ের প্রতি আমার ভালবাসা, যারা খুন করেছে তাদের প্রতি আমার মনের ক্ষোভগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ওর মনেও। আমি সহ্য করেছি সব, মাপ করে দিয়েছি খুনীদের, কিন্তু ও ছেলেমানুষ, সেটা করতে পারেনি। বার বার বুঝিয়েছি ক্ষমার মধ্যেই আছে মহত্ত্ব, মনের শান্তি। কিন্তু ওর মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে কেবল তীব্র ঘৃণা, প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিল, আমি বুঝতে পারিনি।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি। 'গত বছর হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে লাগল। ভাবলাম, বহু ঘোরাঘুরি হয়েছে, আর না। এবার বাড়ি গিয়ে, শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই।

'বহুকাল পর ফিরলাম। প্রতিবেশীরা চিনতে পারল না আমাকে। প্রচার করে দিলাম আমি গ্রেভদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, যাতে কেউ এসে আমাকে বিরক্ত না করে, শান্তিতে থাকতে পারি। কিন্তু যেই ইভা শুনল, আমি এখানে এসে থাকতে চাই, কাজকর্ম সব ফেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো। আমার কানের কাছে সারাক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকল ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিলে ওর আত্মা কোনদিন শান্তি পাবে না, আমাকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

আতঙ্কিত চোখে মেয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। যেন এক দুঃস্বপ্নের গল্প শোনাচ্ছেন তিনি, অথচ সব কিছু ঘটে গেছে বাস্তবে।

'বাকিটা তো তোমরা জানোই,' মেয়ার বললেন। 'বয়েস কমিয়ে স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলো ইভা। চেহারা আর শরীরের গঠন এ ব্যাপারে বিরাট সাহায্য করল ওকে। উনত্রিশ বছর বয়েসেও দেখতে লাগে সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ের মত···। আমাকে বাধ্য করল, যারা যারা সেরাতে গাড়ি দুটোতে ছিল, তাদের খুঁজে বের করতে। সে নিজেও এ কাজে সাহায্য করতে লাগল

আমাকে। তারপর তোমাদের ডেকে এনে সামান্য ভয় দেখিয়ে চিৎকার রেকর্ড করে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিল। আমার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে দাওয়াতের কার্ড পাঠাল তোমাদের।'

'কিন্তু আপনি বুড়ো মানুষ হয়ে এরকম একটা প্রস্তাবে রাজি হলেন কি করে?' ফুঁসে উঠল ভিকি। 'কি ক্ষতি করেছি আমরা আপনার? ওই সময় তো জন্মই হয়নি আমাদের…'

'জানি,' আবার কপাল ডললেন মেয়ার। 'আর লজ্জা দিয়ো না আমাকে। ইভার চাপাচাপিতে আমারও বোধহয় মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নইলে কি আর এসবে জড়াই। তারপরেও, বিশ্বাস করো, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি ও সত্যি সত্যি তোমাদের খুন করতে চায়। তবু স্বীকার করছি, যেটুকু করতে চেয়েছি সেটাও করা উচিত হয়নি। কাউকে আতঙ্কিত করে কষ্ট দেয়াটাও অপরাধ, তার ওপর একেবারেই নিরপরাধ কয়েকটা ছেলেমেয়েকে…সত্যি মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল আমার! নইলে একাজ করলাম কি করে!'

'তারমানে আপনার স্নেহ-ভালবাসার সুযোগ নিয়ে পুরোপুরিই আপনাকে বোকা বানিয়েছিল ইভা,' কিশোর বলল সহানুভূতি নিয়ে। সবার মত রাগল না সে। মেয়ারকে দোষারোপ করল না।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মেয়ার। 'তোমাদের বন্ধু হেনরির লাশটা দেখার পর আমার ভুলটা ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম ইভার কাজ। ওকে থামানো দরকার। নইলে সর্বনাশ করে ফেলবে। পার্টি বন্ধ করে দিতে বললাম। পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম…পারলাম না…'

'নিশ্চয় মাথায় বাড়ি দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলেছিল,' কিশোর বলল। 'জানি আমি। আমাকেও তাই করেছে।'

মাথা ঝাঁকালেন মেয়ার। 'পুরো উন্মাদ হয়ে গেছে ও। বেহুঁশ করে বেজমেন্টে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এসেছিল…'

'আপনি বলতে চাইছেন সব একা একা করছে ইভা! হেনরিকে খুন…আপনাকে পেটানো…কিশোরকে…' বিশ্বাস করতে পারছে না ভিকি।

'হ্যাঁ, ও একাই করেছে সব। ওর গায়ে কি পরিমাণ শক্তি আন্দাজ করতে পারবে না। ব্যায়াম আর ওয়েইট লিফটিং করে করে শরীরটাকে গঠনই করেছিল সে এজন্যে, বহুদিন থেকেই প্রতিশোধ নেয়ার প্ল্যান করে বসে আছে মনে মনে, আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। ফাঁকি দেয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ওর, তার প্রমাণ তো তোমরাও পেলে আজ…'

'তা তো পেয়েছে!' হিসহিস করে উঠল একটা কণ্ঠ। 'তবে বেঁচে গেল ওরা তোমার জন্যে! আগে জানলে হেনরির সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও শেষ করে দিতাম…'

বাগানের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। রাগে, উন্মাদনায় বিকৃত হয়ে গেছে ওর সুন্দর চেহারাটা।

'ইভা! তুই বেঁচে আছিস। আমি তো ভাবলাম…' কেঁদে ফেললেন

মেয়ার। কতটা ভালবাসেন ওকে এখনও তিনি, বুঝতে কারও অসুবিধে হলো না। হাত নেড়ে ডাকলেন, 'আয়, মা!'

'আমি আসব তোমার কাছে!' রাগে চিৎকার করে উঠল ইভা। 'তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছ! শুধু আমার সঙ্গেই নয়, আমার বাবা-মায়ের আত্মার সঙ্গেও করেছ।...তোমার বেঈমানীর কারণেই আমার সব আশা শেষ হয়ে গেল...'

ঘৃণার আগুন আর গোক্ষুরের বিষ যেন একই সঙ্গে ঝরতে লাগল ইভার চোখ থেকে। ওর পান্না-সবুজ চোখে বদ্ধ উন্মাদের দৃষ্টি।

তাকিয়ে থাকতে পারল না মুসা। চোখ সরিয়ে নিল।

আচমকা ছুটতে শুরু করল ইভা।

বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই। কি করতে চায় ও? আবার কোন্ চমক দেখাতে চায়?

একছুটে জ্বলন্ত বাড়িটার কাছে চলে গেল সে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

বাইশ

'না না, ইভা, না!'

মেয়ারের তীক্ষ্ণ চিৎকার চিরে দিল যেন ভোরের বাতাস।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নড়ে উঠল মুসা। কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই দৌড় দিল ইভার পেছনে। প্রচণ্ড তাপ লাগছে গায়ে চোখের কোণ দিয়ে দেখল ভিকিও দৌড়াতে শুরু করেছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় লক্ষ করল মুসা, মাত্র কয়েক গজ তফাতে আছে ভিকি।

গতি কমাল না মুসা। কয়েক লাফে উঠে এল জ্বলন্ত বারান্দায়

হলঘরে ঢোকার দরজার কাছে চলে গেছে ইভা। টলছে আগুন ধরে যাচ্ছে কাপড়ে। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। মুসা আর ভিকিকে পিছু নিতে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে। আবার ঘুরল হলঘরের দিকে। জ্বলন্ত এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে ওটা।

'ধরো ওকে! ধরো!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল ভিকি। 'ঢুকতে দিয়ো না!'

ডাইভ দিল মুসা। পা চেপে ধরল ইভার। হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে।

টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল মুসা। কিন্তু ইভার গায়েও সাংঘাতিক জোর। তার ওপর খেপা। খেপে গেলে মানুষের শক্তি এমনিতেই অনেক বেড়ে যায়। পারল না মুসা। টানতে টানতে ওকে ঘরের মধ্যে প্রায়

ঢুকিয়ে ফেলল ইভা।

চোখের কয়েক ইঞ্চি সামনে আগুনের শিখা নাচছে। চিৎকার করতে লাগল মুসা। কিন্তু ইভার পা ছাড়ল না। টের পেল কে যেন তার পা-ও চেপে ধরে টেনে বের করে নিচ্ছে ঘরের ভেতর থেকে। টানের চোটে ইভাও বেরিয়ে আসছে এখন।

বারান্দায় বের করে মুসাকে সিঁড়িতে ঠেলে দিল ভিকি।

গড়াতে গড়াতে গিয়ে কাদার মধ্যে পড়ল মুসা। ভয়াবহ গরম থেকে ঠাণ্ডা কাদায়। জুড়িয়ে গেল শরীর। উঠে বসে দেখল ইভাকেও বের করে নিয়ে এসেছে ভিকি। ছেঁড়া রূপালী জ্যাকেট দিয়ে ক্রমাগত বাড়ি মারছে ইভার গায়ে, কাপড়ের আগুন নেভানোর জন্যে।

ফোঁপাতে শুরু করল ইভা। খেপামি কমেছে। কাঁদছে আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা আর পরাজয়ের গ্লানিতে।

মুসার পাশে এসে বসল ভিকি। ভয়ে, উত্তেজনায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। হাঁপাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও লেগেছে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, আমি খুব ভাল আছি। তুমি আমাকে বাঁচালে, ভিকি। থ্যাংকস।'

'আর তুমি যে আমাদের সবার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছ,' মুসার কাঁধে হাত রাখল ভিকি। 'ইভার মায়াজালে জড়িয়ে গাধা বনে গিয়েছিলাম আমরা সবাই। তখন যদি তোমার কথা বিশ্বাস করতাম, এই ভোগান্তিটা আর হত না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চেয়ে রইল দুজন দুজনের দিকে। ভিকির চোখে আবার দেখল সেই পুরাতন চাহনি, যখন বন্ধুত্বে ফাটল ধরেনি ওদের।

হাসল মুসা।

ভিকিও হাসল। উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দিল মুসাকে কাদা থেকে টেনে তোলার জন্যে।

পুরো চত্বরটা কোলাহল মুখর হয়ে উঠল। ত্রস্ত পায়ের ছোটাছুটি, টর্চের আলো, সাইরেনের শব্দে ভরে গেল চারদিক। দমকল বাহিনীর লোকেরা ছুটল আগুন নেভাতে। অ্যাম্বুলেন্স থেকে দৌড়ে এলেন ডাক্তার আর তাঁর সহকারী। মুসা, ভিকি আর ইভাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন কতটা পুড়েছে।

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন। মেয়ারও এলেন ওদের সঙ্গে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়েই চলেছে ইভা।

মেয়ারের দিকে ফিরল কিশোর, 'এখন কি হবে ওর?'

'আরও আগেই যা হওয়া দরকার ছিল। চিকিৎসা।' মেয়ার বললেন, 'অনেক আগেই মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠানো উচিত ছিল ওকে। কিন্তু বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি আমি।'

পুলিশের অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো ইভাকে। মেয়ার উঠলেন তাতে। জুনকেও তোলা হলো। হেঁটে যাওয়ার সাধ্য নেই তার। সাইরেন বাজিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি।

বুম করে কি যেন ফাটল প্রাসাদের ওপরে। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল আবার আগুনের ফুলঝুরি। ক্ষণিকের জন্যে আলোকিত করে দিল গ্রেভ ম্যানশনের পোড়া কঙ্কালটাকে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। কাছাকাছিই রয়েছে হ্যালোউইন পার্টির অন্য চার মেহমান–জিম, টম, ভিকি আর ডারবি।

কালো ধোঁয়ার ওপাশে দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে তখন লাল টকটকে সূর্য। হ্যাপি এনডিংই হতে পারত। কিন্তু হলো না। হেনরির মৃত্যু বিষণ্ন করে রেখেছে ওদের সবাইকে।

* * *